الصلوة والمجتمع

নামাজ ও সমাজ

AS-SALAT AND THE COMMUNITY

ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন
পিএইচডি (ফার্ম), পোস্ট-ডক (জাপান)
হার্বাল মেডিসিন (স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত)

www.pathagar.com

الصلوة والمجتمع

নামাজ ও সমাজ

AS-SALAT AND THE COMMUNITY

ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন

পিএইচডি (ফার্ম), পোস্ট-ডক (জাপান), হার্বাল মেডিসিন (স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত)
আলোচক, 'ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান', ইসলামিক টিভি, ঢাকা, বাংলাদেশ
সাবেক অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
ও
সাবেক সহকারী অধ্যাপক, ফ্যাকালটি অব ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্সেস
আহমাদু বেল্লো ইউনিভার্সিটি, জারিয়া, কাদুনা স্টেট এবং
ইউনিভার্সিটি অব জস, জস, প্লাটু স্টেট, নাইজেরিয়া।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নামাজ ও সমাজ

ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন

(২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক ইসলামী সুধী সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণের আলোকে লিখিত, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত।)

প্রকাশক

এস এম রইসউদ্দিন

পরিচালক (প্রকাশনা)

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

প্রধান কার্যালয়

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম, মোবাইল ঃ ৮৮০-১৭১১-৮১৬০০২

মতিঝিল কার্যালয়

১২৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০। পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

মোবাইল ঃ ৮৮০-১৭১১-৮১৬০০১

গ্রন্থ সত্ব

লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ

১লা রমাদান ১৪৩৪

২৭শে আষাঢ় ১৪২০

১১ই জুলাই ২০১৩

মুদ্রণে

বসুমতি প্রিন্টিং প্রেস

১১৩, ১১৪ নয়া পল্টন (জামাতখানার বিপরীতে), ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদে

মাওলানা সাইফুল ইসলাম

সম্পাদনায় ও মুদ্রণ সংশোধনে

কালাম, আযাদ, মুফতী মাসুম বিল্লাহ ও আবুল কালাম আজাদ

বর্ণবিন্যাসে

আতিয়ার ও জামাল উদ্দিন

মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

নিয়াজ মঞ্জিল ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম

১২৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০

১৫০-১৫২ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা। ফোন ৯৬৬৩৮৬৩

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন ৭১৬৩৮৮৫

ফোন (লেখক) ৮৮-০২-৯০৩৪৭৬৬, ৮৮-০১৯১২ ৫৮৩ ৪৩৯

NAMAJ O SOMAJ (As-Salat and the Community, الصلوة والمجتمع) by
Dr. Muhammad Musharraf Hussain & Published by S.M. Raisuddin Director, Publication,
Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel Commercial Area, Dhaka-1000.
First Edition 2013
Price: BDT 300/- Saudi Riyal 60 US$ 15 ISBN - 984-70241-0062-7

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধেয়/শ্রদ্ধেয়া
আব্বাজান মরহুম আলহাজ্ব মফিজউদ্দিন আহমদ
ও আম্মাজান মরহুমা মরিয়ম ভানু
এবং
শ্বশুর আব্বাজান মরহুম আলহাজ্ব মৌলভী আব্দুর রশিদ
ও শাশুড়ি আম্মাজান মরহুমা হাজেরা খাতুনের
মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র তোহ্‌ফা

www.pathagar.com

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম

প্রকাশকের কথা

নামাজ বা সলাত ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ইবাদত। অতীতের সকল শরীয়তের বিধানও ছিলো এ নামাজ। পৃথিবীর সকল মাখলূকই নামাজ আদায় করে থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা কুর'আনে বহুবার নামাজ কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছেন। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সমাজে নামাজ কায়েমের জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধ ঘোষণার হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। বস্তুত: যার ভিতর নামাজ নেই তার ভিতর নীতি-নৈতিকতা বলতে কিছুই নেই। বেনামাজির সাথে যৌথভাবে ব্যবসা করা ঝুকিপূর্ণ। কেননা, তার সততার মাপকাঠি পরীক্ষিত নয়। কারণ যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে না সে প্রয়োজনে অসততা ও প্রতারণার আশ্রয় নিতে পারে।

নামাজই সর্বোত্তম আমল এবং হৃদয় ও চক্ষুর শীতলতা আনয়নকারী। নামাজ সফলতার সোপান ও মানসিক অস্থিরতা ও হতাশা দূরকারী। নামাজই শ্রেষ্ঠ যিকির। নামাজ রোগমুক্ত করে। এটি জান্নাতের চাবি। জান্নাত লাভের মৌলিক শর্তসমূহের মধ্যে নামাজই প্রধান। বেনামাজি ব্যক্তি বেহেশত যেতে পারবে না। কারণ তার কাছে বেহেশতে প্রবেশের চাবি নেই। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব হবে। যদি এ বিষয় ঠিক থাকে তবে সে মুক্তি পাবে এবং সফলকাম হবে আর যদি ঠিক না থাকে তবে সে ব্যর্থ হবে" (আত-তিরমিযী)। তাই বেনামাজি ব্যক্তি যতো ভালো, জনহিতকর ও কল্যাণমূলক কাজই করুক না কেন, সবই বৃথা। আল্লাহর নিকট নামাজ নষ্টকারীর কোনো সৎকাজের কানাকড়িরও মূল্য নেই। বস্তুত: যে দেশের শতকরা পঁচাত্তর ভাগের অধিক মানুষ রমযানের রোযা রাখে ও নিয়মিত নামাজ পড়ে সে দেশ সত্যিকার অর্থেই একটি ঐশ্বর্য্যশালী দেশ। তাই ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয়ভাবে আমাদেরকে নামাজ কায়েম করতে হবে। তবেই আমরা আল্লাহর ক্রোধ থেকে বেঁচে থাকতে পারবো, পরকালে নাজাত লাভে সমর্থ হবো এবং নামাজকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পারবো।

নামাজ সম্পর্কে উপরোক্ত কথাগুলোকে সামনে রেখে নাইজেরিয়ার আহমাদু বেল্লো বিশ্ববিদ্যালয় এবং জস বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসী বিজ্ঞানের সাবেক সহকারী অধ্যাপক ও বাংলাদেশ বিমান বাহিনী শাহীন কলেজ কুর্মিটোলার সাবেক অধ্যক্ষ ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন 'নামাজ ও সমাজ' নামে ১১৪ পৃষ্ঠার একটি বই লিখেছেন। বইটির প্রতিটি পৃষ্ঠা অমূল্য রত্নে ভরপুর এবং কুরআন-হাদীসের বাণীতে সমৃদ্ধ। তাছাড়া বইটির শেষে লেখক আল্লাহ্‌ এবং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো অনেকগুলো দু'য়া সন্নিবেশিত করেছেন। নামাজের ভেতর ও বাইরে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব দু'য়া পাঠ করতেন তারও বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে বইটিতে। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে এবং যে নিয়মে নামাজ আদায় করতেন সে পদ্ধতির ওপরও আলোকপাত করা হয়েছে। তাছাড়া লেখক সাহাবায়ে কিরামগণ ও তাঁদের সৎ উত্তরসূরীদের নামাজের কতিপয় বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন বইটিতে।

তিনি জুমু'আ ও তাহাজ্জুদের নামাজের গুরুত্ব ও ফযীলত এবং বেনামাজির শাস্তির কথাও কুর'আন হাদীসের আলোকে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। সবশেষে নামাজ আদায়কালীন সময়ে নামাজির মনের অবস্থার বর্ণনাপূর্বক কিভাবে খুশু-খুযুর সাথে নামাজ আদায় করতে হবে তাও বর্ণনা করেছেন। আমরা আশা করি বইটি সকল মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে, কারণ লেখক নামাজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক উপকারিতা এবং নামাজির চারিত্রিক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট উল্লেখ করে বলেছেন যে নামাজই হচ্ছে সমাজ গঠনের হাতিয়ার। একজন মুসলমান যদি নামাজের হাকীকতগুলো সঠিকভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়, যদি নামাজের মর্মবাণী হৃদয়ে ধারণ করতে সফলকাম হয় এবং নামাজসমূহকে নিছক প্রাণহীন দৈনন্দিন আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখে, তাহলে সে নামাজই নামাজির জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দেবে। তখন নামাজই নিয়ন্ত্রণ করবে তার সামগ্রিক জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের কাজ-কর্ম ও প্রতিটি পদক্ষেপ। আর তাই সত্যিকার নামাজির দলই ঘুণেধরা সমাজকে বদলে দিতে সক্ষম। সত্য, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও খোদাভীরু সমাজ বিনির্মাণই নামাজের একমাত্র লক্ষ্য ও নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা।

তাই বইটির অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি: বইটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং তা প্রকাশ করতে পেরে আনন্দিত। আমরা বইটির ব্যাপক প্রচার ও প্রসার কামনা করি। আর সেই সাথে লেখকের ইহকালিন-পরকালীন কল্যাণের জন্য কায়মনোবাক্যে দোয়া করছি।

(এস এম রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	পৃথিবীর সকল মাখলূকই নামাজ আদায় করে	১৩
০২	নামাজ ছিলো অতীতের সকল শরীয়তের বিধান	১৪
০৩	ইসলামের সবচেয়ে বড় আনুষ্ঠানিক ইবাদত নামাজ	১৫
০৪	আল কুরআনে সলাত বা নামাজ কায়েম করার নির্দেশ	১৭
০৫	নামাজ কায়েম করার জন্য রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণা	২০
০৬	সময়মতো নামাজ পড়া উত্তম ও অবশ্য কর্তব্য	২০
০৭	মুমিন বান্দা ও কাফিরের মধ্যে বাহ্যিক পার্থক্য নামাজ	২০
০৮	নামাজ মুমিনের জন্য মি'রাজ	২২
০৯	নামাজ ও সমাজ	২৩
১০	নামাজ ও সামাজিক উপকারিতা	২৪
১১	নামাজের উপকারিতা বা ইহ ও পরকালীন ফযীলত	২৫
১২	নামাজ আত্মার পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার উপায়	২৬
১৩	নামাজের মধ্যে রয়েছে রুযীর প্রশস্ততা	২৭
১৪	নামাজের সংরক্ষণ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নামাজ প্রতিষ্ঠা করা	২৭
১৫	নামাজ বান্দা ও প্রতিপালকের মধ্যে সম্পর্ক গড়ার বড় মাধ্যম	২৮
১৬	নামাযের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিকভাবে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রোগ প্রতিরোধ	২৯
১৭	নামাজের মাধ্যমে রোগ নিরাময়	৩০
১৮	নামাজ বেহেশতের চাবি	৩০
১৯	জান্নাত লাভের মৌলিক শর্তসমূহের মধ্যে নামাজই প্রধান	৩১
২০	পরিবার-পরিজন ও মহিলাদের প্রতি নিয়মিত নামাজ আদায়ের নির্দেশ	৩২
২১	নামাজই সফলতার সোপান	৩৩
২২	নামাজই সর্বোত্তম আমল এবং হৃদয় ও চোখের শীতলতা আনয়নকারী	৩৪
২৩	নামাজ মানসিক অস্থিরতা ও হতাশা দূরকারী	৩৫
২৪	নামাজই শ্রেষ্ঠ যিকির	৩৫
২৫	কুর'আন পাঠও যিকিরের অন্তর্ভুক্ত	৩৬
২৬	যিকিরের নিয়ম	৩৭
২৭	যিকিরের সময়	৩৭
২৮	কল্‌ব পরিষ্কার রাখা ও কলবের মরিচা দূর করার উপায়ই হচ্ছে নামাজ	৩৮
২৯	রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজ	৪০
৩০	রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমোদিত নামাজের কতিপয় দু'য়া	৪২
৩১	নামাজের শেষে যিকির	৪৩
৩২	আয়াতুল কুরসী	৪৩
৩৩	নামাজ ও দৈনন্দিন যিকির	৪৪

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩৪	নামাজ কিভাবে পড়তে হবে : নামাজ আদায়ের নিয়ম-পদ্ধতি	৪৪
৩৫	তাহাজ্জুদ নামাজের হুকুম, গুরুত্ব ও ফযীলত	৪৬
৩৬	তাহাজ্জুদ নামাজের নিয়ম	৪৯
৩৭	গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরুর পূর্বে নামাজ আদায়	৪৯
৩৮	সাহাবী ও সালাফে সালেহীনের নামাজ	৫০
৩৯	নামাজ আদায়কালীন সময়ে নামাজির মনের অবস্থা	৫২
৪০	খুশু-খুযূর সাথে নামাজ আদায়ের গুরুত্ব	৫২
৪১	নামাজ থেকে উপকার না পাওয়ার কারণ	৫৩
৪২	মুনাফিকের নামাজ বা লোক দেখানো নামাজ	৫৪
৪৩	নামাজ পরিত্যাগকারীর পরিণাম	৫৬
৪৪	বেনামাজিকে কবরে শাস্তি দেয়া হবে	৫৭
৪৫	বেনামাজি চরমভাবে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে	৫৭
৪৬	জামায়াতে নামাজ পড়ার বিধান ও গুরুত্ব	৫৮
৪৭	ফজরের নামাজের গুরুত্ব ও ফযীলত	৬২
৪৮	জুমু'আর নামাজের হুকুম, গুরুত্ব ও ফযীলত	৬৪
৪৯	নামাজের ভেতর ও বাইরের দু'য়া	৬৭
৫০	নামাজ ও মুনাজাত	৬৭
৫১	দু'য়া দু'প্রকার : আল্লাহ্ ও নবীজির শেখানো দু'য়া	৬৮
৫২	নামাজের মধ্যে দু'য়া	৬৯
৫৩	আল্লাহ্ তা'য়ালার শেখানো দু'য়াসমূহের গুরুত্ব	৭০
৫৪	নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো দু'য়াসমূহের গুরুত্ব	৭১
৫৫	দু'য়া ও তাওবার গুরুত্ব এবং ফযীলত	৭৪
৫৬	দু'য়া ও দরূদ শরীফ	৭৫
৫৭	দু'য়া কবূলের শর্ত ও আদবসমূহ	৭৬
৫৮	দু'য়া কবূল হওয়ার বিশেষ স্থানসমূহ	৭৭
৫৯	দু'য়া কবূলের মাসনূন বা উত্তম সময়	৭৭
৬০	যেসব লোকের দু'য়া কবূল হয়	৭৮
৬১	সব দু'য়াই কবূল হয়	৭৮
৬২	দু'য়া সহসা কবূল না হলে কী করতে হয়	৭৯
৬৩	দু'য়া ও তাকদীর	৮০
৬৪	কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত দু'য়াসমূহই উত্তম	৮০
৬৫	কুরআনে বর্ণিত দু'য়াসমূহের বিবরণ	৮১
	১. দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনায় দু'য়া	৮১
	২. পিতামাতার জন্য রহমতের দু'য়া	৮১

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	৩. পিতামাতার গুনাহ্ মাফ ও সন্তানের কল্যাণ কামনা করে দু'য়া	৮১
	৪. পরিবার-পরিজনের জন্যে দু'য়া	৮২
	৫. ভুল-ভ্রান্তি-ক্ষমা ও গুনাহ মাফের দু'য়া	৮৩
	৬. সন্তান কামনায় দু'য়া	৮৪
	৭. হাশরের ময়দানে লাঞ্ছনা ও শংকামুক্তির দু'য়া	৮৪
	৮. হাশরের ময়দানে হিসাব সহজ হওয়ার দু'য়া	৮৫
	৯, জাহান্নাম থেকে মুক্তির দু'য়া	৮৫
	১০. জান্নাত লাভের দু'য়া	৮৬
	১১. জ্ঞান-বুদ্ধি, সম্মান-মর্যাদা ও প্রজ্ঞা বৃদ্ধির দু'য়া	৮৬
	১২. হিদায়াত লাভের দু'য়া	৮৬
	১৩. নেককার, সৎকর্মশীল ও ঈমানদারদের দলে শামিল হওয়ার দু'য়া	৮৭
	১৪. অপরাধ ক্ষমা ও ঈমানের সাথে মৃত্যুর দু'য়া	৮৮
	১৫. ঈমানের নূর বৃদ্ধির দু'য়া	৮৮
	১৬. পাপ মোচন ও ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্যের দু'য়া	৮৮
	১৭. কঠিন পরীক্ষায় ধৈর্য ধারণ ও ঈমানের সাথে মৃত্যুর দু'য়া	৮৯
	১৮. যেকোন বিপদ মুসীবত থেকে পরিত্রাণের দু'য়া	৮৯
	১৯. দুঃখ-কষ্টে পতিত বা রোগগ্রস্তের দু'য়া	৮৯
	২০. ঈমানের মহব্বত বৃদ্ধির দু'য়া	৯০
	২১. ঈমানদার মুসলিম ও নেক লোকদের জন্য দু'য়া	৯০
	২২. মুখের জড়তা দূরের দু'য়া	৯০
	২৩. ধন-সম্পদ বৃদ্ধির দু'য়া	৯০
	২৪. আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রতি নির্ভরশীলতার দু'য়া	৯১
	২৫. বেশি বেশি নেক আমলের তাওফিকের দু'য়া	৯১
	২৬. ইসলাম বিরোধীদের যুলুম থেকে পানাহ্র দু'য়া	৯১
	২৭. ইসলামের ওপর দৃঢ় থাকার দু'য়া	৯২
	২৮. পাপাসক্ত লোকদের সংস্পর্শ থেকে মুক্তির দু'য়া	৯২
	২৯. উত্তমরূপে কাজ সম্পাদনের দু'য়া	৯২
	৩০. জাতীয় জীবনে সমৃদ্ধির দু'য়া	৯২
	৩১. নৌকায় আরোহণের দু'য়া	৯৩
	৩২. শয়তান থেকে পানাহ্র দু'য়া	৯৩
	৩৩. স্থলযানে আরোহণের দু'য়া	৯৩
৬৬	হাদীস শরীফে বর্ণিত দু'য়াসমূহের বিবরণ	৯৩
	১. উযূ শুরুর দু'য়া	৯৩
	২. উযূর শেষে দু'য়া	৯৪
	৩. মসজিদে প্রবেশের দু'য়া	৯৪

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	৪. মসজিদ থেকে বের হওয়ার দু'য়া	৯৪
	৫. নেকীর (সৎকর্মের) পাল্লা ভারির দু'য়া	৯৪
	৬. পানাহারের দু'য়া	৯৫
	৭. খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্' বলতে ভুলে গেলে যা পড়তে হয়	৯৫
	৮. খানা শেষের দু'য়া	৯৫
	৯. যানবাহনে আরোহণের দু'য়া	৯৫
	১০. হাঁচিদাতার জন্য দু'য়া	৯৫
	১১. জানাযা নামাজের দু'য়া	৯৬
	১২. কবর যিয়ারতের দু'য়া	৯৬
	১৩. সফরে বের হওয়ার দু'য়া	৯৭
	১৪. বাড়ি থেকে বের হওয়ার দু'য়া	৯৭
	১৫. সফর থেকে ফিরে নিজের ঘরে প্রবেশের দু'য়া	৯৭
	১৬. নিদ্রার পূর্বে ও নিদ্রা থেকে উঠে দু'য়া	৯৭
	১৭. শোয়ার সময় দু'য়া	৯৭
	১৮. শোয়ার পর ডান হাত গালের নিচে রেখে দু'য়া	৯৮
	১৯. স্ত্রী সহবাসের দু'য়া	৯৮
	২০. শৌচাগারে যাওয়ার দু'য়া	৯৮
	২১. শৌচাগার থেকে বের হওয়ার পরের দু'য়া	৯৯
	২২. বিপদের সময় যে দু'য়া পড়তে হয়	৯৯
	২৩. রোগমুক্তির দু'য়া	৯৯
	২৪. দুশ্চিন্তা, অলসতা ও ভীরুতা থেকে মুক্তির দু'য়া	৯৯
	২৫. কবরের আযাব, ফিতনা ও অতীব বার্ধক্য থেকে মুক্তির দু'য়া	১০০
	২৬. জাহান্নাম, কবরের আযাব, দাজ্জাল এবং হায়াত-মওতের ফিত্না থেকে আশ্রয়ের দু'য়া	১০০
	২৭. সর্বাপেক্ষা উত্তম ক্ষমা কামনা (সাইয়্যিদুল ইসতিগফার)	১০০
৬৭	কতিপয় খাস দু'য়া	১০১
৬৮	নিয়মিত নামাজ না পড়ে পীরের মুরীদ হওয়ার অসারতা	১০৩
৬৯	পীর ও পীরের মুরিদ হওয়ার ব্যাপারে কিছু কথা	১০৩
৭০	পীর ছাড়া পার নেই: কিছু মন্তব্য	১০৬
৭১	অত্যধিক অর্থ-সম্পদ অর্জনের বাসনা	১০৬
৭২	কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন	১০৯
৭৩	শেষ কথা	১১০
৭৪	গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র (Bibliography of works cited)	১১২

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

নাহমাদুহু ওয়া নুছল্লী 'আলা রসূলিহিল কারীম।

'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তনির রজীম। বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম।'
আলোচনা সভার সম্মানিত সভাপতি, ইসলাম প্রিয় ভাইয়েরা ও সুধীবৃন্দ!
আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারহ্‌মাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

আমি আরবি শিক্ষায় শিক্ষিত কোনো আলেম নই, তবুও আপনারা আমাকে আজকের সভায় নামাজ সম্পর্কে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাই আমি সভাপতি সাহেব ও আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

নামাজ ফারসী শব্দ। আর সলাত আরবী শব্দ। আমাদের দেশে নামাজ শব্দটি বেশি প্রচলিত। সলাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে নত হওয়া, অবনত হওয়া, বিস্তৃত করা। ইসলামী পরিভাষায়, রুকূ-সিজদাসহ শরীয়তের নিয়ম মুতাবিক ইবাদত করাকে নামাজ বলে। নামাজ হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। হিজরতের এক বছর পূর্বে মি'রাজের রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরয হয়। ইসলামের ৫টি স্তম্ভের মধ্যে কালেমা, নামাজ ও রোযা ছাড়া আরো দুটি ফরয আছে যেগুলো সবার জন্য সবক্ষেত্রে সমানভাবে অবশ্য পালনীয় নয়।

পৃথিবীর সকল মাখলূকই নামাজ আদায় করে

সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত- চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, বৃক্ষ-লতা, জীব-জন্তু ও পশু-পাখিসহ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা যতো মাখলূক সৃষ্টি করেছেন, তারা সবাই নিজস্ব নিয়মে মহান আল্লাহ্‌ রব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও সম্মান প্রদর্শন করে আসছে। সবাই তাঁর ইবাদত-বন্দেগী ও আনুগত্যে নিয়োজিত। কোথাও কোনো অবাধ্যতা ও বিশৃংখলা নেই। কোথাও নেই সামান্যতম বিরক্তি ও অনীহার বহিঃপ্রকাশ। সবাই সৃষ্টিকর্তার আদেশ পালন করে তাঁকে সিজদাহ্‌ করে ধন্য হচ্ছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۞ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

অর্থ ঃ "পৃথিবী ও আকাশে যতো সৃষ্টি আছে প্রাণসত্তাসম্পন্ন এবং যতো ফিরিশতা আছে, তারা সবাই রয়েছে আল্লাহ্‌র সামনে সিজদাবনত। তারা কখনো অবাধ্যতা প্রকাশ করেনা। ভয় করে নিজেদের রবকে, যিনি তাদের ওপরে আছেন এবং যাকিছু হুকুম দেয়া হয় সেই অনুযায়ী কাজ করে।" (আন নাহল ১৬:৪৯-৫০)[১]

১. এ আয়াত পাঠ করলে সিজদাহ দিতে হবে।

www.pathagar.com

এ আয়াত থেকে জানা যায়, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যতোকিছু আছে সবকিছুই আল্লাহর দরবারে সিজদাবনত হয়। তবে তাদের সিজদার ধরন ও নিয়ম-পদ্ধতি আমাদের মতো নয়। তারা কিভাবে তাসবীহ্-তাহ্লীল করে ও সালাত আদায় করে, তার ইঙ্গিতও কুরআন মজীদে রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾

অর্থ ঃ "আপনি কি দেখেন না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে, তারা এবং যে পাখিরা ডানা বিস্তার করে আকাশে ওড়ে, সবাই আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই জানে তার নামাজ আদায়ের এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করার পদ্ধতি। আর এরা যাকিছু করে, আল্লাহ্ তা জানেন। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহ্রই এবং তাঁরই কাছে সবাইকে ফিরে যেতে হবে।" (নূর ২৪:৪১-৪২)

'প্রত্যেকেই জানে তার সলাত (নামাজ) আদায়ের পদ্ধতি' -মহান আল্লাহ্র এ ঘোষণা থেকে স্পষ্ট হয়, পৃথিবীতে যতো মাখলূক রয়েছে, সকলেই নিজ নিজ পদ্ধতিতে নামাজ আদায় করছে। তদ্রূপ পূর্ববর্তী নবী-রসূলগণ এবং তাঁদের উম্মতগণও নামাজ আদায় করেছেন।

নামাজ অতীতের সকল শরীয়তের বিধান

নামাজের বিধান বিগত শরীয়তসমূহের মধ্যেও বিদ্যমান ছিলো। কোনো শরীয়তই নামাজবিহীন ছিলো না। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বলেছেন,

﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ﴾

অর্থ ঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নামাজ প্রতিষ্ঠাকারী করুন এবং আমার বংশধরদের মধ্যে হতেও।" (ইবরাহীম ১৪:৪০)

ইসমাঈল আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন,

﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾

অর্থ ঃ "সে তার পরিবারবর্গকে নামাজ ও যাকাতের নির্দেশ দিতো এবং সে ছিলো তার প্রতিপালকের নিকট সন্তোষভাজন (পছন্দনীয় ব্যক্তি)।" (মারিয়ম ১৯:৫৫)

ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ইরশাদ করেছে,

﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾

অর্থ ঃ "(ঈসা আলাইহিস সালাম বলেন) এবং তিনি (আল্লাহ্) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতোদিন জীবিত থাকি ততোদিন নামাজ ও যাকাত আদায় করতে।" (মারিয়ম ১৯:৩১)

www.pathagar.com

ইসলামের সবচেয়ে বড় আনুষ্ঠানিক ইবাদত নামাজ

নামাজই হচ্ছে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ আনুষ্ঠানিক ইবাদত এবং ইসলামের প্রতীক। মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾

অর্থ ঃ "মুত্তাকী তারা যারা গায়েবে ঈমান রাখে সলাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।" (আল বাকারাহ ২:৩)

এভাবে কালামে পাকের ৮২ জায়গায় নামাজ কায়েম করতে বলা হয়েছে। কায়েমের ব্যাপক অর্থ হলো নামাজে যে কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, সেই কুরআনের বিধিবিধান সমাজে প্রতিষ্ঠা করা। হাদীসে নামাজকে দ্বীনের খুঁটিও বলা হয়েছে। খুঁটি ছাড়া যেমন ঘর নির্মাণ করা যায়না, তেমনি নামাজ ছাড়া সমাজ বিনির্মাণ করা যায়না; দ্বীন পরিপূর্ণ হয়না। কালেমার সাক্ষ্য দেয়ার পর নামাজই হচ্ছে ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ বা রুকন। এমনকি আল্লাহ পাক নামাজকে ঈমান নামেও অভিহিত করেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

অর্থ ঃ "আল্লাহ্ এরূপ নন যে তিনি তোমাদের ঈমান (নামাজ) নষ্ট করে দিবেন।" (আল বাকারাহ ২:১৪৩)

এ আয়াতে নামাজকে রূপক অর্থে ঈমান বলা হয়েছে। যেহেতু ঈমানের বহিঃপ্রকাশ ও দাবি হলো নামাজ আদায় করা, যদিও নামাজ না পড়ে অস্বীকার না করলে ঈমান চলে যায়না। অবশ্য এতে ঈমান দুর্বল হয়ে যায়। সুতরাং ঈমানের ওপর নামাজের প্রভাব অনস্বীকার্য। ইসলামের যাবতীয় অবশ্য পালনীয় বা ফরয বিধানগুলো জিবরাঈল আলাইহিস সালাম মারফত নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল করা হয়েছে। কিন্তু নামাজ এর ব্যতিক্রম। নামাজের জন্য তাঁকে মহান আল্লাহ্র দরবারে আমন্ত্রণ জানিয়ে স্বসম্মানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে মহিমান্বিত আল্লাহ্ তাঁর সাথে কথোপকথন করেন এবং তাঁর উম্মতের প্রতি ৫০ ওয়াক্ত নামাজ ফরয করেন। অতঃপর মূসা আলাইহিস সালামের পরামর্শে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বারবার সুপারিশে তা কমিয়ে কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্তে সীমাবদ্ধ করা হয়, যার নেকি ৫০ ওয়াক্ত নামাজের সমান।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন : "মি'রাজ রজনীতে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরয হয়েছিল। পরে তা কমিয়ে শেষ পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত করা হয়। এরপর বলা হয়, হে মুহাম্মদ! আমার কথায় কোনো রদবদল হয় না। আপনার জন্য এ পাঁচ ওয়াক্তের সওয়াব পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান।" (আত-তিরমিযী)

www.pathagar.com

রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদিও ফরয ইবাদত। আপনি সার্বিকভাবে সুস্থ থাকলে বছরে একমাস রোযা আপনাকে রাখতেই হবে। আর যদি অসুস্থ থাকেন বা মুসাফির হন, তাহলে পরবর্তীতে তা কাযা করা যাবে বা অন্য কোনো উপায়ে রোযার ফিদিয়া কাফ্ফারা আদায় করা যাবে। যেমন মিসকীনদের পেটভরে আহার করানো, খাবার দান করা ইত্যাদি। অপরদিকে সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য হজ্জ ফরয। যারা বাইতুল্লাহ শরীফ পর্যন্ত যাওয়ার আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য রাখেন। যিনি সামর্থ্য রাখেননা, তার জন্য হজ্জ ফরয নয়। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾

অর্থ ঃ "যারা বাইতুল্লাহ পর্যন্ত যাওয়ার সামর্থ্য রাখে, তাদের উপর হজ্জ সম্পন্ন করা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আরোপিত হক (অধিকার)। আর যে ব্যক্তি এ নির্দেশ মেনে চলতে অস্বীকার করে, তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ সমগ্র সৃষ্টি জাহানের মুখাপেক্ষী নন।" (আলে ইমরান ৩:৯৭)

অপরদিকে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"হজ্জ জীবনে একবারই করতে হবে। কেউ যদি অতিরিক্ত করে, তাহলে তার জন্য তা নফল হবে।" (মুসনাদে আহ্মাদ ও আন নাসাঈ)

তৃতীয় ফরয হচ্ছে যাকাত প্রদান বা আদায়। কুরআন মাজীদের বহু জায়গায় নামাজ কায়েম করার সাথে সাথে যাকাত আদায়ের কথা বলা হয়েছে। এই নামাজ ও যাকাত প্রতি যুগেই দ্বীন ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আসছে।

অন্যান্য নবীগণের মতো বনী ইসরাঈলের নবীরাও এর প্রতি কঠোর তাগিদ দিয়েছেন। কারো নিকট নিসাব পরিমাণ স্বর্ণ (সাড়ে সাত ভরি বা ৮৭.৪৫ গ্রাম), রূপা (সাড়ে ৫২ ভরি বা ৬১২.১৫ গ্রাম) বা টাকা-পয়সা কিংবা ব্যবসায়িক মাল আছে যা এক বছরকাল স্থায়ী থাকে, এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর এর যাকাত আদায় করা ফরয হয়। এ ফরয আদায় করতেই হবে। নাহলে বড় গুনাহগার হতে হবে, ভয়ানক শাস্তি পেতে হবে। যাকাত ধনীদের ধনে গরীবের হক। যাকাত না দিলে গরীবের সম্পদ নিজের কাছে রাখা হয়। অন্যের টাকা নিজের কাছে না রাখাই ভালো। কিন্তু নামাজের বেলায় এমন কোন শর্ত নেই। যুদ্ধক্ষেত্রেও নামাজ পড়ার নির্দেশ আছে। যেখানে শত্রুর আক্রমণের ভয় আছে সেখানেও নামাজ আদায়ের হুকুম আছে কৌশলগতভাবে। এমনকি অসুস্থ থাকলেও নামাজ পড়ার বিধান আছে। দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে অক্ষম হলে বসে নামাজ পড়বেন, বসে পড়তে অক্ষম হলে শুয়ে পড়বেন অথবা ইশারা ইঙ্গিতে পড়বেন। তবুও মাফ নেই। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"দাঁড়িয়ে নামাজ পড়। যদি অক্ষম হও, বসে নামাজ পড়। আর তাও যদি সম্ভব না হয়, তাহলে ইশারা করে নামাজ পড়।" (সহীহ আল বুখারী)

www.pathagar.com

শুধু অপবিত্র অবস্থায় নামাজ পড়া যাবে না। কারণ শারীরিক বা দৈহিক পবিত্রতা নামাজ আদায়ের অন্যতম শর্ত। আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সলাতের চাবি হলো তাহারাত বা পবিত্রতা।" (আত-তিরমিযী)

তবে যদি কোনো অবস্থায় এমন হয়, নামাজের ওয়াক্ত শেষ হবার পূর্বে তাহারাত বা পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি পাওয়া না যায় কিংবা তায়াম্মুম করা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রেও নামাজ আদায় করতে হবে তবে কিরাততের সময় চুপ থাকবে, আর পরবর্তীতে ঐ নামাজ পুনরায় পড়ে নিবেন।

আল কুর'আনে সলাত বা নামাজ কায়েম করার নির্দেশ

নামাজ সম্পর্কে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেন,

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾

উচ্চারণ ঃ "ওয়া আক্বীমুস সলাতা ওয়া আতুয-যাকাতা, ওয়ারকা'য়ু মা'আর রকি'ঈন।"

অর্থ ঃ "তোমরা নামাজ কায়েম করো ও যাকাত আদায় করো এবং যারা আমার সামনে অবনত হচ্ছে তাদের সাথে তোমরাও অবনত হও (রুকূকারীদের ন্যায় রুকূ কর)।" (আল বাকারাহ ২:৪৩)

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

উচ্চারণ ঃ "ওয়া আক্বীমুস সলাতা ওয়াআতুয-যাকাতা, ওয়ামা তুক্বাদ্দিমু লিআনফুসিকুম মিন খায়রিন্ তাজিদূহু 'ইনদাল্লাহি ইন্নাল্লহা বিমা তা'মালূনা বাসীর।"

অর্থ ঃ "তোমরা সলাত কায়েম করো ও যাকাত আদায় করো এবং নিজেদের পরকালের জন্য তোমরা যা কিছু সৎকাজ করে আগে পাঠিয়ে দেবে, তা সবই আল্লাহর ওখানে মজুদ পাবে। তোমরা যাকিছু করো সবই আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে।" (আল বাকারাহ ২:১১০)

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾

উচ্চারণ ঃ "হাফিজু 'আলাস সলাতি ওয়াস্সলাতিল উস্তা।"

অর্থঃ "তোমরা নামাজগুলো সংরক্ষণ করো (নামাজের প্রতি যত্নবান হও), বিশেষ করে মধ্যবর্তী (আসরের) নামাজের।" (আল বাকারাহ ২:২৩৮)

﴿وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾

উচ্চারণ ঃ "ওয়াক্বলাল্লহু ইন্নি মা'আকুম, লাইন্ আক্বাম্তুমুস্ সলাতা ওয়া আতাইতুমুয্ যাকাতা ওয়াআমানতুম্ বিরুসূলী ওয়াআয্যারতুমূহুম, ওয়াআক্বরাদ্ব তুমুল্লহা ক্বরদ্বান হাসানাল্ লা'উকাফ্ফিরান্না 'আনকুম সাইয়্যিয়াতিকুম ওয়ালা উদখিলান্নাকুম জান্নাতিন তাজ্রী মিন্ তাহ্তিহাল আনহার্।"

www.pathagar.com

অর্থঃ "আর আল্লাহ বলেছিলেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, যদি তোমরা নামাজ কায়েম করো, যাকাত দাও, আমার রসূলগণের প্রতি ঈমান আন ও তাদেরকে সম্মান করো এবং আল্লাহকে 'করযে হাসানা' (উত্তম ঋণ) দিতে থাকো, তাহলে নিশ্চিত বিশ্বাস করো আমি তোমাদের থেকে তোমাদের পাপগুলো মোচন করে দেবো এবং তোমাদের এমনসব বাগানে (জান্নাতে) প্রবেশ করাবো যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত।" (আল মা-য়িদাহ ৫:১২)

﴿وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

উচ্চারণ ঃ "ওয়াআন আক্বীমুস্ সলাতা ওয়াত্তাকূহু ওয়াহুয়াল্লাযী ইলাইহি তুহ্শারূন্।"

অর্থঃ "নামাজ কায়েম করো এবং তাঁর নাফরমানী করা থেকে দূরে থেকো। তাঁরই কাছে তোমাদের সমবেত করা হবে।" (আল আন'আম ৬:৭২)

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

উচ্চারণ ঃ "ওয়াআক্বীমুস্ সলাতা ওয়াবাশ্শিরিল্ মু'মিনীন।"

অর্থঃ "নামাজ কায়েম করো আর ঈমানদার লোকদের সুসংবাদ দাও।" (ইউনুস ১০:৮৭)

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾

উচ্চারণ ঃ "ওয়া আক্বীমিস্ সলাতা তরাফাইন নাহারি ওয়াযুলাফাম মিনাল্ লাইলি, ইন্নাল হাসানাতি য়ুয্হিবনাস সায়্যিয়াতি যালিকা যিক্র লিয্ যাকিরীন।"

অর্থ ঃ "নামাজ কায়েম করো দিনের দু'প্রান্তে এবং রাতের প্রথমাংশে। নিশ্চয়ই সৎকাজগুলো অসৎকাজকে দূর করে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে, এটা তাদের জন্য এক উপদেশ।" (হূদ ১১:১১৪)

﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾

উচ্চারণ ঃ "আক্বীমিস্ সলাতা লিদুলুকিশ্ শাম্সি ইলা গাসাক্বিল্ লাইলি ওয়াক্বুরআনাল্ ফাজরি, ইন্না ক্বুরআনাল্ ফাজরি কানা মাশহূদা।"

অর্থঃ "নামাজ কায়েম কারো সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার সময় থেকে নিয়ে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত। আর ফজরে কুরআন পড়ার ব্যবস্থা করো। নিশ্চয়ই ফজরের কুরআন পাঠ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে (আল্লাহর ফিরিশ্তাগণ উপস্থিত হয়ে থাকেন)।" (বনী ইসরাঈল ১৭:৭৮)

﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾

উচ্চারণ ঃ "ইন্নানী আনাল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা আ-না ফা'বুদ্নি ওয়াআক্বীমিস্ সলাতা লিযিকরী"

অর্থঃ "আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। কাজেই তুমি আমার 'ইবাদত করো এবং আমাকে স্মরণ করার জন্য নামাজ কায়েম করো।" (ত্বহা ২০:১৪)

www.pathagar.com

﴿فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾

উচ্চারণ ঃ "ফা আক্বীমুস্ সলাতা ওয়াআতুয-যাকাতা ওয়াতা'সিমু বিল্লাহি হুয়া মাওলাকুম ফানি'মাল্ মাওলা ওয়ানি'মান নাসীর।"

অর্থ ঃ "অতএব তোমরা নামাজ কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে শক্তভাবে ধারন করো (অর্থাৎ আল্লাহর নিকট হতে হিদায়াত ও জীবন বিধান গ্রহণ করো)। তিনি তোমাদের অভিভাবক, কতো উত্তম অভিভাবক তিনি, কতো উত্তম সাহায্যকারী তিনি।" (আল হাজ্জ ২২:৭৮)

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

উচ্চারণ ঃ "ওয়াআক্বীমুস্ সলাতা ওয়াআতুয-যাকাতা ওয়াআত্বিউর্ রসূলা লা'আল্লাকুম্ তুরহামূন্।"

অর্থ ঃ "নামাজ কায়েম করো, যাকাত দাও এবং রসূলের আনুগত্য করো। আশা করা যায় যে, তোমাদের প্রতি রহম (করুণা) করা হবে।" (আন্ নূর ২৪:৫৬)

﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

উচ্চারণ ঃ "মুনীবীনা ইলাইহি ওয়াত্তাকূহু ওয়াআক্বীমুস্ সলাতা ওয়ালা তাকূনূ মিনাল্ মুশরিকীন।"

অর্থ ঃ "(প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও এ কথার ওপর) আল্লাহ্ অভিমুখী হয়ে এবং তাঁকে ভয় করো, আর নামাজ কায়েম করো এবং মুশরিকদের মধ্যে শামিল হয়ো না।" (আর রূম ৩০:৩১)

﴿فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

উচ্চারণ ঃ "ফাআক্বীমুস্ সলাতা ওয়াআতুয-যাকাতা ওয়াআত্বীউল্লাহা ওয়ারসূলাহু ওয়াল্লহু খাবীরুম্ বিমা তা'মালূন।"

অর্থ ঃ "তাহলে নামাজ কায়েম করো ও যাকাত দিতে থাকো এবং আল্লাহ ও রসূলের আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে থাকো। (মনে রেখো) তোমরা যা কিছু করো সে বিষয়ে আল্লাহ পুরাপুরি ওয়াকিফহাল।" (আল মুজাদালাহ ৫৮:১৩)

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾

উচ্চারণ ঃ "ওয়া আক্বীমুস্ সলাতা ওয়াআতুয-যাকাতা ওয়াআক্বরিদুল্লহা ক্বরদ্বান হাসানা।"

অর্থ ঃ "নামাজ কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে 'করযে হাসানা' দিতে থাকো (অর্থাৎ উত্তম ঋণ দাও)।" (আল মুয্যাম্মিল ৭৩:২০)

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾

উচ্চারণ ঃ "ফাসল্লি লিরব্বিকা ওয়ান্হার্।"

www.pathagar.com

অর্থ ঃ "সুতরাং তুমি তোমার প্রভুর জন্য নামাজ পড়ো এবং কুরবানী করো।" (আল কাউসার ১০৮:২)[২]

নামাজ কায়েম করার জন্য রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণা

"আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি যতোক্ষণ না তারা বলবে 'আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং নামাজ কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে। এই কাজ করলে তারা আমার পক্ষ থেকে জানমালের নিরাপত্তা লাভ করবে। তবে ঐগুলো ছাড়া অন্য কোনো হক থাকলে তা ভিন্ন এবং তাদের হিসাব আল্লাহ্র যিম্মায় থাকবে।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম)

সময়মতো নামাজ পড়া উত্তম ও অবশ্য কর্তব্য

সময়মত নামাজ আদায় করা ফরয। আল্লাহ পাক কুরআনে ইরশাদ করেন,

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾

অর্থ ঃ "নির্ধারিত সময়ে সলাত কায়েম করা মু'মিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।" (আন নিসা ৪:১০৩)

উড়োজাহাজ বা ট্রেন বিমান বন্দর বা রেলস্টেশন ছেড়ে যাবার ৫/৭ মিনিট পরে সেখানে পৌঁছলে আপনি কি ভ্রমণ করতে পারবেন? উড়োজাহাজ বা ট্রেন কি আপনার জন্য অপেক্ষা করবে? কখনো নয়। তাই যারা জেনে-শুনে, বুঝে ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ অসময়ে আদায় করছেন, তারা অন্যায় কাজ করছেন। তাই নামাজ প্রকৃত সময়েই আদায় করতে হবে। নামাজকে যারা এর নির্দিষ্ট সময় থেকে পিছিয়ে অসময়ে আদায় করে, তাদেরকে আল্লাহ হুশিয়ারী দিয়েছেন। ইমাম ইবনে কাসীর (রহ) তাঁর বিখ্যাত তাফসীরগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, "হজ্জের মতো নামাজেরও সময় নির্ধারিত।" অপর সাহাবী ইবনে মাস'উদ (রা)-এর মতও এমনটিই। তিনি বলেছেন, "হজ্জের মতো নামাজেরও একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে।" তাই হজ্জ যেমন নির্ধারিত সময়ে আদায় না করে অন্য সময়ে আদায় করা যায় না, তেমনি নামাজও নির্ধারিত সময় ছাড়া আদায় করা যায় না। শরয়ী ওজর ব্যতীত নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায় না করলে আল্লাহ্ তা কবূল নাও করতে পারেন।

মুমিন বান্দা ও কাফিরের মধ্যে বাহ্যিক পার্থক্য নামাজ

নামাজ ত্যাগ করলে কুফরিতে নিপতিত হওয়ার আশংকা থাকে। জাবির (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মুমিন বান্দা ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সলাত পরিত্যাগ করা।" (সহীহ মুসলিম)

অর্থাৎ মু'মিনরা নামাজ পড়ে আর কাফিররা নামাজ পড়েনা। যেহেতু একজন মুমিন যে আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে নামাজ ছাড়তে পারেনা।

২. মূলত আরবী শব্দের সঠিক উচ্চারণ অন্য ভাষায় করা সম্ভব নয়। আর উচ্চারণে ভুল হলে শব্দের অর্থ বিকৃত হওয়ার দরুন গুনাহগার হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বলাবাহুল্য কোনো আলিম বা কারী সাহেবের নিকট থেকে পবিত্র কুরআনের সঠিক উচ্চারণ শিখে নেয়া আবশ্যক।

www.pathagar.com

তাই আমি বলবো, যে ব্যক্তি মুসলমান হয়েও নামাজ পড়েনা, সে সত্যি দুর্ভাগা। হযরত বুরায়দা (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমাদের ও তাদের (মুনাফিকদের) মধ্যে যে অঙ্গীকার (পার্থক্য) আছে, তা হচ্ছে সলাত। সুতরাং যে সলাত পরিত্যাগ করল, সে প্রকাশ্যে কুফরি করল।"

(মুসনাদে আহ্মাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

তাই যে কুফরী করছে, সে কি করে বেহেশতে যাওয়ার আশা করবে? প্রখ্যাত তাবেয়ী শাকীক ইবনে আব্দুল্লাহ আল উকাইলী (রহ) বলেন, "সাহাবায়ে কিরাম নামাজ ব্যতীত অন্য কোনো আমল ছেড়ে দেয়াকে কুফরি মনে করতেননা।" (আত-তিরমিযী)

হযরত আলী (রা)-কে জনৈকা বেনামাজী নারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "যে নামাজ পড়েনা সে কাফির।" (আত-তিরমিযী)

হযরত উমর (রা) বলেন, "যে ব্যক্তি নামাজ ছেড়ে দিল, ইসলামে তার কোনো অংশ নেই।" ইমাম আহমাদ (রহ) মত প্রকাশ করেন যে "একজন লোক নামাজ অস্বীকার না করলেও কেবল নামাজ পরিত্যাগ করলেই কুফরির অন্তর্ভুক্ত হবে।" তিনি নিম্নোক্ত হাদীসটিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেন। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সর্বপ্রথম তোমরা দ্বীনের যা হারাবে তা হলো আমানত এবং সর্বশেষ দ্বীনের যা হারাবে তা হলো নামাজ।" (শু'য়াবুল ঈমান, বায়হাকী)

তাই এ হাদীসের উপর ভিত্তি করে ইমাম আহমাদ (রহ) বলেন, "সুতরাং ইসলাম থেকে চলে যাওয়া সর্বশেষ বস্তু যখন নামাজ, অতএব যে বস্তুর শেষ চলে যায় সে বস্তু সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়। এ জন্য আপনারা দ্বীনের সর্বশেষ অংশ (নামাজ)-কে যথাযথভাবে আঁকড়ে ধরুন।" (কিতাবুস্ সলাত)

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, "যার ভিতর কুরআন নেই সে একটা উজাড় বা বিরান গৃহ।" (আত-তিরমিযী ও দারিমী)

তাই আমি বলছি, যার ভিতর নামাজ নেই তার ভিতর কিছুই নেই। তার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখা ঠিক নয়। বেনামাজীর কাছে নিজের নামাজী ছেলে-মেয়ে বিয়ে দেয়াও উচিত নয়। এটা ঠিক যে, অনেক তথাকথিত নামাজী দোযখে যেতে পারে, যারা লোক দেখানো নামাজ পড়ে। কিন্তু কোনো বেনামাজী ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবেনা। কারণ তার কাছে বেহেশতের দরজা খোলার কোন চাবি নেই। অথচ জান্নাতের দরজায় বড় একটা তালা ঝুলে আছে। জাহান্নামের প্রহরীগণও নিকটে অবস্থান করবেন। তাই কেউই তাকে বেহেশতে নিতে পারবেনা। তবে আমাদের সমাজে কেউ নামাজ না পড়লেই তাকে কাফির

www.pathagar.com

ধরা হয়না, যদি সে নামাজকে অস্বীকার না করে। অন্যথায় কাফির ধরা যাবে। যেসব হাদীস শরীফে স্পষ্টভাবে কাফির শব্দ এসেছে সেখানে উদ্দেশ্য হলো, সে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো। উল্লেখ্য, ঈমান হলো রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত বিধি-বিধানকে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা আর তা কর্মে পরিণত করা। তাই যদি কেউ ঈমান আনে কিন্তু কাজে পরিণত না করে' সে পূর্ণ মুমিন হবেনা। যথাযোগ্য শাস্তি ভোগ করার পর নাজাত পাবে। যেমন, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

তাই কোনো ব্যক্তি নামাজ না পড়লে সে সত্যিকার অর্থে পূর্ণ মুমিন হবে না।

নামাজ মুমিনের জন্য মি'রাজ

নামাজ মু'মিনের জন্য মি'রাজস্বরূপ। প্রিয় রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন মি'রাজে গিয়ে মহান আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীনের সাথে কথা বলেছিলেন, মু'মিন বান্দাও তেমনি নামাজে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আল্লাহ্র সাথে কথা বলে থাকেন। হাদীস শরীফে এসেছে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, "আমি সলাতকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক করে ভাগ করেছি। আর আমার বান্দা যা চাইবে, তা সে পাবে।" অতঃপর বান্দা যখন বলে– 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন' (প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য)। আল্লাহ্ তখন বলেন, "বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।" আর যখন সে বলে– 'আর-রহমানির রহীম' (যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু)। আল্লাহ্ তা'য়ালা তখন বলেন, "বান্দা আমার গুণাবলী বর্ণনা করেছে।" অতঃপর যখন সে বলে– 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' (কর্মফল দিবসের মালিক)। আল্লাহ্ বলেন, "আমার বান্দা আমার মহিমা ও বুযুর্গী বর্ণনা করেছে।" আর কখনো বলেছেন, "আমার বান্দা (তার সব কাজ) আমার ওপর সোপর্দ করেছে।" যখন সে বলে– 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতা'ঈন' (আমরা শুধু আপনারই ইবাদত করি, শুধু আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি)। আল্লাহ্ বলেন, "এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যের ব্যাপার। আর আমার বান্দা যা চাইবে, তা সে পাবে।" যখন বান্দা বলে- 'ইহদিনাস সিরাত্বল মুসতাক্বীম, সিরাত্বল্লাযীনা আন'আমতা 'আলাইহিম, গয়রিল মাগদূবি আলাইহিম, অলাদ্বল্লীন' [আমাদেরকে সরল পথ দেখান, তাদের পথে, যাদেরকে আপনি অনুগ্রহ দান করেছেন, তবে তাদের পথে নয় যারা ক্রোধে নিপতিত (ইয়াহূদী) ও পথভ্রষ্ট (খ্রিস্টান)।] তখন আল্লাহ্ বলেন, "এটি কেবল আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা যা চাইবে, তা সে পাবে।" (সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৭৬২)

www.pathagar.com

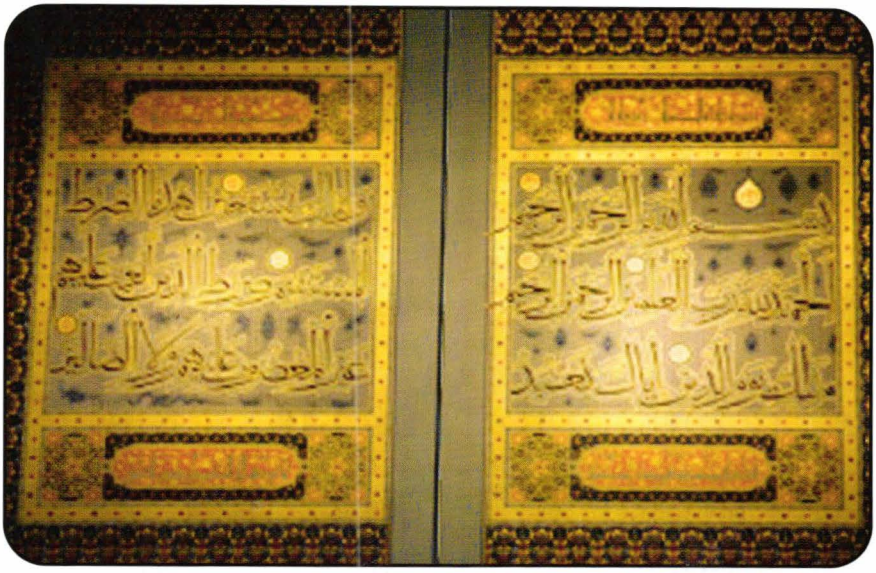

পবিত্র কুরআনের সূরা আল-ফাতিহা পৃষ্ঠার ছবি

নামাজ ও সমাজ

নামাজ মূলত একটি ইবাদত, যার ব্যক্তি জীবনের ন্যায় সামাজিক জীবনেও প্রভাব রয়েছে। কুরআনে আল্লাহ্ পাক নামাজ কায়েম করার কথা বলেছেন। তাই নামাজ যেনো সামাজিকভাবে, সমষ্টিগতভাবে ও রাষ্ট্রীয়ভাবে কায়েম হয়, সে ব্যাপারে আমাদেরকে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। বস্তুত যে দেশে শতকরা ৭৫ ভাগের বেশি লোক, বিশেষ করে যুবক সম্প্রদায় নিয়মিত নামাজ পড়েন ও রোযা রাখেন, সে দেশ সত্যিকার অর্থেই একটি সুখী দেশ এবং মনের দিক থেকে ঐশ্বর্যশালী দেশ। কারণ নামাজ মানুষকে কল্যাণের পথে ডাকে, ভ্রাতৃত্বের পথে ডাকে। নামাজ বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব শিক্ষা দেয়। জামায়াতে নামাজের দৃশ্য সত্যি বিস্ময়কর। গরীব-ধনী, রাজা-প্রজা, উজীর-নাজির, শ্রমিক-মালিক, সাদা-কালো সব এক কাতারে পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামাজ আদায় করে থাকে। কোনো ভেদাভেদ নেই।

বস্তুত নামাজই হচ্ছে সমাজ গঠনের হাতিয়ার। একজন মুসলমান যদি নামাজের হাকীকতগুলো সঠিকভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়, যদি নামাজের মর্মবাণী হৃদয়ে ধারণ করতে সফলকাম হয় এবং নামাজসমূহকে নিছক প্রাণহীন দৈনন্দিন আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখে, তাহলে সে নামাজ নামাজীর জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিবে। তখন নামাজই নিয়ন্ত্রণ করবে তার সামগ্রিক জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের কাজ এবং প্রতিটি পদক্ষেপ। নামাজের বাইরের সমস্যা জর্জরিত ও কোলাহলপূর্ণ জীবনেও সে নিজেকে নামাজের রঙে রাঙিয়ে তুলতে সক্ষম হবে। তাই

www.pathagar.com

সত্যিকার নামাজীর দলই ঘুণেধরা সমাজকে বদলে দিতে সক্ষম। খোদাহীনতার সয়লাব থেকে রক্ষা করে, গোলামীর শৃংখল হতে মানুষকে মুক্ত করে বহু ঈশ্বরবাদের ধ্যান-ধারণাকে পদদলিত করে, পরিপূর্ণভাবে এক আল্লাহর দাসত্বে নিয়োজিত করে এই নামাজ। তাই সত্য, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও খোদাভীরু সমাজ গঠনই নামাজের অন্যতম লক্ষ্য।

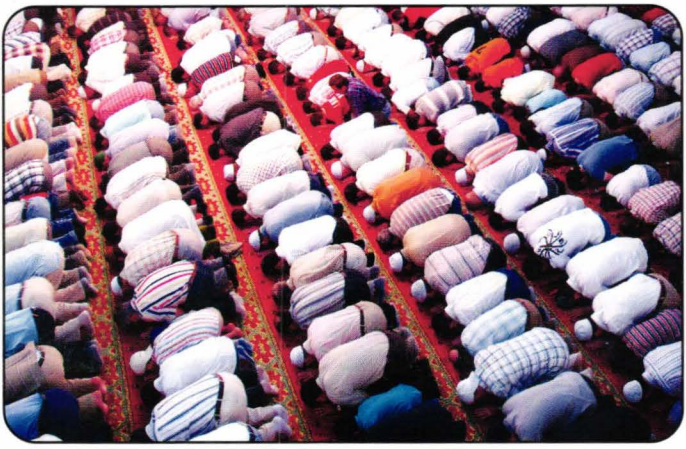

জামা'য়াতে নামাজ আদায়ের নয়নাভিরাম দৃশ্য

নামাজ ও সামাজিক উপকারিতা

নামাজের সামাজিক উপকারিতা হলো, নামাজ আদায় মানুষকে নিয়মানুবর্তিতা ও কর্তব্যবোধ শিক্ষা দেয়। প্রত্যহ অসত্য, অসুন্দর ও কাল্পনিক ঘটনার উপর ভিত্তি করে তৈরি সিনেমা, নাটক দেখে ও আজেবাজে কাজে সে সময় ও মেধা নষ্ট করেনা। নিয়মিত নামাজী ব্যক্তি কখনো কর্তব্যে অবহেলা ও অনিয়ম প্রদর্শন করতে পারেনা। অহেতুক কারো সাথে ঝগড়া-ফাসাদ করেনা। মানুষকে গালাগালি বা প্রতারণা করেনা।

বস্তুত একজন নামাজী মিথ্যা বলতে পারেনা, পরনিন্দা করতে পারেনা, আমানতের খিয়ানত করেনা। তাই যারা ব্যাংকে না রেখে সঞ্চিত টাকা অন্যত্র গচ্ছিত রাখতে চান, তারা একজন নামাজী ও সৎ ব্যক্তিকেই খুঁজে থাকেন। তিনি মানুষের কল্যাণের জন্যই সর্বদা নিয়োজিত থাকেন। আর্তমানবতার সেবায় তিনি নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। মানুষের উপকার করতে পারলে তিনি আনন্দিত হন। অন্যকে সাহায্য করতে পারলে তিনি গর্ববোধ করেন। নিজে পিপাসার্ত থেকে অন্যকে পানি পান করান। তাই প্রতিবেশীদের কেউ দা, কোদাল, বটি বা কোনো সাধারণ মামুলী জিনিস ধার চাইলে তখন তিনি তা অস্বীকার করতে পারেননা।

বেনামাজি ব্যক্তি সাধারণত বিশ্বস্ত হতে পারেনা। সে প্রয়োজনে অসততা বা মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করেনা, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি

www.pathagar.com

ওয়াসাল্লামকে মানেনা, পরকালের শাস্তির ভয় যার নাই, তার পক্ষে কোনো খারাপ কাজ করা অসম্ভব নয়। কারণ সে সৎকাজ বা নেককাজ কেন করবে? কোন্ উদ্দেশ্যে করবে? তাই বেনামাজীর সাথে যৌথভাবে ব্যবসা করা ঝুঁকিপূর্ণ। তার সততার মাপকাঠি পরীক্ষিত নয়।

নামাজের উপকারিতা বা ইহ ও পরকালীন ফযীলত

নামাজ আদায় করলে কি কি উপকার পাওয়া যায়? নামাজের কি কি ফযীলত আছে? নামাজের ইহকালীন-পরকালীন উপকার বা ফযীলত অনেক ব্যাপক যা এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচনার অবকাশ নেই। তবে এক কথায়, নামাজের পরকালীন ফযীলত হলো, নামাজ দ্বারা আল্লাহ্ তা'য়ালার দাসত্বের চরম মাত্রার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন হয়। কবরের আযাব মাফ হয়। হাশরের মাঠে প্রশ্নের উত্তরের ব্যবস্থা হয়। আর জান্নাত লাভ হয় ও আল্লাহ্ পাকের দীদার পাওয়া যায়। আর ইহকালীনও অনেক উপকার রয়েছে, যেগুলো উল্লেখ করতে গেলে আরেকটি পুস্তিকায় রূপ নিবে। তবে এখানে যা না বললেই নয় যে, রিযিকের কষ্ট লাঘব হয়, পেরেশানী দূর হয়। শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক প্রশান্তি অর্জন হয়। নামাজ পড়লে কি কি মেডিকেল বেনেফিট বা উপকার পাওয়া যায় তা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। বস্তুত আল্লাহ্ তা'য়ালা যখন মানুষের জন্য কোনো বিধান নির্ধারণ করেন তখন মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের কথা বিবেচনা করেই তা করেন। নামাজের কিয়াম, রুকূ, সিজদাহ, জলসা ইত্যাদি স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য এসব নিয়মমাফিক কাজ মানুষের জন্য কল্যাণকর। নামাজে উঠা-বসা, রুকূ-সিজদায় চিকিৎসা সম্পর্কিত যেসব উপকার আছে, ভারতের বিশ্ববিখ্যাত ধর্ম প্রচারক ডাঃ জাকির নায়েক ইদানিং Peace TV তে তা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইদানিং জাপানসহ বিশ্বের অনেক দেশের অমুসলিম পণ্ডিত ব্যক্তিও নামাজের গুণাগুণ ও উপকারিতা নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করে আসছেন। মসজিদে পাঁচবার জামা'য়াতে নামাযে যাওয়ায় যে হাঁটাহাঁটি হয়, তাতে অনেকের বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস রোগ থাকার কথা নয়।

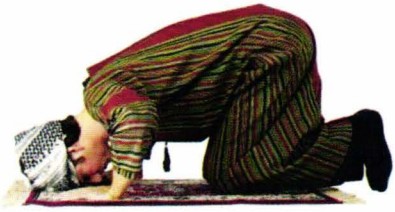

সঠিকভাবে নামাজের রুকূ, সিজদাহ, কিয়াম, তাশাহুদ ইত্যাদি পড়া স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

www.pathagar.com

নামাজ আত্মার পবিত্রতা ও পরিছন্নতার উপায়

নামাজ অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বাঁচার এক দুর্ভেদ্য দূর্গ। আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়াতা'য়ালা ইরশাদ করেছেন,

﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾

উচ্চারণ ঃ "উতলু মা উহিয়া ইলাইকা মিনাল কিতাবি ওয়াআক্বীমিস্ সলাতা, ইন্নাস্ সলাতা তানহা 'আনিল ফাহ্শায়ি ওয়াল মুনকার।"

অর্থ ঃ "(হে নবী!) আপনার প্রতি অহীর মাধ্যমে যে কিতাব পাঠানো হয়েছে তা তিলাওয়াত করুন ও নামাজ কায়েম করুন। নিশ্চয়ই নামাজ (মানুষকে) অশ্লীল ও লজ্জাহীনতার কাজ থেকে বিরত রাখে।" (আল আনকাবূত ২৯:৪৫)

এ আয়াতের প্রথমাংশে কুরআন তিলাওয়াত ও নামাজ কায়েমের কথা বলা হয়েছে। কারণ এ দু'টি জিনিসই মু'মিনকে সুগঠিত চরিত্র ও উন্নততর যোগ্যতার অধিকারী করে তোলে। নিয়মিত অর্থসহ কুরআন অধ্যয়ন ও নামাজের মাধ্যমে মানুষ যে নৈতিক শক্তি অর্জন করে ও জ্ঞানচর্চার বিকাশ ঘটায়, তা অন্য কোনভাবে সম্ভব নয়। আয়াতের দ্বিতীয় অংশে অশ্লীল তথা যাবতীয় পাপ, অপকর্ম, বেহায়াপনা, নগ্নতা, লজ্জাহীনতা, পঙ্কিলতা, যিনা-ব্যভিচার ও অন্যান্য খারাপ কাজকে বুঝানো হয়েছে। অশ্লীল ও অসৎ কাজ বলতে সেইসব দুষ্কর্মকে বুঝায় যা সকল সময় সকল জাতি ও সমাজের লোকেরা খারাপ মনে করে আসছে এবং যা মানুষের প্রকৃতিও খারাপ বলে জানে। নামাজ তার সংরক্ষণকারীদের মধ্যে তাকওয়া (আল্লাহ-ভীতি ও আল্লাহ-প্রীতি) সৃষ্টি করবে। ফলে সে মন্দ কাজ ও আচরণ থেকে বিরত থাকবে। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ, এক জুমু'আর নামাজ থেকে অন্য জুমু'আর নামাজ এবং এক রমযানের রোযা থেকে অপর রমযানের রোযা কাফফারা হয় সেসব গুনাহের জন্য, যা এদের মধ্যবর্তী সময়ে হয়ে থাকে – যখন কবীরা গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা যায়।" (সহীহ মুসলিম)

এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, নামাজ ও রোযা মানুষের সকল সগীরা গুনাহ মাফ করে দেয় কিন্তু কবীরা গুনাহ মাফ হয় না। তবে তওবার শর্ত পূরণার্থে ঐকান্তিকভাবে তওবা করলে কবীরা গুনাহ মাফ হয়। তাই কেউ নামাজ নিয়মিত আদায় করবেননা অথচ পরকালে কল্যাণ লাভের আশা করবেন বা বেহেশতে যাবার ইচ্ছা পোষণ করবেন, এটা অলীক চিন্তা বৈ কিছুই নয়। বস্তুত নামাজের কোনো কাফ্ফারা নেই। নামাজের কাফ্ফারা হচ্ছে নামাজ। তাই আপনার উপর জানাযার নামাজ পড়ার আগেই আপনি নিয়মিত নামাজ আদায় করতে শুরু করুন। যদি পূর্বের জীবনের নামাজ ছুটে যেয়ে থাকে তাহলে সে নামাজগুলো দ্রুত কাযা আদায় করে ফেলুন। এটা আপনার জন্য অতীব কল্যাণকর। বেনামাজী ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনা।

www.pathagar.com

নামাজের মধ্যে রয়েছে রুযীর প্রশস্ততা

একজন সত্যিকার নামাজী ব্যক্তিকে কখনো তার রুযীর জন্য পেরেশান হতে হয় না। কেননা আল্লাহ্ই তার রুযী-রোযগারের ব্যবস্থা করে থাকেন। আল্লাহ বলেন,

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾

অর্থ ঃ "তোমার পরিবার পরিজনকে নামাজ পড়ার হুকুম দাও এবং নিজেও তা পালন করতে থাকো (তাতে অবিচলিত থাকো)। আমি তোমার কাছে রিযিক চাইনা, রিযিক তো আমিই তোমাকে দিচ্ছি এবং শুভ পরিণাম তো আল্লাহ্-ভীরুদের জন্য।"

(ত্বহা ২০:১৩২)

ইমাম ইবনে কাসীর (রহ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যদি কেউ নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, তাহলে এমনভাবে তার রিযিক আসবে যা সে কল্পনাও করতে পারবেনা। বস্তুত হালাল রিযিক উপার্জন অন্যতম যিকির। এ সম্পর্কে বিশেষ তাগিদ দেয়া হয়েছে মুসলমানদেরকে।

নামাজের সংরক্ষণ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নামাজ প্রতিষ্ঠা করা

প্রিয় দ্বীনি ভাইসব, নামাজ হিফাযত ও সংরক্ষণকারীর জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো, তিনি তাকে জান্নাত দান করবেন। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তাঁর বান্দার উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরয করেছেন। যে তা হিফাযত করলো, তার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" (আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি নামাজের হিফাযত করল, নামাজ তার জন্য জ্যোতি ও দলীল হবে এবং কিয়ামতের দিন তার মুক্তির কারণ হবে।" (মুসনাদে আহমাদ)

বস্তুত নামাজ বান্দার জন্য ইহকাল ও পরকালের হিফাযত নিশ্চিত করে। তাই যে ব্যক্তি সঠিক সময়ে নামাজ আদায় করল না, সে নামাজের হিফাযতও করল না। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,

﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾

উচ্চারণ ঃ "আল্লাযীনা ইম্মাক্কান্নাহুম ফিল্ আরদ্বি আক্বামুস্ সলাতা ওয়াআতুয-যাকাতা ওয়াআমারু বিলমা'রূফি ওয়ানাহাও 'আনিল মুনকারি, ওয়ালিল্লাহি 'আক্বিবাতুল উমূর।"

অর্থ ঃ "আমরা পৃথিবীতে এদেরকে কর্তৃত্ব বা রাষ্ট্রক্ষমতা দান করলে তারা অবশ্যই নামাজ কায়েম করবে, যাকাত দিবে, ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং খারাপ কাজ

www.pathagar.com

থেকে নিষেধ করবে। আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে।"

(আল হাজ্জ ২২:৪১)

এ আয়াত থেকে জানা যায়, একজন মুসলিম ব্যক্তির যেমন প্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো নামাজ কায়েম করা, ঠিক তেমনি গোটা মুসলিম সমাজের তথা ইসলামী রাষ্ট্রেরও সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো সমগ্র রাষ্ট্রে নামাজ কায়েম ও তা আদায়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। যে লোক নামাজ পড়েনা, সে যেমন দ্বীন ইসলাম পালন করেনা, তেমনি যে রাষ্ট্র বা সরকার নামাজ কায়েমের ব্যবস্থা করেনা, সেটা ইসলামী রাষ্ট্র বা ইসলামী সরকার নামে অভিহিত হবার যোগ্য নয়। এ ব্যাপারে হযরত উমর (রা)-এর একটি ফরমান প্রণিধানযোগ্য। একবার হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁর খিলাফতের সময় তাঁর প্রশাসকদের নিকট এ মর্মে পত্র প্রেরণ করলেন, "আমার মতে তোমাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আমল হচ্ছে নামাজ। যে ব্যক্তি নামাজের হিফাযত করলো এবং যথাসময়ে নামাজ আদায় করলো, সে দ্বীনের হিফাযত করলো। আর যে ব্যক্তি তা বরবাদ করলো, সে নামাজ ছাড়া অন্য আমলকেও চরমভাবে বরবাদ করলো।" (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

নামাজ বান্দা ও প্রতিপালকের মধ্যে সম্পর্ক গড়ার বড় মাধ্যম

সিজদার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হওয়া যায়। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾

অর্থ ঃ "তুমি সিজদাহ্ করো এবং তোমার রবের নৈকট্য অর্জন করো।"[৩]

(আল 'আলাক ৯৬:১৯)

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নামাজ আদায় করো এবং সকল সৎকাজের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ করো। আর সৎকাজের মধ্যে সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে 'আল্লাহর জন্য সিজদাহ্ করা'। তাই আপনার ও আল্লাহ্‌র মাঝে সম্পর্ক গড়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে এই নামাজ। কাজেই আপনি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নামাজের মাধ্যমে বেশি বেশি সিজদাহ্ শুরু করুন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, রসূল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "বান্দা স্বীয় প্রতিপালকের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় সিজদাহ্‌রত অবস্থায়। অতএব তোমরা সিজদায় বেশি বেশি দু'য়া করো।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম)

---

৩. এ আয়াত পাঠ করলে সিজদাহ দিতে হবে।

www.pathagar.com

হেরেম শরীফে সিজদাহ্‌রত কয়েকজন মুসল্লী

নামাজের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিকভাবে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রোগ প্রতিরোধ

মানবদেহের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নামাজের গুরুত্ব অধিক। নামাজের মাধ্যমে রোগ নিরাময় বা রোগ থেকে নিরাপদ থাকা সম্ভব। নামাজের যেসব physical activities রয়েছে, তা মানবদেহের various physiological and respiratory process গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। It helps in many ways. নামাজে নড়াচড়া ও উঠা-বসায় রক্ত সঞ্চালনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। এতে শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই সামঞ্জস্যশীল ও মাঝারি ধরনের দৈহিক ব্যায়াম হয়। চর্বির স্ফীতিরোধে সর্বোত্তম পন্থা হলো ব্যায়াম। আর নামাজ সেই কাজটিই করে। তাছাড়া তাকবীর, কিয়াম, রুকূ-সিজদাহ, তাশাহ্‌হুদ, সালাম ইত্যাদি কাজ দেহের বিভিন্ন অংশে অনেক উপকার সাধন করে। জামায়াতে নামায পড়ার জন্য দৈনিক পাঁচবার মসজিদে উপস্থিতি, বাড়ি থেকে মসজিদ আর মসজিদ থেকে বাড়ি যাতায়াত। এ কাজটি যদি কেউ দিনে পাঁচবার করেন, তাহলে সেটা প্রায় এক মাইল বা এক কিলোমিটার দূরত্বের হাঁটাহাঁটির সমান হয়। অবশ্য মসজিদের পাশেই যাদের বাড়ি তাদের কথা আলাদা। এভাবে প্রতিদিন কেউ যদি এক বা দুই কিলোমিটার পথ হাঁটাহাঁটি বা exercise করেন, তাহলে তার ডায়াবেটিস রোগ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। আর থাকলেও তা নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।

www.pathagar.com

আপনারা যারা শহরে বাস করেন, বিশেষ করে যারা ঢাকা শহরে থাকেন; তারা সকালবেলা গণভবনে বা সংসদ ভবন এলাকায় গিয়ে দেখুন, কতো লোক হাঁটাহাঁটি করছে। অনেকে সকালে প্রায় এক ঘণ্টা হাঁটেন। এসবই সুন্দর স্বাস্থ্যের আশায় বা স্বাস্থ্যকে অটুট রাখার জন্যই। সকালের মৃদুমন্দ বাতাস উপভোগ করা স্বাস্থ্যের জন্য বড়ই কল্যাণকর। অপরদিকে নামাজের উযু, যা দিনে পাঁচবার করা হয়, তাতে দেহ ও মনের অনেক উপকার হয়। শরীরের যে কয়টি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সর্বদা খোলা থাকে, ধূলাবালি যেখানে সহজে লাগে, উযূতে সেসব অঙ্গ ধোয়ার বিধান রাখা হয়েছে। তাই পাঁচবার কেউ উযূ করলে তিনি সর্বদা সুস্থ বা fresh থাকবেন। ক্লান্তিবোধ তার থাকবেনা, দেহ ও মন প্রফুল্ল থাকবে। মিসওয়াক করা ও মুখমণ্ডল পাঁচবার ধোয়া স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে উত্তম কাজ।

নামাজের মাধ্যমে রোগ নিরাময়

নামাজ রোগমুক্ত করে। এ বিষয়ে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করলেন, আমিও হিজরত করলাম। আমি নামাজ পড়ার পর তাঁর পাশে বসলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, "তোমার পেটে কি ব্যথা আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, তুমি উঠে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ো। কেননা নামাজের মধ্যে রোগমুক্তি আছে।" (ইবনে মাজাহ)

যাহোক, আমরা মুসলমানগণ এ স্বাস্থ্য বিষয়ক উপকারসমূহের জন্য নামাজ পড়ছি না। আমরা নামাজ পড়ি এ জন্য যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তা ফরয করে দিয়েছেন। এটা তাঁর নির্দেশ ও ইবাদত। আমরা যদি মুসলমান বলে দাবি করি, তাহলে এ নির্দেশ মানতেই হবে। স্বাস্থ্যগত উপকার হোক বা না হোক। আপনি নামাজ পড়বেননা অথচ মুসলমান বলে দাবি করবেন, এই দাবি মিথ্যা বলে গণ্য হবে।

নামাজ বেহেশতের চাবি

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আস-সলাতুল মিফতাহুল জান্নাতি"- "নামাজ বেহেশতের চাবি।" (আত-তিরমিযী)

চাবি ছাড়া দরজা খোলা যায়না। তাই বেহেশতে যেতে চাইলে নামাজ ছাড়া সম্ভব নয়। কাজেই যদি কোনো ফকীর, দরবেশ বা সূফী ব্যক্তি নামাজ না পড়ে শুধু যিকিরে ব্যস্ত থাকেন ও ধ্যানে মগ্ন থাকেন এবং মোরাকাবা-মুশাহিদায় সময় কাটান, তবে তা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হবেনা। তাকেও দোযখের আযাব ভোগ করতে হবে। যে পীর-দরবেশ তার মুরীদকে নামাজ পড়তে উৎসাহিত বা অনুপ্রাণিত করেননা, শিরক থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেননা, হালাল-হারাম মেনে চলতে উপদেশ দেননা এবং শুধু নযরানা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন, তিনি ভণ্ডপীর। তার পরহেযগারিত্ব নিয়ে সন্দেহ আছে। এসব পীরের মুরিদ হওয়া বৈধ নয়। অনেকে মাজারে মাজারে শুয়ে থাকেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পাক-পবিত্রতার বালাই নেই। উযূ-গোসল নেই, নিয়মিত চুল,

www.pathagar.com

গোঁফ কাটেনা, মাথায় জট ধরে, শরীর, কাপড়-চোপড় নোংরা থাকে এবং দেহ থেকে বিশ্রী গন্ধ বের হয়, এগুলো শরীয়তসম্মত নয়। অপবিত্র ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভালোবাসা লাভে সমর্থ হয়না, কারণ আল্লাহ্ পাক পবিত্রতাকে ভালোবাসেন।

তিনি ইরশাদ করেন,

﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾

অর্থ ঃ "আল্লাহ্ তা'য়ালা অতি পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালোবাসেন বা পছন্দ করেন।" (তাওবা ৯:১০৮)

জান্নাত লাভের মৌলিক শর্তসমূহের মধ্যে নামাজই প্রধান

নামাজের পারলৌকিক উপকারিতা হলো, নামাজ যেহেতু আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্য প্রকাশের অন্যতম পন্থা, তাই সময়মত নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। বস্তুত নামাজই হচ্ছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও আখিরাতে জান্নাত লাভের অন্যতম উপায় বা ওসীলা। পাপ মোচন করে জান্নাতে প্রবেশের উপযুক্ত করে তোলে এ নামাজই। তাই নিয়মিত নামাজ আদায় না করে কোন পীরের মুরীদ হলে তাতে লাভ নেই। এতে জান্নাত লাভ হবেনা। তবে দ্বীনের ইলম জানা তথা জ্ঞান অর্জন করার জন্য শিক্ষক থাকতে পারে। হযরত জাবির (রা) রিওয়ায়াত করেছেন, "এক ব্যক্তি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে আরয করল, আমাকে বলুন, আমি ফরয নামাজসমূহ আদায় করি, রমযানের রোযা রাখি, হালালকে হালাল মনে করি, হারামকে হারাম জানি। এর অতিরিক্ত যদি কিছু না করি, তাহলে কি আমি বেহেশতে যেতে পারব? রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বলল, আল্লাহর কসম, আমি এর উপর অতিরিক্ত কিছু করব না।" (সহীহ মুসলিম)

অপরদিকে আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, "এক বেদুঈন রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে এমন একটি কাজ শিখিয়ে দিন যা করলে আমি বেহেশ্‌তে যেতে পারব। তিনি বললেন, 'তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকেও অংশীদার বানাবে না, ফরয নামাজ আদায় করবে, নির্দিষ্ট পরিমাণ যাকাত আদায় করবে এবং রমযানের রোযা রাখবে।' অতঃপর লোকটি বলল, যাঁর হাতে আমার প্রাণ নিহিত, তাঁর শপথ! আমি কখনো এর উপর কোনকিছু বৃদ্ধি করব না এবং এটা থেকে কোনোকিছু হ্রাসও করবো না। লোকটি বিদায় হয়ে গেলে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কেউ কোন বেহেশ্‌তীকে দেখে আনন্দিত হতে চাইলে এ লোকটিকে দেখে নিক।"

(সহীহ মুসলিম)

অপর দুটো রিওয়ায়াতে জান্নাতে প্রবেশের জন্য আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখার কথা বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

পরিবার-পরিজন ও মহিলাদের প্রতি নিয়মিত নামাজ আদায়ের নির্দেশ

নামাজের ব্যাপারে কোনো আপস নেই। সঠিক সময়ে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ না করলেও চলবে কিন্তু নামাজ সঠিক সময়ে না পড়লে চলবেনা। সূরা লুকমানে বলা হয়েছে, হযরত লুকমান আলাইহিস সালাম তাঁর ছেলেকে নসীহত করেছেন,

﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ﴾

অর্থ ঃ "হে পুত্র! নামাজ কায়েম করো ও সৎকাজের হুকুম দাও।" (লুকমান ৩১:১৭)

পিতা ও পুত্রের একত্রে নামাজ আদায়ের অত্যন্ত সুন্দর এক দৃশ্য

আল্লাহ্ আরো ইরশাদ করেন, ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾

অর্থ ঃ "তোমার পরিবার-পরিজনকে নামাজ পড়ার হুকুম দাও এবং তাতে অবিচলিত থাকো।" (ত্বহা ২০ : ১৩২)

﴿وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾

অর্থ ঃ "(তোমরা মহিলাগণ) নামাজ কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগত থাকো।" (আল আহ্যাব ৩৩:৩৩)

মা ও মেয়ের একত্রে নামাজ পড়ার অনুপম দৃশ্য

www.pathagar.com

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ছেলেমেয়েদের বয়স সাত বছর হলে তাদেরকে নামাজ পড়ার নির্দেশ দাও। দশ বছর হলে তাদেরকে প্রহার করো (যদি তারা নামাজ না পড়ে) এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।" (আবূ দাউদ)

কাজেই কুরআনের এ আয়াত ও রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস অনুযায়ী ছেলেমেয়েরা যদি নামাজ না পড়ে, এজন্য তার পিতামাতা দায়ী হবেন। কারণ তারা সময়ের কাজ সময়ে করেননি। সাত বছর বয়সের সময় নামাজের তাগিদ দেয়া আর পঁচিশ বা ত্রিশ বছরের সময় নামাজ পড়তে বলা বা নির্দেশ দেয়া এক কথা নয়। প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েরা আপনার কথা নাও শুনতে পারে, অবাধ্য হতে পারে। তখন কি করবেন? আর ছোট সময় আপনি যা বলবেন তাই হবে। তখন যেভাবে তাদেরকে গড়ে তুলতে চাইবেন, সে রকমই হবে। যেভাবে প্রশিক্ষণ দিবেন, তাই হবে। কাদামাটি নরম থাকে আর শুকনো বা পোড়ামাটি শক্ত থাকে। তাকে কোনো shape দেয়া যায়না। এটাই বাস্তব।

অপ্রাপ্ত বয়স্কদের নামাজ আদায়ের সুন্দর অভ্যাস

নামাজই সফলতার সোপান

নামাজ সফলতা ও আত্মার উৎকর্ষতার সোপান। আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ! রুকূ' ও সিজদাহ্ করো, তোমার প্রভুর 'ইবাদত করো এবং নেককাজ করো, হয়তো তোমাদের ভাগ্যে সফলতা আসবে'।" (আল হজ্জ ২২:৭৭)[৪]

সূরা আল মু'মিনূনে আল্লাহ বলেন,

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾

অর্থ ঃ "নিশ্চিতভাবে সফল হয়েছে সেসব মু'মিন যারা তাদের নামাজে বিনয় ও একাগ্রতা অবলম্বন করে ও অসার কাজ থেকে বিরত থাকে এবং যাকাতের পথে সক্রিয় থাকে।" (আল মু'মিনূন ২৩:১-৪)

৪. এ আয়াত পাঠ করলে সিজদাহ্ দিতে হবে।

www.pathagar.com

সূরা আ'লায় আল্লাহ্ পাক বলেন,

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۞ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾

অর্থ ঃ "সফলকাম হয়েছে সে ব্যক্তি, যে পবিত্রতা অবলম্বন করে এবং নিজের রবের নাম স্মরণ করে ও নামাজ পড়ে।" (আ'লা ৮৭:১৪–১৫)

যা হোক, এ আয়াত তিনটিতে আল্লাহ তা'য়ালা নামাজের গুরুত্ব ও মানুষের সার্বিক সফলতার কথা বলেছেন। আপনি যদি ইহকাল ও পরকালে সফলকাম হতে চান তাহলে নামাজ আপনাকে পড়তেই হবে। ব্যস্ততার কোনো অজুহাত চলবেনা। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে মাত্র একঘন্টা বা তার কিছু বেশি সময় লাগে। আর দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টা সময়ের মধ্যে মাত্র একঘন্টা সময় এই ফরয নামাজের জন্য বের করা মোটেও কষ্টকর নয়। টিভিতে সিনেমা-নাটক দেখতে গেলে তো প্রতিদিন কয়েক ঘন্টা সময় চলে যায় যা অপচয় বটে। আর নামাজের বেলায় কৃপণতা; কর্মব্যস্ততার অজুহাত; সময়ের অভাবের ওযর; যা মোটেই গ্রহণযোগ্য হবেনা।

নামাজই সর্বোত্তম আমল এবং হৃদয় ও চোখের শীতলতা আনয়নকারী

বস্তুত নামাজই সর্বোৎকৃষ্ট আমল। নামাজ হৃদয় ও চক্ষুর শীতলতা। আবদুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রা) একদা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, "সর্বোত্তম আমল কোনটি?" তিনি উত্তর দিলেন, "সময়মতো (ওয়াক্তমতো) নামাজ আদায় করা।" আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রা) তখন বললেন, "তারপর কোনটি?" তিনি বললেন, "পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।" সাহাবী পুনরায় বললেন, "আমি বললাম, তারপর কি?" তিনি বললেন, "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম)

বস্তুত নামাজের মধ্যেই রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন সাফল্য, হৃদয়ের প্রশান্তি, আরাম এবং চক্ষু শীতলতা। আল্লাহ বলেন,

﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾

অর্থ ঃ "জেনে রেখো, আল্লাহর স্মরণেই (যিকিরেই) চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে।" (আর রা'দ ১৩:২৮)

নামাজের পারলৌকিক ফযিলত সম্পর্কে আমি একটি হাদীস আলোচনা করবো যা বর্ণনা করেছেন হযরত আবূ হুরায়রা (রা)। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আচ্ছা বলো তো, যদি তোমাদের কারো একটি পানির নহর বা খাল থাকে, যাতে সে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার শরীরে ময়লা জমে থাকতে পারে? তাঁরা জবাব দিলেন, না, কোনো ময়লা বাকী থাকবেনা। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এরূপ দৃষ্টান্তই হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের। এর বিনিময়ে আল্লাহ নামাজীর অপরাধসমূহ মাফ করে দিবেন।"

(সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম)

www.pathagar.com

নামাজ মানসিক অস্থিরতা ও হতাশা দূরকারী

নামাজ মু'মিনদের জন্য মানসিক দৃঢ়তা ও স্থিরতা আনয়ন করে। এটি বান্দার জন্য ইহকাল ও পরকালে হিফাযত ও নিরাপত্তা বিধান করে। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۞ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۞ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۞ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۞ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾

অর্থ ঃ "মানুষকে তো সৃষ্টি করা হয়েছে অতিশয় অস্থির চিত্তরূপে (ছোট মনের অধিকারী করে)। বিপদে-মুসীবতে পড়লেই সে ঘাবড়ে যায় (হা-হুতাশ করে)। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে (যখন সে সফলতার মুখ দেখে) অমনি সে কৃপণতা শুরু করে। তবে যারা নামাজী তারা ব্যতীত, যারা নামাজ আদায়ের ব্যাপারে সর্বদা নিষ্ঠাবান।" (মা'আরিজ ৭০:১৯-২৩)

নামাজই শ্রেষ্ঠ যিকির

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী যিকির অর্থ মহান আল্লাহ্কে স্মরণ করা ও তাঁর নির্দেশ মেনে চলা এবং তা আমল করা। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন,

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾

অর্থ ঃ "তোমরা আমাকে স্মরণ রেখো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ রাখবো, আর আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো (শোকর গুযারী করো) এবং আমার নিয়ামত অস্বীকার করো না (কুফরী করো না)।" (আল বাকারাহ্ ২:১৫২)

সম্পূর্ণ নামাজই হচ্ছে আল্লাহ্র যিকির এবং আল্লাহ্র যিকির প্রতিষ্ঠার জন্যই নামাজের প্রবর্তন করা হয়েছে। আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়াতা'য়ালা ইরশাদ করেন,

﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾

উচ্চারণ ঃ "ইন্নানী আনাল্লহু লা ইলাহা ইল্লা আনা ফা'বুদ্নি ওয়াআক্বিমিস সলাতা লিযিক্রী।"

অর্থঃ "অতএব তুমি আমার ইবাদত করো এবং আমাকে স্মরণ করার জন্য নামাজ প্রতিষ্ঠা করো।" (ত্বহা ২০:১৪)

তিনি আরো ইরশাদ করেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেনো তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে উদাসীন করে না রাখে। যারা এরূপ করবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবে।" (আল মুনাফিকূন ৬৩:৯)

www.pathagar.com

আর এজন্য মুসলমানগণ নামাজের মধ্যে অর্জন করে থাকে অনাবিল সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশ। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা বিলাল (রা)কে বলেন, "উঠো বিলাল এবং চলো, আমরা নামাজের মাধ্যমে আরাম অর্জন করি।"(মুসনাদে আহমাদ)

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, "নামাজের মধ্যেই নিহিত রয়েছে আমার চোখের প্রশান্তি।" (আন নাসাঈ)

কুরআন পাঠও যিকিরের অন্তর্ভুক্ত

কুরআন মজীদ পড়া, বুঝা, শিক্ষা দেয়া, কুরআনের বিধানের উপর আমল করা এবং কুরআনের বিধান দেশে কায়েম করার চেষ্টা করা সবই যিকিরের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়া তা'য়ালা ইরশাদ করেন,

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ﴾

অর্থ ঃ "আমরা আপনার প্রতি যিকির (কুরআন) নাযিল করেছি।" (আন-নাহল ১৬:৪৪)

﴿وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾

অর্থ ঃ "যিকিরে পরিপূর্ণ (উপদেশপূর্ণ) কুরআনের শপথ।" (সা'দ ৩৮:১)

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾

অর্থ ঃ "আমরা এ কুরআনকে যিকিরের (উপদেশ গ্রহণের) সহজ উৎস বানিয়ে দিয়েছি। অতঃপর উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছো কি?" (আল ক্বামার ৫৪:২২)

﴿وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾

অর্থ ঃ "এ কুরআন সারা বিশ্বজাহানের (বিশ্বমানবের) জন্য যিকির (উপদেশ) ছাড়া আর কিছুই নয়।" (আল কলম ৬৮:৫২)

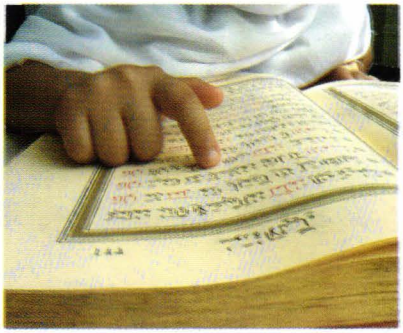

পবিত্র কুরআন ও পবিত্র কুরআন পাঠরত এক বালক

www.pathagar.com

যিকিরের নিয়ম

আয়াতগুলোর শিক্ষণীয় দিক হচ্ছে নিয়মিত ওয়াক্তের নামাজের বাইরে কেউ যিকির করতে চাইলে তাকে নিয়মিত কুরআনে কারীম তিলওয়াত করতে হবে। অর্থ ও তাফসীরসহ কুরআন অধ্যয়ন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী জীবন গড়তে হবে। তাহলে সমাজের উপর নামাজির প্রভাব প্রতিফলিত হবে। যিকিরের সুন্দর নিয়ম আল্লাহ পাক সংক্ষপ্তিভাবে সূরা আল আ'রাফে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ বলেন,

﴿ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴾

অর্থ ঃ "হে নবী! আপনার রবকে স্মরণ করুন সকাল-সন্ধ্যায়, বিনয়-নম্রতা ও কাকুতি-মিনতির সাথে (অর্থাৎ কান্নাজড়িত স্বরে ও ভীতি-বিহ্বল চিত্তে) এবং ছোট আওয়াজে (অনুচ্চ কণ্ঠে) মনে মনে। আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেননা, যারা গাফলতির মধ্যে ডুবে আছে।" (আল আ'রাফ ৭:২০৫)

এ আয়াতের শিক্ষণীয় দিক হচ্ছে,

১. আদবের সাথে অর্থ স্মরণ করে বিনয় ও নম্রতাসহকারে সকাল-সন্ধ্যায় যিকির করা;

২. মহান আল্লাহ্র কাছে কাকুতি মিনতি করে নিজেকে সোপর্দ করতে হবে। হাসি-ঠাট্টা, রং-তামাশা, হৈচৈ বর্জন করতে হবে;

৩. পৃথিবীর সকল চিন্তা-ভাবনা পরিত্যাগ করে একান্ত মনে চুপি চুপি মৃদুস্বরে যিকির করতে হবে যেনো অপরের 'ইবাদতের অসুবিধা না হয়। সারারাত্রি মাইকে উচ্চস্বরে যিকির করা জায়েয নয়। এতে অসুস্থ, শিশু ও বৃদ্ধসহ সকল মানুষের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে;

৪. ব্যক্তিগতভাবে নিজে নিজে আল্লাহর যিকির করা। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে দলবদ্ধভাবে যিকির করা যাবে, যেটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

৫. বিনয়ের সাথে ও আল্লাহ্র ভয় অন্তরে জাগরুক রেখে যিকির করা উত্তম। বড় বড় শব্দে উচ্চকণ্ঠে যিকির করলে বিনয়ী হওয়া যায়না;

৬. অনুচ্চারিত শব্দে যিকির করা উত্তম। তবে উচ্চস্বরে অনেক লোক একত্রিত হয়ে আওয়াজ মিলিয়ে সমস্বরে যিকির করাও বৈধ, যদি এর দ্বারা কারো ইবাদত বা ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে।

যিকিরের সময়

যিকিরের কোনো সুনির্দিষ্ট সময় নেই, প্রতি মুহূর্তে সবসময় যিকির করা যায়। সূরা আন-নিসায় আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন,

www.pathagar.com

﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾

অর্থ ঃ "তোমরা যখন নামাজ সমাপ্ত করবে, তখন আল্লাহর যিকির করবে দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে (সব অবস্থায়)।" (আন নিসা ৪:১০৩)

অপরদিকে সূরা আহযাবে ইরশাদ হয়েছে,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ! অধিক পরিমাণে আল্লাহ তা'য়ালাকে স্মরণ (যিকির) করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় **তাসবীহ পাঠ করো (অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে থাকো)।"** (আল আহযাব ৩৩:৪১-৪২)

বস্তুত আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী জানা যায়, "জিহ্বাকে সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকিরে সিক্ত রাখতে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম উম্মাহকে নির্দেশ দিয়েছেন।" (আত-তিরমিযী)

কল্‌ব পরিষ্কার রাখা ও কলবের মরিচা দূর করার উপায়ই হচ্ছে নামাজ

দূষিত কলব্‌ই মানুষের মাঝে খারাপ ধ্যান-ধারণা ও কুস্বভাব সৃষ্টি করে। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মানুষের শরীরের মধ্যে এক টুকরা গোশতপিণ্ড রয়েছে। যদি সেটা সংশোধিত হয়, তবে সমস্ত শরীরই সংশোধিত হয়। আর যদি তা খারাপ বা দূষিত হয়, তবে সমস্ত শরীরই দূষিত বা খারাপ হয়। মনে রেখো, সেই গোশতপিণ্ডটি হলো কলব্ বা দিল (heart)।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম)

এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি, মানুষের কলব্ পবিত্র ও পরিষ্কার থাকলে মানব জীবন পূত-পবিত্র হয়, পরিশোধিত হয় এবং এর ফলে সে উন্নততর ও সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে পারে। তাই কলব্‌কে পরিষ্কার রাখা ও তার মরিচা দূর করা অপরিহার্য। সত্যের সাক্ষ্য গোপন, অন্যায় কাজ, কুফরী আচার-আচরণ, মুনাফেকী বা কপটতা ইত্যাদি মানুষের অন্তরকে নষ্ট করে। ফলে কলব্ কালিমাযুক্ত হয়। আল্লাহ্ কুরআন মজীদে ইরশাদ করেন,

﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

অর্থ ঃ "সাক্ষ্য (সত্যের সাক্ষ্য) কোনক্রমেই গোপন করোনা। যে ব্যক্তি সাক্ষ্য গোপন করে, অবশ্যই তার হৃদয় গুনাহর সংস্পর্শে কলুষিত (অর্থাৎ পাপের কালিমাযুক্ত)। আর আল্লাহ্ তোমরা যা কর সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।"

(আল বাকারাহ্ ২:২৮৩)

আল্লাহ্‌র স্মরণে কলব্ পরিষ্কার হয়। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

www.pathagar.com

অর্থ ঃ "(প্রকৃত) ঈমানদার তো তারাই, যাদের দিল (হৃদয়) আল্লাহর স্মরণে কেঁপে উঠে। আল্লাহর আয়াত যখন তাদের সামনে তিলাওয়াত করা হয় (অর্থাৎ পড়া হয়), তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। আর তারা নিজেদের রবের উপর ভরসা করে।" (আল আনফাল ৮:২)

নিয়মিত কুরআন পড়লে, বুঝলে ও কুরআনের আদেশ-নিষেধ মেনে চললে মানুষের অন্তরের রোগ ভালো হয়। কল্‌ব পরিষ্কার থাকে। আল্লাহ্ পাক এ সম্পর্কে বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

অর্থ ঃ "হে মানবজাতি! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এসে গেছে উপদেশ ও (এ কুরআন হলো) তোমাদের অন্তরসমূহে যা আছে (রোগ-ব্যাধি) তার চিকিৎসার উপায়-উপকরণ ও ওষুধ।" (ইউনুস ১০:৫৭)

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

অর্থ ঃ "আমি কুরআনে যা নাযিল করেছি তা হলো মুমিনদের জন্য সকল রোগের নিরাময় (চিকিৎসা) ও রহমত।" (বনী ইসরাঈল ১৭:৮২)

ইমাম ইবনে কাসীর (রহ) 'শিফা' শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "মানুষের অন্তরে ঈমান-ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ, কপটতা, শিরক ও মানসিক ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি যতো আধ্যাত্মিক রোগ-ব্যধিই থাকুক না কেন, কুরআন সকল সমস্যা থেকেই মানুষের আত্মাকে নিরাময় দান করে।"

তাই আল্লাহ্‌র প্রতি সুদৃঢ় ঈমান অন্তরকে নির্মল করে, পরিচ্ছন্ন করে, সুশোভিত করে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেন,

﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান পোষণ করে, আল্লাহ তার দিল (অন্তর)-কে হিদায়াত দান করেন। আল্লাহ সবকিছু উত্তমরূপে জানেন।" (তাগাবুন ৬৪:১১)
আল্লাহ্ তা'য়ালা আরো বলেন,

﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

অর্থ ঃ "কখনো নয় (এটা সত্য নয়), বরং তাদের পাপকাজই (তাদের) অন্তরে মরিচা (জং) ধরিয়ে দিয়েছে।" (মুতাফ্‌ফিফীন ৮৩:১৪)

কুরআন পাঠে কলবের মরিচা দূর হয়। ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "লোহার ওপর পানি পড়লে যেভাবে তাতে মরিচা ধরে যায়, ঠিক তদ্রূপ মানুষের কলবের ওপরও মরিচা পড়ে যায়। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এ মরিচা কিভাবে দূর করা যেতে পারে? তিনি বললেন, বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করা ও কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে (তা দূর করা যায়)।" (শু'য়াবুল ঈমান ও মিশকাত)

www.pathagar.com

তাই আল্লাহ নির্দেশিত ও রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত পথ অনুসরণের মাধ্যমেই কলব থেকে মরিচা দূর করে কলবকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখা যায়। এছাড়া অন্য কোনো উপায়ে তা সম্ভব নয়। সারা রাত হর্ণ বা মাইক ব্যবহার করে, গজল-গানের মাধ্যমে, হৈ-হুল্লা করে নেচে-গেয়ে কলব পরিষ্কার করা যায়না। এভাবে আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভ করা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত পথ নয়।

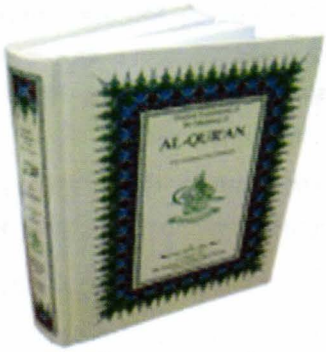

নিয়মিত কুরআন পাঠে কলবের মরিচা দূর হয়

এটি গর্হিত ও বিদআ'ত। অপরদিকে গভীর রাতের নামাজের মাধ্যমে কলব্ পরিষ্কার করা যাবে। নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামাজের মাধ্যমে অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় সৃষ্টি হবে। তাই অনুরক্ত মনই (কল্‌ব) ত্রুটিমুক্ত। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেন,

﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ﴾

অর্থ ঃ "যে না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে, সে বিনীত দিল (হৃদয়) সহকারে উপস্থিত হয়।" (ক্বাফ ৫০:৩৩)

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজ

এবার আমি নবী নির্দেশিত নামাজ আদায়ের সঠিক নিয়ম বা পদ্ধতি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলবো। নামাজ আমরা কিভাবে পড়বো? কাকে অনুসরণ করে নামাজ পড়বো ? চলুন এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য হাদীসটি আলোচনা করি।

মালেক বিন হুওয়াইরিছ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সল্লু কামা র'আইতুমূনী উসল্লী।"

অর্থ ঃ "তোমরা ঠিক সেভাবে নামাজ পড়ো, যেভাবে পড়তে দেখছো আমাকে।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসনাদে আহ্‌মাদ)

এ প্রসঙ্গে আমি আরও একটি হাদীস এখানে আলোচনা করবো যা হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফরয করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি উত্তম করে উযূ করে সময়মত সলাত আদায় করে এবং রুকূ'-সিজদা খেয়াল রেখে মনোনিবেশ সহকারে সলাত আদায় করে, অবশ্যই আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দিবেন। আর যে তা করবেনা, তার অপরাধ মাফ করে দেয়া সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কোনো দায়িত্ব নেই। ইচ্ছা করলে তিনি ক্ষমা করতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে (ক্ষমা না করে) 'আযাবও দিতে পারেন।" (আবূ দাউদ)

www.pathagar.com

এ হাদীসে আমরা নামাজের সকল প্রকার বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ পাই। যা হোক, আমাদেরকে নামাজ আদায় করার নিয়ম-কানুন শেখার প্রতি তৎপর হতে হবে। সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখ আছে যে, "একদা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করলেন। এমতাবস্থায় অপর এক ব্যক্তিও প্রবেশ করলো এবং নামাজ আদায় করলো। তারপর সে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে সালাম দিলো। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ফিরে যাও, পুনরায় নামাজ আদায় করো। কেননা তুমি নামাজই আদায় করোনি। লোকটি পুনরায় নামাজ আদায় করলো। তারপর আবার সে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে সালাম করলো। তিনি তার জবাব দিয়ে বললেন, তুমি আবার নামাজ পড়। সে একইভাবে তিনবার নামাজ আদায় করলো।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম)

এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি, লোকটি সঠিক নিয়মে নামাজ পড়েনি। তার নামাজে স্থিরতা বা একাগ্রতা ছিলো না এবং নিয়ম-পদ্ধতিও সঠিক ছিলো না। আর এজন্য নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শিক্ষা দিলেন নামাজ কিভাবে আদায় করতে হয়, যা হাদীসের পরবর্তী অংশে বর্ণিত হয়েছে।

অতএব, আমরা যদি সঠিকভাবে খুশু-খুযূর সাথে নামাজ আদায় করতে চাই, তাহলে আল্লাহ্‌র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে নামাজ পড়তেন, তা জানতে হবে। আর এটি নামাজ ফরয হওয়ার পরপরই জেনে নিতে হয়, শিখতে হয়। ছোটবেলায় তাড়াতাড়ি শেখা যায়। মুখস্থ হয়ে যায় অনায়াসে। বড় হয়ে অনেক তথ্য জানা সম্ভব হয়না, কারণ সময়ের অভাব ও কর্মব্যস্ততা। এটি অতীব সত্য যে, বহু শিক্ষিত লোক অনেক ডিগ্রী লাভ করেছে কিন্তু সঠিকভাবে নামাজ পড়তে শেখেনি। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। আপনারা বিশিষ্ট হাদীস শাস্ত্রবিদ, মদীনা মুনাওয়ারার বিজ্ঞ আলেম ড. ইলয়াস ফয়সাল রচিত ও মাওলানা যাকারিয়া আব্দুল্লাহ অনূদিত 'নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের নামাজ' বইটি পড়তে পারেন। আল্লাহ্ সুব্‌হানাহু ওয়াতা'য়ালা নামাজ আদায় সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে ইরশাদ করেন,

﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾

অর্থ ঃ "আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে"(আল বাকারাহ ২:২৩৮)

অর্থাৎ আল্লাহর সামনে এমনভাবে দাঁড়াও, যেমন অনুগত দাস দণ্ডায়মান হয়ে থাকে। আর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন নামাজে দাঁড়ায় তখন সে তার রবের সাথে গোপনে কথা বলে এবং তার রব তার ও কিবলার মাঝে বিরাজ করেন।" (সহীহ আল বুখারী)

www.pathagar.com

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমোদিত নামাজের কতিপয় দু'য়া

হযরত আবূ বকর (রা) একবার বললেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাকে এমন একটি দু'য়া শিখিয়ে দিন যা আমি নামাজান্তে পড়বো।" তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিম্মোক্ত দু'য়াটি শিখিয়েছেন। এ দু'য়াটি আমরা সাধারণত তাশাহ্‌হুদের পরে পড়ে থাকি।

"আল্লাহুম্মা ইন্নী যলামতু নাফসি যুলমান কাছীরাওঁ ওয়ালা ইয়াগফিরুয্-যুনুবা ইল্লা আনতা, ফাগফিরলি মাগফিরাতাম মিন 'ইনদিকা, ওয়ারহামনী ইন্নাকা আনতাল গফূরুর রাহীম।"

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ্! আমি আমার নফসের উপর অনেক যুলুম করেছি। আর আপনি ছাড়া আর কেউ মাফ করতে পারেনা। অতএব আমাকে আপনার পক্ষ থেকে ক্ষমা করুন এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয়ই আপনি অত্যাধিক ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।"

দু'য়া শেষ করে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারহ্‌মাতুল্লাহ' বলে প্রথমে ডানদিকে এবং একইভাবে একই বাক্য উচ্চারণ করে পরে বামদিকে সালাম ফিরাতেন। (সহীহ মুসলিম)

সাওবান (রা) বর্ণনা করেন, "সালাম ফিরানোর পর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চস্বরে 'আল্লাহু আকবার' বলতেন, তারপর তিনবার তাওবা-ইস্তিগফার (আসতাগফিরুল্লাহ-আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই) করতেন। তারপর বলতেন, আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম তাবারাকতা ইয়া যাল-যালালি ওয়াল ইকরাম।" (সহীহ মুসলিম)

"হে আল্লাহ! শান্তির উৎস আপনি। আপনার থেকেই আসে শান্তি। হে প্রতাপশালী, মহামহিমান্বিত, আপনি বড়ই বরকতময় ও প্রাচুর্যশালী।"

এখানে আমি আরো একটি হাদীস আলোচনা করবো যা বর্ণনা করেছেন ইবনে যুবায়র (রা)। তিনি বলেন, "রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরয নামাজের শেষে নিম্নোক্ত কালেমা তাওহীদ পাঠ করতেন।"

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু লাহুন নি'মাতু ওয়ালাহুল ফাদ্বলু ওয়ালাহুস ছানাউল হাসানু, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিসীনা লাহুদ দ্বীনা ওয়ালাও কারিহাল কাফিরূন।"

অর্থ ঃ "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। বাদশাহী তাঁরই। সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। তিনিই সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত কারো কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই। আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই।

www.pathagar.com

আমরা তাঁর ছাড়া কারো ইবাদত করিনা। তাঁরই সব নিয়ামত, সব রহমত ও উত্তম প্রশংসা। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আনুগত্য একমাত্র তাঁরই জন্য, যদিও তা কাফিরদের জন্য অপছন্দনীয়।" (সহীহ মুসলিম)

নামাজের শেষে যিকির

ফরয নামাজ শেষে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতগুলো যিকিরের উপদেশ দিয়েছেন; তন্মধ্যে 'আয়াতুল কুরসি' পাঠ অন্যতম। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি নামাজের পর 'আয়াতুল কুরসি' পড়বে, বেহেশতে প্রবেশ করতে তার মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই বাধা থাকবে না।" (শু'য়াবুল ঈমান)

অর্থাৎ বেহেশত লাভে মৃত্যুর বিলম্বই একমাত্র বাধা।

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾

আয়তুল কুরসী

"আল্লহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল ক্বইয়্যুমু লা তা'খুযুহু সিনাতুওঁ ওয়ালা নাউম। লাহূ মা ফিস সামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদ্বি, মান যাল্লাযী ইয়াশফা'উ 'ইনদাহূ ইল্লা বিইযনিহী, ইয়া'লামু মা বাইনা আয়দীহিম ওয়ামা খলফাহুম, ওয়ালা য়ুহীতূনা বিশায়ইম মিন'ইলমিহী ইল্লা বিমাশাআ, ওয়াসি'আ কুরসিয়্যুহুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বা, ওয়ালা ইয়ায়ূদুহূ হিফযুহুমা ওয়া হুআল 'আলিয়্যুল 'আযীম।" (আল বাকারাহ ২:২৫৫)

"আল্লাহ্ তা'য়ালা এমন এক চিরঞ্জীব ও চিরন্তন সত্ত্বা যিনি সমগ্র বিশ্ব-জাহানের দায়িত্বভার বহন করছেন। তিনি ছাড়া (এই আকাশ ও নভোমণ্ডলে) আর কোনো ইলাহ্ নেই। তিনি ঘুমাননা এবং তন্দ্রাও তাঁকে স্পর্শ করেনা। পৃথিবী ও আকাশে যা কিছু আছে সবই তাঁর (সব কিছুরই একচ্ছত্র মালিকানা তাঁর)। কে আছে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে (শাহানশাহের দরবারে) সুপারিশ করবে? যা কিছু মানুষের সামনে আছে তা তিনি জানেন এবং যা কিছু তাদের অগোচরে আছে (ভবিষ্যতের সব কিছু) সে সম্পর্কেও তিনি অবগত। তিনি নিজে যে জিনিসের জ্ঞান মানুষকে দিতে চান সেটুকু ছাড়া তাঁর অসীম জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ব করতে পারেনা। তাঁর কর্তৃত্ব (আসন) আকাশ ও পৃথিবীব্যাপী পরিব্যাপ্ত। আর এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত করেনা। মূলত তিনিই হচ্ছেন এক মহান ও শ্রেষ্ঠ সত্ত্বা (অসীম ক্ষমতার আধার)।" (আল বাকারাহ ২:২৫৫)

বস্তুত রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম উম্মাহর জন্য অনেক রীতি-নীতি, দু'য়া ও নেক আমল শিখিয়ে গিয়েছেন। কা'ব ইবনে উজরা (রা) বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "প্রত্যেক ফরয নামাজের পর এমন কিছু যিকির আছে, যা

www.pathagar.com

পাঠকারী কিংবা আমলকারী কখনো বঞ্চিত হবেনা। তা হলো তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহু, তেত্রিশবার আলহামদু লিল্লাহ ও চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার।" (সহীহ মুসলিম)

নামাজ ও দৈনন্দিন যিকির

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যহ পাঠ করার জন্য মুসলিম উম্মাহকে নিম্নোক্ত দু'য়া শিখিয়েছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশতবার বলবে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারিকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদির।" (অর্থ-আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। সমস্ত রাজত্ব তাঁর, সমস্ত প্রশংসা তাঁর। তিনি সকল বস্তুর উপর শক্তিশালী) পাঠ করবে, সে ১০টি গোলাম আযাদ করার সওয়াব লাভ করবে, তার নামে একশত নেকি লিখা হবে, তার নাম থেকে ১০টি গুনাহ মুছে ফেলা হবে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান থেকে হিফাযতে থাকবে এবং কিয়ামতের দিন কেউ তার চেয়ে বেশি আমল আনতে পারবেনা, একমাত্র সে ব্যক্তি ছাড়া যে তার চেয়ে বেশি আমল করেছে।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম)

আবূ হুরায়রা (রা) আরো বলেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের পর সুবহানাল্লাহু তেত্রিশবার, আলহামদু লিল্লাহ তেত্রিশবার, আল্লাহু আকবার চৌত্রিশবার বলবে এবং সবশেষে একবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু, লা শারীকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর' পাঠ করবে, তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার মতো অফুরন্ত হয়।" (সহীহ মুসলিম)

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা)কেও ফজর ও মাগরিবের নামাজের পর কতগুলো দু'য়া পাঠ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি আরো বলেছেন, "কোনো ব্যক্তি যদি ফজরের সময় এ বাক্যগুলো পড়ে, তবে মাগরিব পর্যন্ত সে শয়তানের খপ্পর থেকে রক্ষা পাবে। আর যদি মাগরিবে এ কথাগুলো পাঠ করে, তবে ফজর পর্যন্ত সে শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা পাবে।"

বাক্যগুলো হচ্ছে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু, লা শারীকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর' (আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক ও একক। তাঁর কোনো শরীক নেই। সমস্ত সাম্রাজ্য ও কর্তৃত্ব শুধু তাঁর। সকল প্রশংসাও তাঁরই। তিনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান)। (আত-তিরমিযী)

নামাজ কিভাবে পড়তে হবে : নামাজ আদায়ের নিয়ম-পদ্ধতি

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন তুমি নামাজের জন্য দাঁড়াবে, পূর্ণরূপে উযূ করবে। অতঃপর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে এবং তাকবীর বলবে। তারপর তোমার পক্ষে যা সহজ কুরআন থেকে

www.pathagar.com

পড়বে। তারপর শান্তভাবে রুকূ' করবে। তারপর মাথা উঠাবে যথাযথভাবে। অতঃপর শান্তভাবে সিজদাহ্ করবে এবং শান্তভাবে বসবে। তারপর দ্বিতীয় সিজদাহ্ করবে শান্তভাবে। অতঃপর সকল নামাজ এরূপে আদায় করবে।" (সহীহ আল বুখারী, মুসলিম, আত-তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও নাসাঈ)

আবূ হুমাইদ সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, "তিনি যখন তাকবীর বলতেন, দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন, যখন রুকূ করতেন, দু'হাত দ্বারা দুই হাঁটু শক্ত করে ধরতেন যাতে প্রত্যেক গাইট (অস্থিসন্ধি) নিজস্থানে পৌঁছে যেতো। যখন সিজদাহ্ করতেন, দু'হাত রাখতেন যমীনে, না বিছিয়ে ও পেটের সাথে না মিশিয়ে এবং দু'পায়ের আঙ্গুলসমূহের মাথা কিবলামুখী করে রাখতেন। যখন দু'রাকাত পড়ে বসতেন নিজের বাম পায়ের উপর বসতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন। যখন শেষ রাকায়াতে বসতেন, তখন বাম পা বিছিয়ে দিতেন, খাড়া রাখতেন অন্য পা এবং বসতেন নিতম্বের ওপর।" (সহীহ আল বুখারী)

অন্য হাদীসে আছে, হযরত ওয়াইল বিন হুজর (রা) হতে বর্ণিত, "রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কানের লতি বরাবর হাত উঠাতেন। তাই কানের লতি বরাবর হাত উঠালে উভয় হাদীসের ওপর আমল হয়। আর এটি সুন্নাহ্" (আন নাসাঈ, আবূ দাউদ ও মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ)।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমি সাতটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সিজদাহ করতে আদিষ্ট হয়েছি, তা হলো কপাল, তারপর হাত দ্বারা ইঙ্গিত করলেন, নাক, দু'হাত, দু'হাঁটু এবং দু'পায়ের অঙ্গুলের দিকে। তুমি নামাজে কাপড় টেনো না এবং চুল ঠিক করো না।" (সহীহ আল বুখারী)

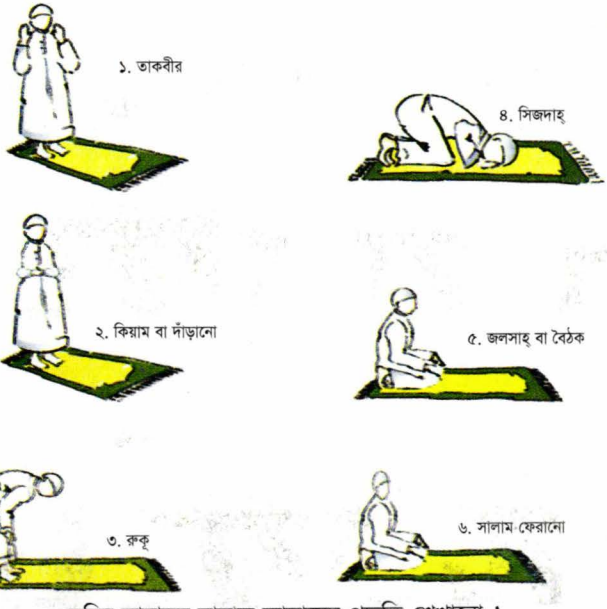

ছবির সাহায্যে নামাজ আদায়ের পদ্ধতি শেখানো-১

www.pathagar.com

তাহাজ্জুদ নামাজের হুকুম, গুরুত্ব ও ফযীলত

তাহাজ্জুদ আরবি শব্দ। এর অর্থ নামাজ কিংবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া। ইমাম কুরা' বলেন, তাহাজ্জুদ বিশেষভাবে রাতের নামাজকে বুঝায়। তাই তাহাজ্জুদ নামাজ আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের বিশেষ মাধ্যম। তাহাজ্জুদ নামাজ এক সময় ফরয ছিল। পরবর্তীতে এটা নফল বা সুন্নত হিসেবে সাব্যস্ত হয়। তাহাজ্জুদ নামাজকে কিয়ামুল লাইলও বলা হয়। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেন,

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾

অর্থ ঃ "আর রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ পড়ো। এটি তোমার জন্য নফল। আশা করা যায়, তোমার রব তোমাকে মাকামে মাহমূদে (প্রশংসিত স্থানে) প্রতিষ্ঠিত করবেন।" (বনী ইসরাঈল ১৭:৭৯)

তাহাজ্জুদ নামাজে দু'টো কাজ রয়েছে। একটি হচ্ছে নামাজ আর অন্যটি হচ্ছে দু'য়া। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিতভাবে এ নামাজ পড়তেন এবং সাহাবায়ে কিরামকে পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। শেষরাতে তিনি তাহাজ্জুদ নামাজে এতো দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তাঁর কদম মুবারক ফুলে যেতো। তাহাজ্জুদ গুযার তথা মুত্তাকীদের উদ্দেশ্য করে পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে,

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۞ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۞ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

অর্থ ঃ "নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে সেদিন প্রস্রবণবিশিষ্ট জান্নাতে। উপভোগ করবে তা, যা তাদের প্রতিপালক তাদেরকে দান করবেন। কারণ পার্থিব জীবনে তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। তারা রাতের বেলায় খুব কমই ঘুমাতো। শেষরাতে তারা ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করতো।" (যারিয়াত ৫১:১৫-১৮)

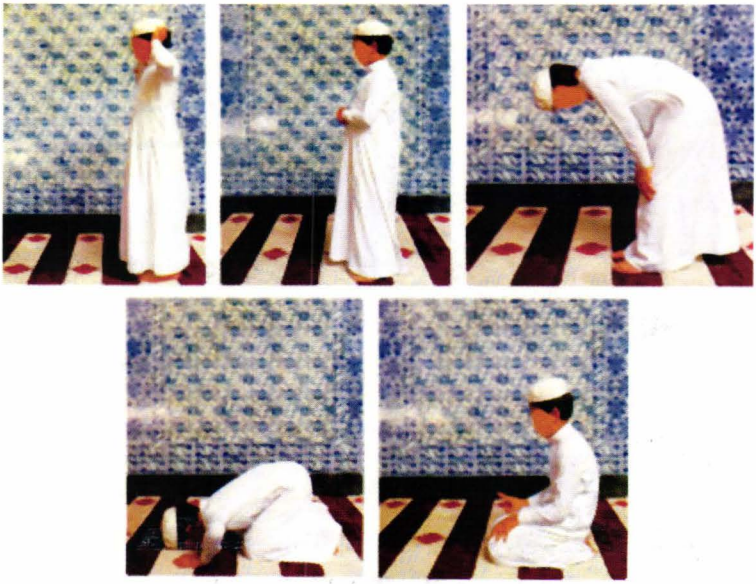

ছবির সাহায্যে নামাজ আদায়ের পদ্ধতি শেখানো-২

www.pathagar.com

এ আয়াত থেকে আমরা তাহাজ্জুদ নামাজের ফযীলতের কথা জানতে পারি। এ নামাজ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা আরো বলেন,

﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾

অর্থ ঃ "এবং তারা সারারাত্রি অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান থেকে।" (ফুরকান ২৫:৬৪)

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা আরো বলেন,

﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾

অর্থ ঃ "তারা বিছানা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশা ও ভয়ের সাথে।" (আস-সিজদাহ ৩২:১৬)

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾

অর্থ ঃ "আল্লাহ্র যে বান্দা রাত্রির বিভিন্ন সময় (নিদ্রা ও আরামের বিছানা ত্যাগ করে) আল্লাহ্র ইবাদতের মধ্যে কখনো দাঁড়িয়ে, কখনো সিজদায় মশগুল থাকে, আল্লাহ্র রহমতের আশা ও পরকালের শাস্তির ভয়ে অস্থির থাকে, তারা কি তাদের সমান, যারা এরূপ করেনা ? (অর্থাৎ যারা আল্লাহর অবাধ্যতা ও খেল-তামাশার মধ্যে রাত্রি অতিবাহিত করে)।" (আয-যুমার ৩৯:৯)

বস্তুত মুমিনের জন্য আল্লাহ্ যে কি প্রতিদানের কথা উল্লেখ করেছেন তা সত্যি বিস্ময়কর। তারা জানেনা যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের জন্য চিরস্থায়ী জান্নাতে কতো বড় নিয়ামত লুকিয়ে রেখেছেন। ইতিপূর্বে যার স্বাদ কেউ আস্বাদন করতে পারেনি। মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

অর্থ ঃ "তারপর কেউই জানেনা তাদের জন্য নয়ন জুড়ানো কি সরঞ্জাম লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান বা পুরস্কার স্বরূপ।" (আস-সিজদাহ্ ৩২:১৭)

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ নামাজের ফযীলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে দু'টি হাদীস এখানে আলোচনা করবো। আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমনের পর নিম্মোক্ত কথাগুলো আমাদের শুনিয়েছেন,

১. "হে লোকসকল! তোমরা সালামের প্রচার ও প্রসার করো (অর্থাৎ সালামের প্রচলন করো), মানুষকে আহার দান করো, আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখো, আর মানুষ রাতে ঘুমিয়ে পড়লে তোমরা উঠে নামাজ পড়তে থেকো। তাহলেই তোমরা নিরাপদে বেহেশতে যাবে।" (আত-তিরমিযী)

২. আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

www.pathagar.com

"রমযান মাসের রোযার পর উত্তম রোযা হচ্ছে আল্লাহ্‌র মাস মুহররম মাসের রোযা রাখা। আর ফরয নামাজের পর উত্তম নামাজ হচ্ছে গভীর রাতের তাহাজ্জুদ নামাজ।" (সহীহ মুসলিম)

এ হাদীস দুটো থেকে জানা যায়, জান্নাতে প্রবেশের শর্তসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে গভীর রাতে ইবাদতের উদ্দেশ্যে বিনিদ্র রজনী যাপন। বস্তুত রাতের নামাজ প্রভূত কল্যাণের সোপান। রাতের নামাজ দিনের নামাজ অপেক্ষা উত্তম। কারণ, এতে একাগ্রতা ও খুশু-খুযূ বেশি থাকে। রাত হলো আসমান ও যমীনের মালিকের পক্ষ থেকে রহমত নাযিলের সময়। তাই রাতের নিস্তব্ধতায় নামাজ বেশি আবেদনময়ী ও আবেগপূর্ণ হয়। গভীর রাতে বিনয় ও মিনতি থাকে অনেক; সহসা নামাজে কান্না চলে আসে। সত্যিকারভাবে মনিবের সামনে দাস যেভাবে দণ্ডায়মান থাকে, সে রকমই হয়ে থাকে। তাই এ নামাজ আল্লাহ্‌র নিকট বেশি প্রিয় ও বেশি গ্রহণযোগ্য। হাদীস শরীফে এসেছে যে তাহাজ্জুদের নামাজের পর দু'য়া কবূল হয়। হযরত সালমান ফারসী (রা) বলেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমরা তাহাজ্জুদ নামাজের ব্যবস্থা করো। এটা নেক লোকের স্বভাব, এটা তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটতর করে দিবে, গুনাহ্‌গুলো মিটিয়ে দিবে, গুনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে রাখবে আর শরীর থেকে রোগ-ব্যাধি দূর করবে।" (সহীহ মুসলিম)

গভীর রাতে নামাজরত দু'জন মুমিন

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

১. "আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত হলো কুরআনের ধারক ও বাহক এবং রাতের অধিবাসী (রাত জেগে ইবাদতকারী)।" (আত-তিরমিযী)

২. "রাত জাগা তোমাদের কর্তব্য। এটা তোমাদের পূর্ববর্তী নেক লোকদের তরীকা, তোমাদের রবের নৈকট্য, আগের গুনাহ্‌র কাফ্‌ফারা এবং গুনাহ্ করা থেকে বিরত থাকার উপায়।" (আত-তিরমিযী)

www.pathagar.com

ইবনে মাস'উদ (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "রাতের নামাজ দিনের নামাজ অপেক্ষা এমনি উত্তম, যেমনি গোপনে সদকা করা প্রকাশ্যে সদকা করার চেয়ে উত্তম।" (আত তারগীব)

রাতের তাহাজ্জুদ নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন– যা হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, "মহান ও কল্যাণময় আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার (নিকটবর্তী) আসমানে অবতরণ করে বলতে থাকেন, কে আছ এমন যে আমাকে ডাকতে চাও? আমি তার ডাকে সাড়া দিবো, কে আছ এমন যে আমাকে নিজের অভাব জানিয়ে তা দূর করার জন্য দু'য়া করতে চাও? আমি তার দু'য়া কবূল করবো এবং কে আছ এমন যে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাও? (ক্ষমা প্রার্থনা করো) আমি তাকে ক্ষমা করবো।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম)

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্ ঐ লোকের উপর রহম করুন যে রাতে উঠে নামাজ পড়ে ও তার স্ত্রীকে জাগায় এবং সেও নামাজ পড়ে। যদি সে উঠতে না চায় তার মুখে পানি ছিঁটায়। আল্লাহ্ ঐ মহিলার উপর রহম করুন যে রাতে উঠে নামাজ পড়ে ও তার স্বামীকে জাগায় এবং সেও নামাজ পড়ে। যদি সে উঠতে না চায় তার মুখে পানি ছিঁটায়।" (আবূ দাউদ ও নাসাঈ)

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "কোন (সময়ের) দু'য়া সবচেয়ে বেশি মকবূল?" তিনি উত্তর দিলেন, "শেষরাতের ও ফরয নামাজের পরের দু'য়া।" (আত-তিরমিযী)

তাহাজ্জুদ নামাজের নিয়ম

তাহাজ্জুদ নামাজ সুন্নত। তাহাজ্জুদকে অনেকে বলেন নফল নামাজ। রাতের কিছু অংশ ঘুমিয়ে তারপর উঠে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে হয়। তাহাজ্জুদ নামাজের উত্তম সময় হচ্ছে ইশার নামাজ আদায়ের পর কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে অর্ধরাতের পর উঠে নামাজে দাঁড়ানো। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো মধ্যরাতে, কখনো তার কিছু আগে বা পরে ঘুম থেকে জেগে উঠতেন। তারপর মিসওয়াক করে উযূ করে নামাজ পড়তেন। এ নামাজ নিম্নে দুই রাকায়াত আর উর্ধ্বে বার রাকায়াত। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই দুই করে বার রাকায়াত নামাজ পড়তেন। তাহাজ্জুদের নামাজের নিয়ত হচ্ছে, "আল্লাহ্র ওয়াস্তে কিবলামুখী হয়ে তাহাজ্জুদের দুই রাকায়াত সুন্নত নামাজ আদায়ের নিয়ত করছি, আল্লাহু আকবার।"

গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরুর পূর্বে নামাজ আদায়

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের সম্মুখীন হতেন, তখনই ভয়-ভীতির সঙ্গে দ্রুত নামাজ পড়তে যেতেন। হুযায়ফা (রা) বলেন, "যখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সম্মুখীন হতেন, তখন

www.pathagar.com

নামাজ আদায় করতেন।" (মুসনাদে আহমাদ)

হযরত সাবিত (রা) বলেন, "নবীগণ যখন কোন বড় কাজের সম্মুখীন হতেন তখন নামাজের দিকে অগ্রসর হতেন।" (তাফসীর ইবনে কাসীর)

তাই মুসলমানগণ যখন কোন কাজের মনস্থ করবে, তখন সে মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হবে, যার হাতে রয়েছে সমস্ত কিছুর আধিপত্য। তিনি যখন কোন ব্যাপারে বলেন, "হয়ে যাও", আর তখনই তা "হয়ে যায়।" তিনি মযলূম, নিপীড়িত, অসহায়ের আহ্বানে সাড়া দেন এবং বিপদ দূরীভূত করেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা ইরশাদ করেন,

﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾

অর্থ ঃ "বলো তো কে তিনি, যিনি আর্তের ডাক শোনেন (অসহায়ের আহ্বানে সাড়া দেন) যখন সে তাঁকে (কাতরভাবে) ডাকে এবং কে তার বিপদ-আপদ (কষ্ট) দূরীভূত করেন?" (আন নাম্‌ল ২৭:৬২)

নামাজ অবহেলাকারী বা নামাজ পরিত্যাগকারী যখন কোন বড় বিপদে পতিত হয়, তখন সে কার শরণাপন্ন হবে? গভীর সমুদ্রে ঝড়ে পতিত হলে কাকে ডাকবে? তাই নবীজীর উপদেশ আমাদের মানতে হবে। তিনি বলেছেন, "তুমি আল্লাহকে সুখে-সাচ্ছন্দ্যে চেনো, তবে আল্লাহ্ তোমাকে বিপদে-আপদে চিনবেন।" (মুসনাদে আহমাদ)

আর যদি কঠিন বিপদে-আপদে আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করে এবং নামাজের হিফাযতের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে, তবে আল্লাহ্ তওবাকারীর তওবা কবূল করবেন।

সাহাবী ও সালাফে সালেহীনের নামাজ

সাহাবায়ে কিরাম ও তাঁদের সৎ উত্তরসূরীগণ নামাজে খুবই একনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁরা নামাজে এতোই মগ্ন থাকতেন যে, কোন বড় ঘটনা ঘটলেও তারা টের পেতেন না। তারা জামায়াতে নামাজ আদায় করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। অনেক সাহাবীর ৪০ বছর পর্যন্ত নামাজের জামায়াত ছুটেনি। আমি এখানে নামাজে সাহাবী ও সালাফে সালেহীনের বিনয় ও একাগ্রতার কতিপয় চিত্র তুলে ধরছি–

হযরত আ'মাশ (রহ)-এর বয়স যখন প্রায় ৭০ বছর হয়েছিলো, তখনও তাঁর (নামাজে) তাকবীরে উলা ছুটেনি। সাঈদ ইবনে আব্দুল আযীযের নামাজের জামায়াত ছুটে গেলে তিনি কাঁদতেন। হযরত বিশর ইবনে মানসূর বাসরীকেও তাকবীরে উলা ছুটতে দেখা যায়নি। হযরত আ'মাশ (রহ) বলেন, "ইবরাহীম আত-তাইমী (রহ) যখন সিজদা করতেন তখন মনে হতো তিনি যেনো কোন দেয়ালের অংশ এবং চড়ুইপাখি তার পিঠে বসে যেতো।" (নামাজের গুরুত্ব ও ফযীলত, পৃষ্ঠা ৩৪)

আহমদ ইবনে সিনান (রহ) বলেন, "আমি ওয়াকী'কে দেখেছি যখন তিনি নামাজে দাঁড়াতেন সামান্যতম নড়াচড়াও করতেন না এবং উভয় পায়ে ভর না দিয়ে শুধু একটি পায়ে ভর করে ঝুঁকে যেতেননা।"

www.pathagar.com

সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "চল্লিশ বছর পর্যন্ত আমার নামাজের জামায়াত ছুটেনি।" (নামাজের গুরুত্ব ও ফযীলত, পৃষ্ঠা ৩১)

হযরত ইয়াকূব ইয়াযীদ বাসরীর একবার নামাজের অবস্থায় কাঁধ থেকে চাদর চুরি হয়ে যায় এবং তাঁকে এরপর ফিরিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু নামাজে মগ্ন থাকার কারণে তিনি তা অনুভব করতে পারেননি। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকূব বলেন, "আমি মুহাম্মাদ ইবনে নাসর মারওয়াযীর চেয়ে উত্তম নামাজী অন্য কাউকে দেখিনি। তাঁর কানে মাছি বসতো এবং রক্ত বয়ে যেতো কিন্তু তিনি মাছি তাড়াতেননা।"

একদা হযরত আবূ আইয়্যুব যখন নামাজে মগ্ন ছিলেন তখন মসজিদের একটি দেয়াল ভেঙ্গে পড়ে যায়। তথাপিও সেদিকে তার ভ্রক্ষেপ ছিলোনা। মুসলিম ইবনে ইয়াসার আল-বাসরী যখন নামাজ আদায় করতেন মনে হতো যে, একটি কাঠ দাঁড়ানো। এদিক-সেদিক ঝুঁকতেন না এবং যখন নামাজ শুরু করতেন তখন তাঁর পরিবারকে বলতেন, "তোমরা কথোপকথন করো, কেননা আমি তোমাদের কথা শুনতে পাইনা।" (নামাজের গুরুত্ব ও ফযীলত, পৃষ্ঠা ৩৩)

শা'য়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়্যা কান্ধলভী (রহ) তাঁর ফাযায়েলে আমল গ্রন্থের 'ফাযায়েলে নামাজ' অধ্যায়ে বর্ণনা করেন, একদা যুদ্ধের সময় হযরত আলী (রা)-এর উরুতে একটি তীর বিদ্ধ হয়েছিল। লোকেরা অনেক চেষ্টা করেও বের করতে পারতেছিলনা। তখন তারা সকলে পরামর্শ করল যে, নামাজ অবস্থায় তা বের করতে হবে। পরে যখন তিনি নফল নামাজে দাঁড়ালেন এবং সিজদাহ্য় গেলেন তখন লোকেরা তা টেনে বের করলেন। নামাজ শেষ করে তিনি আশে-পাশে লোকজনের ভীর দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি আমার তীর বের করতে এসেছো?" উপস্থিত লোকেরা আরোজ করল, আমরা তো তীরটি বের করে ফেলেছি। তিনি বললেন, "আমি তো টের পাইনি।" (পৃষ্ঠা ১২৮)

হযরত আলী ইবনে হুসাইন ইবনে যায়নুল আবেদীন যখন নামাজে দাঁড়াতেন তখন তাঁর কম্পন শুরু হয়ে যেতো। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, "তোমরা কি জানো না যে, আমি কার সামনে দণ্ডায়মান হই এবং কার সাথে কথোপকথন করি?"

একবার তাঁর বাড়িতে আগুন লেগে যায় আর তখন তিনি সিজদারত ছিলেন। সিজদা থেকে তিনি যখন মাথা উঠান সে সময় আগুন নিভে গিয়েছিল। এ ব্যাপারে তাকে বলা হলে তিনি বলেন, "আমাকে অন্য একটি আগুন এই আগুন থেকে বিমুখ করে রেখেছিল।" আমের আবদে কায়েস আম্বারীকে বলা হলো, "আপনি কি নামাজে স্বীয় আত্মার সাথে কথা বলেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি আমার আত্মার সাথে আল্লহ্র দরবারে সম্মুখীন এবং স্বীয় পরিণাম সম্পর্কে কথা বলি।" (নামাজের গুরুত্ব ও ফযীলত, পৃষ্ঠা-৩৩)

www.pathagar.com

আবূ হাইয়্যান তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাবীঈ ইবনে খুসাইমকে পক্ষাঘাত রোগ অবস্থায় নামাজের জন্য (মসজিদে) নিয়ে আসা হতো। তাঁকে বলা হয়েছিল, আপনার জন্য বাড়িতে নামাজ আদায়ের অনুমতি রয়েছে। তিনি বলেন, "আমি তো 'হাইয়্যা আলাস্ সালাহ্' শুনতে পাই। তোমাদের যদি নামাজে পৌঁছার সামর্থ্য থাকে, তবে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও নামাজে উপস্থিত হও।" (নামাজের গুরুত্ব ও ফযীলত, পৃষ্ঠা ৩১)

মুসয়াব বলেনঃ আমের মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর অবস্থায় মুয়াজ্জিনের আযান শুনে বলেন- আমার হাত ধরো, (মসজিদে যাওয়ার জন্য)। তাঁকে বলা হলো, "আপনি তো অসুস্থ।" তিনি বললেন, "আমি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর আহ্বান শুনব আর সে আহ্বানে সাড়া দিবো না?" লোকেরা তাঁর হাত ধরে মসজিদে নিয়ে গেলো। তিনি মাগরিবের নামাযে ইমামের সাথে যোগ দিলেন এবং এক রাকায়াত নামায আদায় করার পর ইন্তেকাল করলেন। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন। (এই ব্যক্তি হলেন আমের বিন আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর আওয়াম) (নামাজের গুরুত্ব ও ফযীলত, পৃষ্ঠা ৩২)

নামাজ আদায়কালীন সময়ে নামাজির মনের অবস্থা

নামাজ পড়তে পড়তে মানুষের চিন্তা অন্যদিকে চলে যাওয়া স্বাভাবিক। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, নামাজের মধ্যে অন্য চিন্তা এসে যাওয়া এক কথা আর নামাজের প্রতি কখনো দৃষ্টি না দেয়া এবং নামাজ পড়তে পড়তে সবসময় অন্য বিষয় চিন্তা করতে থাকা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। প্রথম অবস্থাটি মানসিক দুর্বলতার সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থা। ইচ্ছে ও সংকল্প ছাড়াই অন্যান্য চিন্তা এসে যায় এবং মুমিন যখনই অনুভব করে, তার মন নামাজ থেকে অন্যদিকে চলে গেছে, তখন সে চেষ্টা করে মনকে ফিরিয়ে আনতে এবং আবার নামাজে মনোনিবেশ করতে। দ্বিতীয় অবস্থাটি নামাজে গাফলতি করার পর্যায়ভুক্ত। কেননা এ অবস্থায় মানুষ শুধু নামাজের ব্যায়াম করে। আল্লাহ্কে স্মরণ করার কোন ইচ্ছে তার মনে জাগেনা। নামাজের শুরু থেকে নিয়ে সালাম ফেরানো পর্যন্ত একটি মুহূর্তও তার মন আল্লাহ্র প্রতি আকৃষ্ট হয়না। যেসব চিন্তা মাথায় পুরে সে নামাজে প্রবেশ করে, তার মধ্যে সব সময় ডুবে থাকে। তাই এ নামাজ আল্লাহর নিকট গৃহীত হয় না। (তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল মাউনের তাফসীর)

খুশু-খুযূর সাথে নামাজ আদায়ের গুরুত্ব

খুশু-খুযূ তথা বিনয় ও একাগ্রতা নামাজের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিক। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত 'দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম' বইয়ের লেখকমণ্ডলী লিখেছেন, "খুশু-খুযূর সাথে নামাজ আদায়ের অর্থ হলো, নামাজী ব্যক্তি মহান আল্লাহ্কে হাযির-নাজির (অর্থাৎ আল্লাহ্ আমার সামনে উপস্থিত রয়েছেন এবং তিনি আমাকে দেখছেন) জেনে এমনভাবে নামাজ আদায় করবেন যে, হৃদয় থাকবে

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র মহব্বত ও ভালবাসায় ভরপুর এবং তাঁর প্রতি ভয়, তাঁর বড়ত্ব ও মহানত্বের চিন্তায় বিগলিত। দাঁড়ানো অবস্থায় নামাজি ব্যক্তি মনে মনে ভাববেন যে, আমি আল্লাহ্‌র সামনে দণ্ডায়মান এবং আমি তাঁরই প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছি। এভাবে রুকূ'তে গিয়ে তিনি চিন্তা করবেন যে, আমি কেবল আল্লাহ্‌র সামনেই মাথানত করছি। সিজদায় এ কথা ভাববেন যে, আমি কেবল তাঁরই সামনে সিজদাবনত হচ্ছি এবং তাঁরই সামনে সকল অনুনয় বিনয় প্রকাশ করছি।

উত্তম হলো, নামাজের মধ্যে যেসব সূরা-কিরাআত, তাসবীহ ইত্যাদি পাঠ করা হয়, তা বুঝে পাঠ করা। বস্তুত নামাজের প্রকৃত স্বাদ তখনই পুরোপুরিভাবে লাভ করা যাবে যদি নামাজী নিজের পঠিত কথাগুলো ও বাক্যগুলোর অর্থ বুঝে পাঠ করে। প্রকৃতপক্ষে নামাজের মধ্যে খুশু-খুযূ রক্ষা করা এবং আল্লাহর দিকে নিজের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রেখে একাগ্রচিত্তে মনোযোগী হওয়াই নামাজের প্রাণ বা মূল রূহ। আল্লাহ্‌র যেসব বান্দা এভাবে নামাজ আদায়ের জন্য সচেষ্ট থাকেন, তাদের সফলতা অবশ্যম্ভাবী।" (দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, পৃষ্ঠা ২২১)

খুশু-খুযূ সম্বন্ধে হাদীস শরীফে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যদি কোন ব্যক্তি ওয়াক্তমতো নামাজ আদায় করে, নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণভাবে উযূ করে এবং কিয়াম, রুকূ ও সিজদাহ ইত্যাদি খুশু-খুযূর সাথে আদায় করে, তবে তার এ নামাজ দীপ্তিময় উজ্জ্বল হয়ে উঠে এবং ঐ নামাজ নামাজীর জন্য এ বলে দু'য়া করতে থাকে যে, তুমি যেমনিভাবে আমার হিফাযত করলে, মহান আল্লাহ্ তা'য়ালাও অনুরূপভাবে তোমার হিফাযত করুন। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি ওয়াক্ত মতো নামাজ আদায় না করে, পরিপূর্ণভাবে উযূ না করে এবং কিয়াম, রুকূ ও সিজদাহ খুশু-খুযূর সাথে আদায় না করে, তবে তার এ নামাজ কৃষ্ণবর্ণ হয়ে উঠে এবং ঐ নামাজ এ মর্মে বদদু'য়া করে যে, আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন যেমন তুমি আমাকে ধ্বংস করলে। তার এ নামাজ পুরানো কাপড়ের মতো পেঁচিয়ে তার মুখে সজোরে নিক্ষেপ করা হবে।" (তাবারানী)

নামাজ থেকে উপকার না পাওয়ার কারণ

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ থেকে উপকার না পাওয়ার কারণ সম্পর্কে বেশ কিছু বক্তব্য রেখেছেন যার বিবরণ হাদীস শরীফে এসেছে। হাদীসগুলোর সারমর্ম হলো,

"যে নামাজে হৃদয় নম্র হয়না, সে নামাজ আল্লাহ্‌র নিকট নামাজ বলেই গণ্য হয়না।"

অপরদিকে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রহ) লিখেছেন,

"নামাজ হইতে বর্তমানে লোকেরা যথাযথ উপকার ও সুফল পায়না। কারণ অধিকাংশ মুসলমান আসলে নামাজই পড়েনা, আর পড়িলেও ঠিক সেইভাবে এবং সেই নিয়মে পড়েনা, যেইভাবে আর যেই নিয়মে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তে আদেশ করেছেন।" (নামাজ-রোজার হাকীকত, পৃষ্ঠা ৩৯) তাই আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য চাইতে হবে সঠিকভাবে খুশু-খুযূর সাথে একাগ্রচিত্তে সলাত আদায় করতে তৌফিক লাভের জন্য। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾

উচ্চারণঃ "ওয়াসতায়ীনূ বিস্-সবরি ওয়াস্-সলাতি ওয়াইন্নাহা লাকাবিরতুন ইল্লা'আলাল খশিঈন।" (আল বাকারাহ ২:৪৫)

অর্থঃ "তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো এবং (আল্লাহর) অনুগতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নামাজ নিশ্চিতভাবে বড়ই কঠিন কাজ।"

অর্থাৎ যারা ছোট সময় থেকে বিনয়ের সাথে নামাজ পড়তে অভ্যস্ত নয়, তাদের জন্য বড় হয়ে নিয়মিত একাগ্রচিত্তে নামাজ আদায় করা কঠিন। অধিকন্তু যে ব্যক্তি

আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত নয় এবং আখিরাতে বিশ্বাস করেনা, তার জন্য নিয়মিত নামাজ পড়া একটি আপদের শামিল। এ ধরনের আপদে সে কখনো নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে চায়না। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে নিজেকে সোপর্দ করেছে এবং যে ব্যক্তি মৃত্যুর পর তার মহান প্রভুর সামনে হাজির হওয়ার চিন্তা করে, তার জন্য নামাজ পড়া নয়, বরং নামাজ ত্যাগ করাই কঠিন।

মুনাফিকের নামাজ বা লোক দেখানো নামাজ

সূরা আল মাঊনে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেন,

﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾

"ফাওয়াই লুল্লিল মুসল্লীন, আল্লাযীনাহুম'আন সলাতিহীম সাহূন।"

অর্থঃ "তারপর সেইসব নামাজীর জন্য ধ্বংস অনিবার্য, যারা নিজেদের নামাজের ব্যাপারে গাফলতি করে (উদাসীন থাকে) এবং যারা লোক দেখানো নামাজ পড়ে।" (আল মাঊন ১০৭:৪-৫)

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিলেন, এরা ঐ সমস্ত মানুষ যারা নামাজকে তার (প্রকৃত) সময়ে আদায় না করে পরে আদায় করে।" (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

এ আয়াত দুটোর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেন যে, নামাজে ভুল হতে পারে। এ ভুল সংশোধনের পদ্ধতিও আছে। কিন্তু নামাজ ভুলে যাওয়া বা নামাজ থেকে গাফেল হওয়া এক কথা আর নামাজে ভুলত্রুটি হওয়া অন্য কথা। নামাজে যারা গাফেল তাদের দৃষ্টিতে নামাজ পড়া না পড়া কোনটারই কোন গুরুত্ব নেই। কখনো তারা পড়ে, আবার কখনো পড়েনা। যখন পড়ে তখন নামাজের সঠিক ও আসল সময়

www.pathagar.com

থেকে পিছিয়ে যায় এবং সময় যখন একেবারে শেষ হয়ে আসে, তখন উঠে গিয়ে চারটে ঠোকর দিয়ে আসে। অথবা নামাজের জন্য ওঠে ঠিকই, কিন্তু একেবারে যেনো উঠতে মনটা চায়না এমনভাবে উঠে এবং নামাজ পড়ে নেয়। কিন্তু মনের দিক থেকে কোন সাড়া পায়না। যেনো কোন আপদ তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আসল কথা হচ্ছে, আমরা নামাজে ভুল করি ঠিকই কিন্তু নামাজ থেকে গাফিল হইনা। আর তাই আমরা এ জন্য মুনাফিকদের অর্ন্তভুক্ত হবোনা। সূরা তাওবায় আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ﴾

"তারা যখনই নামাজে আসে, অবসাদগ্রস্তের মতো আসে বা অলসতার সাথে আসে এবং যখনই (আল্লাহ্র পথে) খরচ করে অনিচ্ছাকৃতভাবে করে।" (তাওবা ৯:৫৪)

এ আয়াতের ব্যাখায় নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"এটি মুনাফিকের নামাজ, এটা মুনাফিকের নামাজ, এটা মুনাফিকের নামাজ! সে আসরের সময় বসে সূর্য দেখতে থাকে। এমনকি সেটা শয়তানের দু'টো শিংয়ের মাঝখানে পৌঁছে যায় (অর্থাৎ সূর্যাস্তের সময় নিকটবর্তী হয়) তখন সে উঠে চারটে ঠোকর মেরে দেয়। তাতে আল্লাহ্কে খুব কমই স্মরণ করা হয়।" (সহীহ আল বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহ্মাদ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "এখানে মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে, যারা লোক দেখানো নামাজ পড়তো। অন্য লোক সামনে থাকলে নামাজ পড়তো এবং লোক না থাকলে পড়তো না।"

অন্য একটি রিওয়ায়াতে তার বক্তব্য এভাবে এসেছে, "একাকী থাকলে পড়তোনা। আর সর্বসমক্ষে পড়ে নিতো।" (ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুয়া ও বায়হাকী ফিশ শু'আব)

কুরআন মাজীদের সূরা আন নিসাতেও মুনাফিকদের নামাজের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾

অর্থঃ "আর যখন তারা নামাজের জন্য ওঠে; অবসাদগ্রস্তের ন্যায় ওঠে। লোকদের দেখায় এবং আল্লাহ্কে স্মরণ করে খুব কমই।" (আন নিসা ৪:১৪২)

অবসাদগ্রস্ত বলতে 'আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে শৈথিল্য সহকারে নিছক লোক দেখানো' ভাবকে বুঝানো হয়েছে। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি নামাজের রুকূ ও সিজদায় পিঠ সোজা করেনা, তার নামাজ তার জন্য যথেষ্ট নয়।" (মুসনাদে আহমাদ ও আবূ দাউদ)

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, "মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় চুরি হলো নামাজে চুরি করা। আরয করা হল, নামাজে কিভাবে চুরি হয়? তিনি উত্তর

www.pathagar.com

দিলেন, ঠিকমতো রুকূ-সিজদাহ না করা ও সঠিকভাবে কিরাআত না পড়া।" (মুসনাদে আহমাদ, হাকেম ও তাবারানী)

নামাজ পরিত্যাগকারীর পরিণাম

বেনামাজি জাহান্নামে যাবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,

﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ۞ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾

অর্থঃ "তোমাদেরকে কিসে সাকার (জাহান্নাম)-এ নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, আমরা নামাজিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলামনা।" (মুদ্দাসসির ৭৪:৪২-৪৩)

বেনামাজিকে জাহান্নামের একটি খালে নিক্ষেপ করা হবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেন,

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾

অর্থঃ "অতঃপর তাদের পর অপদার্থ পরবর্তীগণ (নালায়েক লোকেরা) এদের স্থলাভিষিক্ত হলো। তারা নামাজ নষ্ট করলো এবং প্রবৃত্তির কামনার দাসত্ব করলো। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতা বা কুকর্মের শাস্তি (গাইয়্যা) প্রত্যক্ষ করবে।" (মারিয়ম ১৯:৫৯)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) বলেন, "গাইয়্যা হলো জাহান্নামের একটি নদীর তলদেশ বা উপত্যকার নাম যার গভীরতা অনেক, যেখানে রয়েছে রক্ত ও পুঁজের নিকৃষ্টতম আস্বাদ।" (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

বেনামাজি নিজের পরিবার এবং ধনসম্পদ নষ্ট করে দেয়ার চেয়েও অধিক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি। নামাজ পরিত্যাগকারী হলো আল্লাহ্র যিকির বিমুখ। আর আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর যিকির থেকে বিমুখদের জন্য তার জীবন-যাপন সঙ্কুচিত করার ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেন,

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾

অর্থঃ "যে ব্যক্তি আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে (আমার যিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে) অবশ্য তার জীবন-যাপন হবে সঙ্কুচিত (সংকীর্ণ) এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ অবস্থায় উঠাবো।" (ত্বহা ২০:১২৪)

ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তির আসর নামাজ ছুটে গেল তার যেন পরিবার ও ধনসম্পদ নষ্ট হয়ে গেল।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম)

অতএব যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত তথা সমস্ত নামাজ ছেড়ে দিয়েছে, তার কি অবস্থা হবে? রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব হবে। যদি এ বিষয় ঠিক থাকে, তবে সে মুক্তি পাবে এবং সফলকাম হবে। আর যদি তা ঠিক না থাকে, তবে সে ব্যর্থ ও ধ্বংসাপ্রাপ্ত হবে।" (আত-তিরমিযী)

www.pathagar.com

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপর এক বর্ণনায় বলেছেন, "যে ব্যক্তি নামাজ নষ্টকারীরূপে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করবে, আল্লাহ্ তার অন্যান্য পুণ্য কাজগুলোর কোনই গুরুত্ব দিবেননা।" (তাবারানী)

অর্থাৎ সে ব্যক্তি যতো ভালো এবং জনহিতকর বা কল্যাণমূলক কাজই করুক না কেন, সমস্তই বৃথা। আল্লাহ্‌র নিকট নামাজ নষ্টকারীর কোন সৎকাজের এক কানাকড়িরও মূল্য নেই। 'আত-তারগীব ওয়াত তারহীব' এবং 'তাবারানী' কিতাব দু'টিতেও এ হাদীসটি বর্ণনা করা আছে।

বেনামাজিকে কবরে শাস্তি দেয়া হবে

একদা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক স্বপ্নের বর্ণনায় বললেন, "তিনি চিৎ অবস্থায় শায়িত এক ব্যক্তির নিকট আসলেন, এমতাবস্থায় তিনি দেখলেন যে, একটি পাথর হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্য একজন। অতঃপর দাঁড়ানো ব্যক্তি শায়িত ব্যক্তির মাথায় আঘাত করছে। যার ফলে তার মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আর পাথরটি ছিটকে দূরে চলে যাচ্ছে। পুনরায় সে দৌড়ে গিয়ে পাথরটি নিয়ে ফেরামাত্র উক্ত ব্যক্তির মাথা পূর্বের ন্যায় ঠিক হয়ে যাচ্ছে। পুনরায় ঐ ব্যক্তি আপন স্থানে ফিরে তাকে ঐভাবে (শাস্তি) দিচ্ছে যেভাবে প্রথমবার দিয়েছিল। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তখন দুইজন ফেরেশতা তাঁকে অবহিত করেন যে, এতো ঐ ব্যক্তি যে কুরআন পড়ত কিন্তু আমল করত না এবং ফরয নামাজ ছেড়ে ঘুমাত।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম)

বেনামাজি চরমভাবে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে

বেনামাজি ব্যক্তি কিয়ামতের দিন চরমভাবে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে,

﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ۞﴾

অর্থঃ "স্মরণ করো সেই কঠিন ও চরম সংকট দিনের কথা, যেদিন সিজদাহ্ করার জন্য লোকদেরকে ডাকা হবে কিন্তু তারা সিজদাহ্ করতে সক্ষম হবেনা। তাদের দৃষ্টি হবে অবনত। হীনতা ও অপমানবোধ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। অথচ যখন তারা সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাপদ ছিল, তখন তাদেরকে আহ্বান করা হতো সিজদাহ্ করতে (কিন্তু তারা অস্বীকৃতি জানাতো)।" (কালাম ৬৮:৪২-৪৩)

এ আয়াতের সারমর্ম হলো, কিয়ামতের দিন যখন সর্বকালের সকল মানুষ হাশরের ময়দানে সমবেত থাকবে, তখন আল্লাহ্ তা'য়ালার এক বিশেষ তাজাল্লি প্রকাশিত হবে। সেদিন উচ্চস্বরে আহ্বান জানানো হবে যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'য়ালার সামনে

www.pathagar.com

সরাসরি সিজদায় লুটিয়ে পড়ো। এ ঘোষণার পর নামাজিগণ (যারা দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতো) সাথে সাথে সিজদায় পড়ে যাবে। কিন্তু বেনামাজিরা সিজদাহ্ করতে সক্ষম হবেনা। তাদের কোমর (বা পিঠ) কাঠের মতো শক্ত ও অনমনীয় হয়ে যাবে। তাদের পক্ষে নামাজি বান্দা হওয়ার মিথ্যা প্রদর্শনী করা সম্ভব হবেনা। তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

জামায়াতে নামাজ পড়ার বিধান ও গুরুত্ব

মসজিদে জামায়াতবদ্ধভাবে নামাজ আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। জামায়াতে নামাজ পড়ার কতো যে গুরুত্ব তা আমরা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস থেকে জানতে পারি।

আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জামায়াতে (ইমামের সাথে) নামাজ আদায় করা একাকী নামাজ আদায় করার চেয়ে পঁচিশগুণ বেশি ফযীলত।" (সহীহ মুসলিম)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "জামায়াতের সাথে পড়া নামাজ একাকী নামাজ অপেক্ষা সাতাশ গুণ অধিক উত্তম ও মর্যাদাসম্পন্ন।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম)

আরো বেশ কয়েকটি রিওয়ায়াতে সাতাশগুণ বেশি ফযীলতের কথা বলা হয়েছে। ইমাম আহমাদ (রহ) তার 'কিতাবুস্ সালাতে' বর্ণনা করেন যা আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি বললেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি একজন দৃষ্টিশক্তিহীন, দুর্বল শরীর ও বৃদ্ধ মানুষ। বাড়িও দূরে। মসজিদ ও আমার বাড়ির মাঝে খেজুরগাছ ও একটি খালও রয়েছে। অতএব আমি বাড়িতেই নামাজ আদায় করবো, এই অনুমতি কি রয়েছে? নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি কি আযান শুনতে পাও?" তিনি বললেন, জ্বি, হ্যাঁ।" তখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে মসজিদে আসতে হবে।" (সহীহ মুসলিম)

ইমাম আহ্‌মাদ (রহ) উল্লেখ করেন, "যদি কারো জন্য জামায়াত থেকে বিরত থাকার সুযোগ থাকতো, তবে অবশ্যই নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বৃদ্ধ, দূর্বল, দৃষ্টিশক্তিহীন ব্যক্তিটিকে, যার বাড়ি মসজিদ থেকে দূরে অবস্থিত এবং বাড়ি ও মসজিদের মাঝে অনেক খেজুরগাছ ও খাল বিদ্যমান, অনুমতি দিতেন।" (নামাজের গুরুত্ব ও ফযীলত, পৃষ্ঠা-২৬)

www.pathagar.com

ইন্দোনেশিয়ার জাভায় মুসলিম মহিলাদের ঈদের জামায়াতের নামাজ আদায়ের অপরূপ দৃশ্য

একই বর্ণনা অন্য হাদীসে এভাবে রয়েছে, জনৈক অন্ধ ব্যক্তি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে বলল, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার এমন কোন পথচালক নেই যে আমাকে মসজিদে পৌঁছিয়ে দিতে পারে। এজন্য সে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ঘরে নামাজ পড়ার অনুমতি চাইলো। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। সে চলে যেতে লাগলে তিনি তাকে ডেকে বললেন, তুমি কি নামাজের আওয়াজ (আযান) শুনতে পাও? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে তাতে সাড়া দাও। অর্থাৎ তোমাকে মসজিদের জামায়াতে উপস্থিত হতে হবে।" (সহীহ মুসলিম)

তাই এই সহীহ হাদীস জানার পর কি আর কারো জন্য নামাজের জামায়াত থেকে বিরত থাকার কোন সুযোগ রয়েছে? নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

"যে ব্যক্তি আযান শুনল, অতঃপর শরয়ী ওজর ব্যতীত মসজিদে উপস্থিত হলোনা, তার নামাজ হবেনা।" (আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

ইবনে আব্বাস (রা) কে শরয়ী ওজর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "ভয়ভীতি অথবা অসুস্থতা।"

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! আমি স্থির করেছি যে, জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করার হুকুম দিবো। তারপর নামাজ পড়ার নির্দেশ দিবো। নামাজের ইকামত বলা হলে আমি লোকদের ইমামতি করার জন্য কাউকে নির্দেশ দিবো। অতঃপর আমি লোকদেরকে পিছনে রেখে (যারা নামাজে অনুপস্থিত) ঐসব লোকের বাড়ি যাবো এবং তা (বাড়ি-ঘর) জ্বালিয়ে দিবো।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম)

www.pathagar.com

ইমাম আহ্‌মাদ (রহ) তার 'কিতাবুস্ সালাতে' আরো বলেন, "তাদের (জামায়াতের) নামাজ থেকে বিরত থাকা যদি বড় গুনাহ না হতো তবে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়ার হুশিয়ারী দিতেন না।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তিন ব্যক্তির ওপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ, (১) সেই ইমাম যার ওপর সমাজের লোক নারায; (২) স্বামী অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত্রি যাপনকারিণী স্ত্রী এবং (৩) যে ব্যক্তি 'হাইয়্যা আলাস্ সালাহ' এবং 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' শুনেও তাতে সাড়া দেয়না, অর্থাৎ জামায়াতে উপস্থিত হয়না।" (মুসতাদরাকে হাকিম)

হযরত আলী (রা) বলেছেন, "মসজিদের প্রতিবেশীর নামাজ মসজিদ ছাড়া আদায় হবেনা। জিজ্ঞেস করা হলো, মসজিদের প্রতিবেশী কে? তিনি উত্তর দিলেন, যে ব্যক্তি আযান শুনতে পায়।" (মুসনাদে আহমাদ)

বস্তুত সাহাবীগণ জামায়াতে নামাজের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট ও যত্নবান ছিলেন। হযরত উমর (রা)-এর একটি ঘটনা থেকে আমরা তা বুঝতে পারি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, "একদা হযরত উমর (রা) তাঁর একটি দেয়ালঘেরা খেজুরের বাগানের দিকে গমন করেন। যখন ফিরে আসলেন তখন তিনি দেখলেন, লোকেরা আসরের নামাজের জামায়াত পড়ে ফেলেছে। হযরত উমর (রা) বললেন, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন', আমার আসরের নামাজের জামায়াত ছুটে গিয়েছে! আপনারা সাক্ষী থাকুন, উমর জামায়াতে নামাজ হারিয়ে যে অন্যায় করেছে, তার সেই অপরাধের কাফ্‌ফারাস্বরূপ তার বাগানটি মিসকীনদের জন্য সদকাহ করে দেয়া হলো।"

ইবনে মাস'উদ (রা) বর্ণনা করেন, "রসূলুল্লাহ সল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হিদায়াতের তরীকা শিখিয়ে দিয়েছেন। তন্মধ্যে অন্যতম হলো, যে মসজিদে আযান দেয়া হয়, সেখানেই নামাজ আদায় করা।" (নামাজের গুরুত্ব ও ফযীলত, পৃষ্ঠা ২৮)

ইবনে মাস'উদ (রা) আরো বলেন, "ফরয নামাজ বাড়িতে আদায় করা হলো সুন্নত পরিহার করা। সাহাবায়ে কিরাম নামাজে জামায়াত থেকে বিরত ব্যক্তিদেরকে মুনাফিক বলে ভাবতেন। তাঁরা জামায়াতের নামাজের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। এমনকি (তাদের মধ্যে) অসুস্থ ব্যক্তি যিনি চলতে পারেননা, তাকেও দু'জনের উপর ভর দিয়ে নিয়ে আসা হতো। একদা ইবনে আব্বাস (রা)-কে একব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, ঐ ব্যক্তি দিনে রোযা রাখে এবং রাতে ইবাদতে মগ্ন থাকে কিন্তু জুম'আ ও জামায়াতের নামাজে উপস্থিত হয় না। তিনি বলেন, "সে জাহান্নামী।" (নামাজের গুরুত্ব ও ফযীলত, পৃষ্ঠা ২৯)

ইবনে মাস'উদ (রা) বলেন, "যে ব্যক্তি চায় যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'য়ালার সাথে মুসলমান অবস্থায় সাক্ষাত করে আনন্দ উপভোগ করবে, সে যেনো

www.pathagar.com

নামাজসমূহের হিফাযত করে, যেখানেই নামাজের আযান দেয়া হোক না কেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য হিদায়াতের বিধিসম্মত পথ নির্ণয় করেছেন। আর নামাজসমূহ ঐ বিধিসম্মত পথেরই অন্তর্ভুক্ত। তোমরা যদি নিজেদের ঘরে ঘরে নামাজ পড়া শুরু করো, তাহলে তোমরা নবীর সুন্নতকে পরিত্যাগ করলে। আর যদি তোমরা নবীর সুন্নত পরিত্যাগ করো, তবে অবশ্যই পথভ্রষ্ট হবে। আমরা সাধারণত দেখতে পাই যে, নামাজের জামায়াত থেকে মুনাফিক ব্যক্তিই বিরত থাকে।" (সহীহ মুসলিম)

তাই পরিবারের প্রধানদেরকে পরিবারের সবাইকে নামাজ পড়তে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সমাজের নেতৃবৃন্দের উচিত তাদের অধীনস্থদেরকে নামাজ কায়েম করতে বলা। তা না হলে তাদেরকেও জবাবদিহি করতে হবে। মুসলিম শাসকদের উচিত জনগণকে নামাজে উদ্বুদ্ধ করা। প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের উচিত অফিস-আদালতে, কল-কারখানায় জামায়াতে নামাজের সময় ও স্থান নির্ধারণ করে দেয়া ও নিয়মিত নামাজ আদায়ের সুব্যবস্থা করা।

মসজিদে পুরুষদের জামা'য়াতের নামাজ আদায়ের সুশৃংখল দৃশ্য

www.pathagar.com

ফজরের নামাজের গুরুত্ব ও ফযীলত

বস্তুত অন্যান্য নামাজ অপেক্ষা ফজরের নামাজের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব অনেক বেশি। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ আদায় করলো, সে আল্লাহর যিম্মার অন্তর্ভুক্ত হলো। ফজরের দু'রাকায়াত নামাজ দুনিয়া ও তার মধ্যে যাকিছু রয়েছে তা অপেক্ষা উত্তম।" (সহীহ মুসলিম)

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন, "ইশা ও ফজর নামাজে কি ফযীলত রয়েছে মানুষ যদি তা জানতো, তবে উক্ত নামাজে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও উপস্থিত হতো।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম)

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র বলেছেন, "এমন কোন ব্যক্তি কখনো দোযখে প্রবেশ করবেনা, যে সূর্য উদয়ের পূর্বে (ফজরের) এবং সূর্যাস্তের পূর্বে (আসরের) নামাজ পড়েছে।" (সহীহ মুসলিম)

এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মধ্যে ফজর ও আসর নামাজের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। কারণ এ দু'টো সময়ের মধ্যে প্রথমটি খুবই কষ্টসাধ্য। আরামের বিছানা ত্যাগ করে উঠতে হয়। আর অপরটি খুবই ব্যস্ততাসম্পন্ন সময়ে আদায় করতে হয়। তাই এ দুই সময়ে যারা নামাজ পড়তে পারেন, তাদের জন্য অন্য সময়ে নামাজ পড়া তেমন কঠিন কাজ নয়। তাই চলুন আমরা প্রত্যেক নামাজের প্রতি যত্নশীল হয়ে ফজর ও আসর নামাজের প্রতি বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখি। তাহলেই নবীজির বক্তব্য অনুযায়ী আমরা নামাজের কাংক্ষিত কল্যাণ লাভে সমর্থ হবো।

সূর্যাস্তের পূর্বেই একজন মুমিনের আসরের নামাজ আদায়

www.pathagar.com

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম আরো বলেন, "যে ব্যক্তি ইশার নামাজ জামায়াতে আদায় করলো, সে যেনো রাতের অর্ধাংশ ইবাদতে লিপ্ত থাকলো এবং যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামায়াতে আদায় করলো, সে যেনো পূর্ণ রাত নামাজ আদায় করলো।" (সহীহ মুসলিম)

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "শেষ নামাজের মতো বিদায়ী নামাজ পড়ো।" (ইবনে মাজাহ)

এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, মুমিন ব্যক্তি পরবর্তী নামাজের সুযোগ নাও পেতে পারে এবং তার আগেই তার মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। তাই যে কোন নামাজকে জীবনের শেষ নামাজ হিসেবে গভীর মনোযোগ ও ইখলাস সহকারে আদায় করা দরকার। মোটকথা, যার নামাজ আছে, সে জান্নাতী আর যার নামাজ নেই, সে জাহান্নামী। সুতরাং জাহান্নামী হবার ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তিদের কি হবে যারা টিভিতে অশ্লীল নাটক, সিনেমা দেখে গভীর রাত পর্যন্ত জাগরণ করে ও হারাম কাজে মত্ত থাকে এবং ফজর ও অন্যান্য নামাজ আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকে?

মসজিদে নববীতে জুম'আর নামাজ আদায়ের মনোরম দৃশ্য

www.pathagar.com

জুমু'আর নামাজের হুকুম, গুরুত্ব ও ফযীলত

আল্লাহ্ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

অর্থঃ "হে মুমিনগণ! জুমু'আর দিন যখন নামাজের জন্য আহ্বান করা হয় (আযান দেয়া হয়), তখন তোমরা তাড়াতাড়ি আল্লাহ্র যিকিরের (নামাজের) দিকে ধাবিত হও এবং বেচাকেনা পরিত্যাগ করো। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা জানতে পারো।" (জুমু'আ ৬২:৯)

এ আয়াতে নামাজকে যিকির বলা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন,

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

অর্থঃ "তারপর যখন নামাজ শেষ হয়ে যায়, তখন ভূপৃষ্ঠে (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক (অনুগ্রহ) অনুসন্ধান করো এবং অধিকমাত্রায় আল্লাহ্কে স্মরণ করতে থাকো। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।" (জুমু'আ ৬২:১০)

উপরোক্ত আয়াত দু'টি থেকে জানা যায় যে, এই হালাল জীবিকা উপার্জন নামাজের অন্যতম শর্ত। তাছাড়া জুমু'আর নামাজের আযান হলে বেচাকেনা পরিত্যাগ করে নামাজের জন্য দৌড়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জুমু'আর নামাজ তার ওপরই ফরয যে জুমু'আর আযান শুনেছে।" (আবূ দাউদ)

তিনি আরো বলেছেন, "জুমু'আর নামাজ যথার্থভাবে প্রত্যেক মুসলমানের ওপর জামায়াতের সাথেই আদায় করা ফরয। তবে চার ব্যাক্তির ওপর তা ফরয নয়– ক্রীতদাস, স্ত্রীলোক, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক ও রুগ্ন ব্যক্তি।" (আবূ দাউদ)

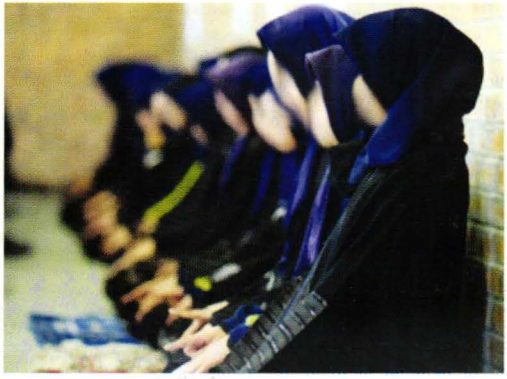

মসজিদে মহিলাদের জুমু'আর নামাজ জামায়াতে আদায়

www.pathagar.com

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র বলেছেন, "যে ব্যক্তি অলসতাবশত পর পর তিন জুমু'আর নামাজ ছেড়ে দিয়েছে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তার অন্তরের ওপর সিল করে দেবেন।" (আবূ দাউদ ও আত-তিরমিযী)

রসূল সল্লাল্লাহু আলায়ইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, "নিশ্চয়ই জুমু'আর দিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে যদি কোন মুসলমান বান্দা ঐ মুহূর্ত বা সময়ে আল্লাহ্র নিকট কোন কল্যাণ প্রার্থনা করে, আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে ওটা দান করবেন।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে কোন মুসলমান জুমু'আর দিনে বা জুমু'আর রাতে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ্ তাকে কবরের ফিতনা থেকে নিরাপদে রাখেন।" (মুসনাদে আহমাদ ও তিরমিযী)

অপর এক বর্ণনায় আছে, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জুমু'আর রাতটি হলো সবচেয়ে উজ্জ্বল রাত্রি আর জুমু'আর দিনটি হলো সবচেয়ে জ্যোতির্ময় দিন।" (আল বায়হাকী)

মদীনার মসজিদে জুমু'আর নামাজে ইমামতির দৃশ্য

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,"তোমাদের সব দিনের মধ্যে জুমু'আর দিনই হলো শ্রেষ্ঠ দিন। এ জুমু'আর দিনেই আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দিনেই তার ওফাত হয়েছে। এ দিনেই দুনিয়া ধ্বংসের জন্য শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং এদিনেই পুনর্জীবিত করার জন্য দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁক

www.pathagar.com

দেয়া হবে। সূতরাং জুমু'আর দিনেই আমার প্রতি বেশি বেশি দরূদ পাঠ করবে।" (আবূ দাউদ ও নাসাঈ)

বস্তুত মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর কাজ বা নিয়ামত হলো আল্লাহ্‌র দীন, ইসলাম। আর আল্লাহ্ এ দীনকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন জুমু'আর দিনে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা 'আল ইয়াওমা আকমাল্‌তু লাকুম দীনুকুম....' আয়াতটি পাঠ করলেন। এ সময়ে তার নিকটে থাকা এক ইয়াহূদী ব্যক্তি বলে উঠলো, যদি এ আয়াত আমাদের উপর নাযিল হতো, তাহলে আমরা নাযিলের এ দিনটিকে ঈদের দিন বানিয়ে নিতাম। তখন ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, "এ আয়াত এমন একদিন নাযিল হয়েছে, যেদিন একসঙ্গে দুইটি ঈদ ছিল। অর্থাৎ ঐ দিনটি একদিকে ছিল জুমু'আর দিন, অপরদিকে ছিল 'আরাফার দিন।" (আত-তিরমিযী)

সুতরাং আমাদেরকে যথেষ্ট সচেতন থাকতে হবে যে, কিছুতেই যেনো জুমু'আর নামাজ ছুটে না যায়। আর আমাদেরকে জুমু'আর দিন সময়মত গোসল করে সুগন্ধি লাগিয়ে মসজিদে জামায়াতের প্রথম সারিতে ইমামের সন্নিকটে উপস্থিত থাকার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত। কেননা, সামুরাহ বিন জুনদুব হতে বর্ণিত, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা জুমু'আর নামাজে উপস্থিত হও এবং ইমামের নিকট দাঁড়াও। কারণ মানুষ নিয়মিত দূরে বসতে থাকলে সে জান্নাতে প্রবেশ করলেও তাকে জান্নাতে দূরবর্তী ও পশ্চাৎদিকে রাখা হবে।" (আবূ দাউদ)

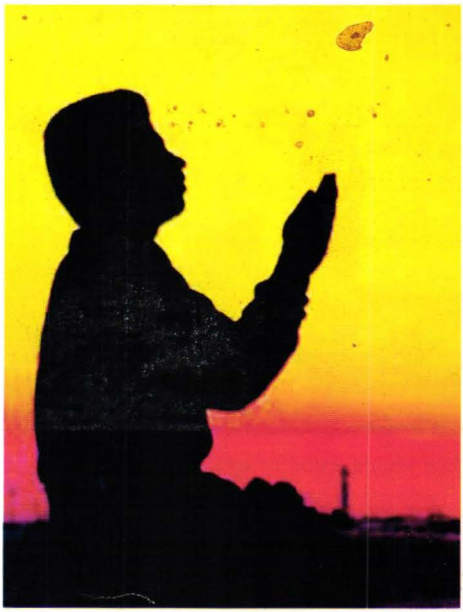

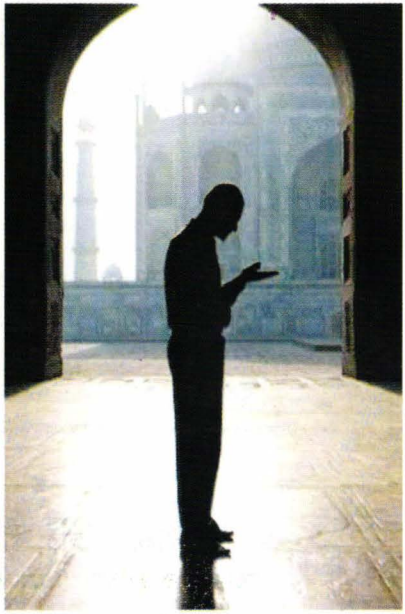

আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনারত দু'জন মুমিন বান্দা

www.pathagar.com

নামাজের ভেতর ও বাইরের দু'য়া

দু'য়া ইবাদতের মগজ। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'য়াকে 'মুখ্খুল ইবাদত' (ইবাদতের মগজ) বলেছেন। তিনি এ কথাও বলেছেন যে, "দু'য়া বা প্রার্থনাই ইবাদত।" [নু'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত, (আত-তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

অন্য হাদীসে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "দু'য়া হচ্ছে মুমিনের অস্ত্র, দ্বীনের স্তম্ভ ও আসমান ও যমীনের নূর।" (মুসতাদরাকে হাকিম)

দু'য়া মানে ডাকা বা আহ্বান করা। মানুষ কার কাছে চাবে? দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণের ভাণ্ডার তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হাতে। তাই তাঁর কাছেই চাইতে হয় যিনি বান্দার অভাব দূর করতে সক্ষম। যিনি বান্দার প্রয়োজন মিটাতে পারেন, বান্দা তাঁর কাছেই চায়। সন্তান যখন কোন জিনিস পিতামাতার কাছে চায়, তখন দরখাস্ত আকারে লিখে বা কম্পিউটারে টাইপ করে তা পড়ে শোনায় না; বরং স্বতস্ফূর্তভাবে, আবেগ সহকারে, বিনয়ের সাথে মুখেই আবদার জানায়। তেমনি আল্লাহ্র কাছেও মনের কথা অনুনয় বিনয় করে মুখের ভাষায়ই প্রকাশ করতে হয়। কাকুতি-মিনতি সহকারে পেশ করতে হয়।

কিন্তু আল্লাহ্র কাছে যা চাওয়া উচিত এবং যে ভাষায় চাইলে আল্লাহ্ সবচেয়ে খুশি হন, তা আমরা নিজেরা সঠিকভাবে জানিনা বলেই করুণাময় আল্লাহ্ নিজেই মেহেরবানী করে কুরআন পাকে তা প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর রসূলের মাধ্যমে শিখিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে কিভাবে ফরিয়াদ জানাতে হবে, সে ভাষা এবং পদ্ধতিও তিনি শিখিয়ে দিয়েছেন। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময়ে হাত তুলে দু'য়া করতেন। তাই দু'য়ার জন্য দুহাত তোলা সুন্নাহ। হাত তুলে দু'য়ার ফযীলত বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

নামাজ ও মুনাজাত

হাদীস শরীফে সম্পূণ নামাজকেই দু'য়া বা মুনাজাত বলা হয়েছে। নবী সল্লাল্লাহু আলামইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যখন কেউ নামাজে রত থাকে তখন সে তাঁর প্রভুর সাথে 'মুনাজাতে' (গোপন কথা বার্তায়) রত থাকে।"

(সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম)

অন্যত্র নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন কেউ নামাজে দাঁড়ায় তখন সে তাঁর প্রভুর সাথে মুনাজাতে বা গোপন আলাপে রত থাকে। কাজেই তার ভেবে দেখা উচিত কীভাবে আর কী বলে সে তাঁর সাথে মুনাজাত বা আলাপ করছে।" (মুসতাদরাকে হাকিম ও মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

তাই আমাদের ভেবে-চিন্তে, বুঝে-শুনে সঠিকভাবে নামাজের পাঠ্য বিষয়গুলো পাঠ করতে হবে। না বুঝে, না জেনে অমনযোগিতার সাথে পাঠ করলে তা হবেনা। আবূ

www.pathagar.com

হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেন, **"আমি বান্দার ধারণার নিকট থাকি। আমার বান্দা যখন আমাকে ডাকে ও আমার কাছে প্রার্থনা করে তখন আমি তার সাথে থাকি।"** (সহীহ মুসলিম)

আমাদের ভিতর অনেকেই বিপদ-কষ্টের কথা অপর মানুষকে বলে সহযোগিতা কামনা করে থাকি বা মনের কষ্ট লাঘব করতে চাই। কিন্তু একজন মুমিনের কর্তব্য হলো, তার সকল দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা, বিপদ-আপদ আল্লাহ্র কাছে পেশ করা। কারণ একমাত্র তিনিই সত্যিকার অর্থে সবার দুঃখ-দুর্দশা দূরকারী এবং তিনিই দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে সক্ষম। তিনি দূর করতে না চাইলে তা কিছুতেই দূর হবেনা। বারবার প্রার্থনা ফিরিয়ে দিলেও একজন মুমিনের শেষ আশ্রয়স্থলই হচ্ছে আল্লাহ্র সান্নিধ্য। ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, **"যখন কোনো ব্যক্তি বিপদে বা অভাবে পতিত হয়ে তার বিপদের কথা মানুষের কাছে পেশ করে বা মানুষকে বলে তার অভাব মিটবেনা। আর যদি সে তার বিপদ বা অভাব আল্লাহ্র নিকট পেশ করে তবে অচিরেই আল্লাহ্ তাকে নিকটবর্তী বা দূরবর্তী রিযিক প্রদান করবেন।"** (আত-তিরমিযী ও মুসতাদরাকে হাকিম)

ক্ষমা চেয়ে দুহাত তুলে দু'য়া আল্লাহ্র নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয়।

দু'য়া দু'প্রকার : আল্লাহ্ ও নবীজির শেখানো দু'য়া

দু'য়া সাধারণত দু'প্রকারের হয়ে থাকে। এক প্রকার দু'য়া আমরা নামাজের ভিতর পড়ে থাকি– নামাজের কিরাআতের মাধ্যমে। এসব দু'য়ার প্রায়ই আল্লাহ্র শেখানো দু'য়া। আল্লাহ্র দরবারে দু'য়ায় কী কী বিষয় পেশ করা যায়, তাঁর কাছে কি চাওয়া যায়, বান্দা তার জীবনে চলার পথে যেসব সমস্যায় নিপতিত হয়, তা সমাধানের নিমিত্তে কি বলে আল্লাহ্র অনুগ্রহ কামনা করতে হয়, তা আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন। এসব দু'য়া পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরায় উল্লেখ আছে। এসব দু'য়া মুখস্থ করা উত্তম। কিন্তু এতো দু'য়া মুখস্থ করার সাধ্য ও সময় সবার নেই। অথচ দু'য়া করার সময় তা মুখস্থই আল্লাহ্র দরবারে পেশ করতে হয়, লিখিত

আকারে পেশ করার নিয়ম নেই। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল প্রকার ধর্মীয় ও জাগতিক বিষয়েও আল্লাহ্‌র নিকট দু'য়া করতে উপদেশ দিয়েছেন, তা যতো ক্ষুদ্রই হোক না কেন। তিনি বলেছেন, **"তোমরা তোমাদের সকল প্রয়োজন আল্লাহ্‌র কাছে পেশ করবে, এমনকি যদি জুতার ফিতা ছিড়ে যায় তাহলে তাও চাইবে।"**(সহীহ ইবনে হিব্বান ও হায়ছামী, মাওয়ারিদুয যামআন)

আমাদের সমাজে অনেকেই জানেননা আল্লাহ্‌র কাছে দু'য়ায় কি বলতে হয়। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে যতো দু'য়া করেছেন তা হাদীস সংকলনসমূহে সংরক্ষিত আছে। এ দু'য়াসমূহ নিয়ে অনেক পুস্তিকাও বের হয়েছে। কিন্তু দু'য়া পাঠ করলে দু'য়ার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়না। দু'য়া মানে হৃদয় থেকে চাওয়া, আল্লাহ্‌র কাছে ধরনা দেয়া। এটা দরখাস্ত আকারে লিখে পাঠাবার ব্যাপার নয়। দিল থেকেই মুখে উচ্চারিত হয়ে মনিবের দরবারে পেশ করাই হচ্ছে দু'য়ার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য।

নামাজের মধ্যে দু'য়া

আমাদের দেশে অনেকেই বলেন, নামাজের শুরুর পর বা সিজদাহ্‌র সময় নির্ধারিত দু'য়া ছাড়া অন্য দু'য়া করা উচিত নয়। কারণ ইমাম আবূ হানীফা (রহ)- এর মত হলো, ফরয নামাজ জামায়াতে আদায়ের সময় যথাসম্ভব নির্ধারিত যিকির-আযকার ও দু'য়ার মাধ্যমে নামাজ শেষ করতে হবে। আর বাকী সকল সুন্নত, নফল, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি নামাজের শুরুতে, তিলাওয়াতের সময়ে, রুকূতে, সিজদায় ও সালামের আগে বেশি বেশি করে অন্যান্য দু'য়া পড়া যাবে। বস্তুত কুরআন ও হাদীসের যে কোন দু'য়াই সিজদায় গিয়ে করা যায়। তাই ঐসব দু'য়া অর্থসহ মুখস্থ করে নেয়া উচিত। ফলে সিজদাহ্‌র সময় সিজদাহ্‌র নির্ধারিত দু'য়া ছাড়া অন্যান্য অনুমোদিত দু'য়া পাঠ করে আল্লাহ্‌র সাহায্য চাওয়া সম্ভব হবে। অন্যান্য দু'য়াগুলো তাকবীরে তাহরিমার পর, নামাজের মধ্যে, রুকূতে, কুনূতে, তাশাহুদের পরে বা সালামের আগে পাঠ করা যাবে। এসব দু'য়া সহীহ আল বুখারী, মুসলিমসহ অন্যান্য সহীহ হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে। উল্লেখ্য, নামাজের ভেতরের দু'য়াগুলো আরবিতে হওয়া আবশ্যক। অন্যথায় নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে। যদিও তা নফল হোক না কেন।

আল্লাহর কাছে একজন মুমিনের হাত তুলে দু'য়ার দৃশ্য

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'য়ালার শেখানো দু'য়াসমূহের গুরুত্ব

কুরআনে বর্ণিত দু'য়াসমূহ আরবি ও মাতৃভাষা উভয়ভাবেই করা যায়। হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত বড় বড় নবী-রসূলগণ যতো দু'য়া করেছেন, তা প্রায় সবই কুরআনে আছে। অনেক দু'য়া আম্বিয়া-কিরাম আলাইহিমুস সালাম বিশেষ পরিস্থিতিতে, বিশেষ সময়ে, বিশেষ কারণে পড়ে আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করেছিলেন। এর মধ্যে কতগুলো দু'য়া আছে যা সকল দেশের মুসলমান সকল সময়ে পাঠ করতে পারেন। আমরা যখন আল্লাহ্র নিকট হাত তুলে তাঁকে ডাকি, তখন অন্যান্য বিষয়ের সাথে এসব দু'য়াও আরবিতে করতে পারি।

আল্লামা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী **'আল্লাহ্ তা'য়ালার শেখানো দু'য়া'** নামে একটি পুস্তিকা সংকলন করেছেন ২০০৭ সালে। যেখানে কুরআনে বর্ণিত অধিকাংশ দু'য়া অর্থসহ উদ্ধৃত করা হয়েছে। এসব দু'য়া সবই কুরআনের ভাষা আরবিতে। এর অধিকাংশই **'রব্বানা'** শব্দ দিয়ে শুরু। এসব দু'য়ার কথাগুলো অত্যন্ত সুন্দর, অতীব প্রয়োজনীয় ও যথার্থ যা আমাদেরকে মুখস্থ রাখা উচিত। এসব দু'য়াসহ আরো অনেক দু'য়া এ অধ্যায়ের শেষে বর্ণনা করা হয়েছে। আরবি দু'য়ার অর্থ জানা উত্তম। কারণ আল্লাহ্র কাছে কী কী আবেদন-নিবেদন আমরা পেশ করছি, তা বুঝতে পারলে আল্লাহ্র প্রতি মন আরো আকৃষ্ট হবে এবং দু'য়ায় বিনয় ও নম্রতা বেশি বেশি প্রকাশ পাবে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন সত্তাকে ডাকা যাবেনা এবং তার নিকট দু'য়াও করা যাবেনা। কোন পীর-বুযুর্গ ব্যক্তির মাধ্যমেও দু'য়া করা যাবেনা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾

উচ্চারণ ঃ "ওয়া মান আদ্বল্লু মিম্-মাই ইয়াদ'উ মিন দুনিল্লাহি।"

অর্থ ঃ "তার চেয়ে অধিক গুমরাহ আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যকিছুকে ডাকে?" (আহ্কাফ ৪৬:৫)

বস্তুত আমাদের দু'য়ায় যা যা থাকবে তা কুরআনে বর্ণিত দু'য়াসমূহ ও রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেখানো দু'য়াসমূহের আদলে হতে হবে। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো অধিক সম্পদ অর্জনের জন্য কোন দু'য়া করেননি। তাঁর নিকট কোন হাদিয়া পাঠানো হলে তিনি সামান্য কিছু রেখে বাকী সব অভাবী ও দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। তিনি কখনো সম্পদ ঘরে জমা করে রাখতেননা। এ প্রসঙ্গে হযরত আবূযর (রা) বর্ণিত একটি হাদীস আলোচনা করছি। তিনি বলেন, **"আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মদীনার প্রস্তরময় প্রান্তরের দিকে যাচ্ছিলাম। উহুদ পাহাড়ে আমাদের নযর পড়লো। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে আবূযর! আমার নিকট এই উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকাও পছন্দ করিনা এবং ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যতীত তা হতে একটি দীনারও**

www.pathagar.com

আমার নিকট তিনদিন থাকবে, তাও আমি পছন্দ করিনা। বরং আমি তা আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে এভাবে, এভাবে বিলিয়ে দেবো। নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁর ডানদিকে, বামদিকে এবং পিছনদিকে ইঙ্গিত করলেন। এরপর তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে বললেন, ধনীগণ আসলে রোজ কিয়ামতে গরীব হবে। অবশ্য যারা তাদের সম্পদ এভাবে, এভাবে ও এভাবে - ডানদিকে, বামদিকে ও পিছনদিকে খরচ করবে (তারা ছাড়া); কিন্তু এ শ্রেণীর লোকের সংখ্যা খুবই কম হবে।" (সহীহ আল বুখারী)

অপরদিকে আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হচ্ছে নিম্নরূপ : রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমার নিকট উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকলেও তা থেকে কিছু আমার নিকট ঋণ পরিশোধের জন্য ছাড়া তিনদিন থাকুক, তা আমি পছন্দ করিনা।" (সহীহ আল বুখারী)

তাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখা নবীর আদর্শ নয় এবং যারা অন্যায়ভাবে তা করে, তারা আমাদের নেতা, অনুসরণীয় বা পীর সাহেব হতে পারেনা। অতএব, সাংসারিক সচ্ছলতা ও অভাব দূর করার জন্য দু'য়া করা উচিত হলেও অধিক ধনসম্পদ অর্জনের জন্য দূ'য়া করা সঠিক নয়। এটি নবীজির প্রদর্শিত পথ নয়।

মা ছেলেকে আল্লাহর কাছে দু'য়ায় কী বলতে হয় তা শিক্ষা দিচ্ছেন

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো দু'য়াসমূহের গুরুত্ব

দ্বিতীয় প্রকারের দু'য়া হচ্ছে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো দু'য়া, যা সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। এগুলো অসংখ্য। এসব দু'য়ার বাক্যাবলীর আলোকে আমরা আমাদের দু'য়ার ভাষা নির্ণয় করতে পারি। আমরা আমাদের নিজেদের প্রয়োজন, আকাঙ্খা, কল্পনা, জীবনের উদ্দেশ্যাবলী অর্জন, সামাজিক সমস্যা থেকে মুক্তিলাভের জন্য ও সঠিক হিফাযতের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দু'হাত তুলতে পারি। তবে আল্লাহ্‌র কাছে অন্যায়, অসুন্দর, অকল্যাণকর অথবা কারো ক্ষতি করার জন্য কোন দু'য়া করতে পারিনা। অপ্রয়োজনীয়, অগ্রহণযোগ্য ও অশালীন কথাবার্তা দু'য়ায় আনা সঠিক নয়। এতে সময়ের অপচয় হয়। আপনি নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, দেশ ও সমাজের শান্তির জন্য এবং বিশ্বের মুসলমানদের

www.pathagar.com

নিরাপত্তার জন্য দু'য়া করতে পারেন। নবী-রসূল আলায়হিমুস সালাম ও তাঁদের বংশধরদের জন্য দু'য়া করা অত্যন্ত পুণ্যের কাজ। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যার জন্য দু'য়ার দরজা খুলে দেয়া হয়েছে (অর্থাৎ যাকে দু'য়া করার তৌফিক দান করা হয়েছে) তার জন্য রহমতের দরজা খুলে দেয়া হয়েছে।" (আত-তিরমিযী)

আবূ হুরায়রা (রা) রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, "সবচেয়ে অক্ষম ব্যক্তি সে, যে দু'য়া করতে অক্ষম। আর সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি সে, যে সালাম দিতেও কৃপণতা করে।" (তাবারানী, আল-মু'জামুল আউসাত ও হায়ছামী, মাজমাউয যাওয়াইদ)

পরোক্ষ দু'য়া : আমাদের ভেতর অনেকেই পরোক্ষভাবে দু'য়া করে থাকেন। যেমন, 'তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক', 'সে শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করুক', 'সে বিপদমুক্ত হোক' ইত্যাদি। এ ধরনের পরোক্ষ দু'য়া হাদীস শরীফে খুঁজে পাওয়া কঠিন। বস্তুত আল্লাহর নিকট সরাসরি আবেদন জানাতে হবে যে, 'হে আল্লাহ্! আপনি অমুকের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন', 'আপনি আমাকে মাফ করুন', 'আপনি অমুককে আরোগ্যদান করুন', তার উপর শান্তি বর্ষণ করুন', 'আপনি আমাকে ও আমার আপনজনদেরকে ক্ষমা করুন' ইত্যাদি সরাসরি দু'য়া।

আমাদের দেশে কোন কোন এলাকায় কিছু লোক আছেন, যারা আল্লাহ্র কাছে দু'য়ায় কী কী বলতে হবে তা জানেননা এবং কোন হাক্কানী আলেমের কাছ থেকে জানার চেষ্টাও করেননা। তারা কথিত পীর বাবা, পীর মা, পীর ভাই, পীর বোন, জাকের ভাই, জাকের বোন ও বিভিন্ন তরীকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গসহ অসংখ্য লোকের নাম ধরে ধরে দু'য়া করে থাকেন এবং ঐসব মৃত ব্যাক্তির রূহের উপর সওয়াব নজর পৌছাতে থাকেন। তাদের এসব দু'য়ায় আনুমানিক বিশ-ত্রিশ মিনিট সময় ব্যয় হয়। অথচ এ সময় তারা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশ অনুযায়ী নিজের বা পরিবারের কল্যাণের জন্য, দোযখ থেকে নাজাতপ্রাপ্তি ও পরকালে বেহেশত লাভের জন্য, পিতামাতার কল্যাণের জন্য, ছেলেমেয়ের হিফাযত ও সুশিক্ষার জন্য, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য, হালাল রুযী কামাই-এর জন্য, সৎপথে পরিচালিত হয়ে ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য এবং আপনজন তথা শ্বশুর-শাশুড়ী, নানা-নানী, দাদা-দাদী, চাচা-চাচী, ফুফা-ফুফু, খালা-খালু, মামা-মামীর মুক্তির জন্য কোন দু'য়া করেননা। একটি কথাও তারা বলেননা এসব বিষয়ে। এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া মৃত আপনজনেরা কবরে শান্তিতে থাকুক, তাদের কবরের আযাব মাফ হোক, কবরের সঙ্কোচন থেকে তারা রক্ষা পাক, এমন কথা তাদের মুখ থেকে বের হয়না। তাই এসব দু'য়া রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অনুমোদিত নয়। কেননা মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾

www.pathagar.com

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবার-পরিজনকে (জাহান্নামের) আগুন থেকে রক্ষা করো।" (আত তাহরীম ৬৬:৬)

এরপরে অবশ্য সমগ্র বিশ্বের আদি থেকে এ যাবতকাল পর্যন্ত জীবিত-মৃত নির্বিশেষে সমস্ত মুমিন-মুসলমানের জন্য দু'য়া করতে হয়। বস্তুত তারা দু'য়ার এ পদ্ধতিটি সম্পর্কে জানেননা। কাজেই যে ব্যক্তি নিজের কল্যাণের জন্য দু'য়া করতে জানেনা, অন্যজনের কল্যাণের জন্য সে কি দু'য়া করবে? আর সে দু'য়াতে কি-ই বা কাজ হবে? নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আব্বাস (রা) কে বলেন, "হে আব্বাস! হে আল্লাহ্‌র রসূলের চাচা! আপনি আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য দু'য়া করুন।" (আত-তিরমিযী)

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এক সাহাবীকে আল্লাহ্‌র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দেন যে, "নামাজের পর নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু'য়া করবে।" (আত-তিরমিযী)

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় বিপদগ্রস্ত মানুষের নিকট দিয়ে গমন করেন। তখন তিনি বলেন, "এরা কি আল্লাহ্‌র কাছে সুস্থতা ও নিরাপত্তার জন্য দু'য়া করতোনা?" (হায়ছামী, মাজমাউয যাওয়াইদ)

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, যে মা অনেক কষ্ট করে দীর্ঘ ৯ মাস তাকে পেটে ধারণ করে থাকেন, যে মহান পিতামাতা অতীব কষ্ট করে অনেক রজনী জাগ্রত থেকে সন্তানের লালন-পালন করেন, সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন, সুন্দর সুন্দর জামা-কাপড় ও খেলনা কিনে দেন, ভাল ভাল পুষ্টিকর খাবার বাসায় আনেন, তাদের জন্য কোন দু'য়া সাধারণত এ ব্যক্তিরা করেননা; বরং বিয়ে করার কয়েকদিন যেতে না যেতেই পিতামাতাকে পৃথক করে দেন। অথচ মহান আল্লাহ্ পিতামাতাকে সম্মান করার জন্য কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁদের মনে কষ্ট দিতে নিষেধ করেছেন এবং তাদের জন্য কল্যাণ কামনায় দু'য়াও শিখিয়েছেন,

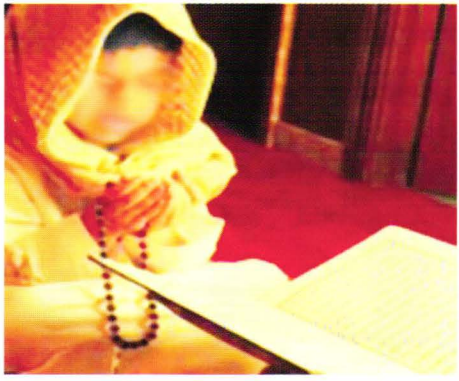

কুরআন পাঠ শেষে মা-বাবার জন্য ছোট্ট একটি বালিকার মুনাজাতের দৃশ্য

﴿رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾

উচ্চারণ ঃ "রব্বিরহাম হুমা কামা রব্বাইয়ানী সগীরা।"

অর্থ ঃ "হে আমার রব! আমার পিতামাতার ওপর তেমনি রহম করুন (তাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন) যেমনি তারা শৈশবে স্নেহ- বাৎসল্য সহকারে (মায়া-মমতার সাথে) আমাকে লালন-পালন করেছেন।" (বনী ইসরাঈল ১৭:২৪)

www.pathagar.com

বস্তুত পিতামাতার কল্যাণ ও মুক্তির জন্য এর চেয়ে উত্তম দু'য়া আর নেই। তাই প্রত্যেক পিতামাতারই উচিত এ দু'য়াটিসহ অন্যান্য দু'য়া তাদের ছেলেমেয়েদেরকে ছোট সময়েই শিখিয়ে দেয়া। যেসব পিতামাতা মৃত্যুর আগে তাদের সন্তানগনকে "রব্বিরহাম হুমা কামা রব্বাইয়ানী সাগীরা" শিখিয়ে যেতে পারলেন না, তাদের জীবন বৃথা, তারা হতভাগ্য। কারণ তাদের মৃত্যুর পর তাদের জন্য দু'য়া করার আর কেউ থাকলোনা।

দু'য়া ও তাওবার গুরুত্ব এবং ফযীলত

'আল্লাহ্‌র দুয়ারে ধরণা' নামক পুস্তিকার সম্মানিত লেখক অধ্যাপক সাহেব দু'য়া সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন এবং অনেক প্রয়োজনীয় দু'য়া লিপিবদ্ধ করেছেন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে দু'য়া করে, আল্লাহ্ তার প্রতি খুশি হন, আর যে দু'য়া করেনা, আল্লাহ্ তার উপর নাখোশ হন বা রাগ করেন।" যে দু'য়া করে, সে আল্লাহ্‌র অনুগত। তাই আল্লাহ্ তাকে ভালবাসেন। আর যে দু'য়া করেনা, সে আল্লাহ্‌র ধার ধারেনা বলেই মনে হয়। তাই আল্লাহ্ তার ওপর অসন্তুষ্ট হন, রাগ করেন। অপরদিকে আল্লাহ্‌র কাছে সেই বেশি চায় এবং রাতদিন দু'য়া করতে থাকে যে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনা করে। তার দু'য়াই প্রমাণ করে যে, সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, দয়া ও অনুগ্রহ লাভের একজন কাংগাল। আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন,

﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

অর্থঃ "তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো।" (মু'মিন ৪০:৬০)

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্‌র কাছে বান্দার দু'য়া অপেক্ষা অধিক মূল্যবান জিনিস (সম্মানিত বস্তু) আর নেই।" (আত-তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও মুসতাদরাকে হাকিম)

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবায় সেই ব্যক্তি অপেক্ষাও বেশি আনন্দিত হন, যে ব্যক্তি মরু-প্রান্তরে তার উট হারিয়ে যাবার পর আবার ফিরে পায় (আর তখন সে যতো আনন্দিত হয়)।" (সহীহ আল বুখারী)

আল্লাহ্‌র নিকট দু'য়ারত ছোট্ট দু'ভাই-বোন

www.pathagar.com

তাই একাগ্রচিত্তে কাকুতি-মিনতি সহকারে আল্লাহ্‌র নিকট দু'য়া করলে তা কবূল হয়। বস্তুত দু'য়া তো মনের ভেতর থেকে আসতে হয়। মুখে উচ্চারণ করে অন্তর দিয়ে দু'য়া করতে হয়। তাই এ দু'য়াই দু'য়াকারীকে অধিকতর বিনয়ী ও নম্র বানায় যা ইবাদতের প্রাণশক্তি। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্‌র নিকট অনুনয় বিনয় সহকারে কাতরভাবে দু'য়া করে, সে তার মহান প্রভুর সন্তুষ্টি চায়। আর তাই সে তাঁর দেয়া সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলাকে কর্তব্য মনে করে। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,"উদাসীন ও অমনোযোগী ব্যক্তির দু'য়া আল্লাহ্ কবূল করেননা।" (আত-তিরমিযী)

অর্থাৎ মনোযোগ ও বিনয়ের সাথে দু'য়া না করলে তা কবূল হয় না।

দু'য়া যে কোন অবস্থায় যে কোন ভাষায়ই আল্লাহ্‌র কাছে করা যায়। আরবি ভাষা জেনে শব্দে শব্দে বুঝে বুঝে দু'য়া করা জরুরী নয়। জরুরী হচ্ছে দু'য়ার মর্মকথা জানা। আল্লাহ্‌র কাছে কি জিনিস চাওয়া হচ্ছে, দিল যদি তার কোন খবরই না রাখে তাহলে এ দু'য়া কিভাবে কবূল হবে? তবে সবচেয়ে উত্তম ও সুন্দর কথা হলো আল্লাহ্‌র কালাম, আর সবচেয়ে উত্তম ও সুন্দর হিদায়াত হলো মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিদায়াত।

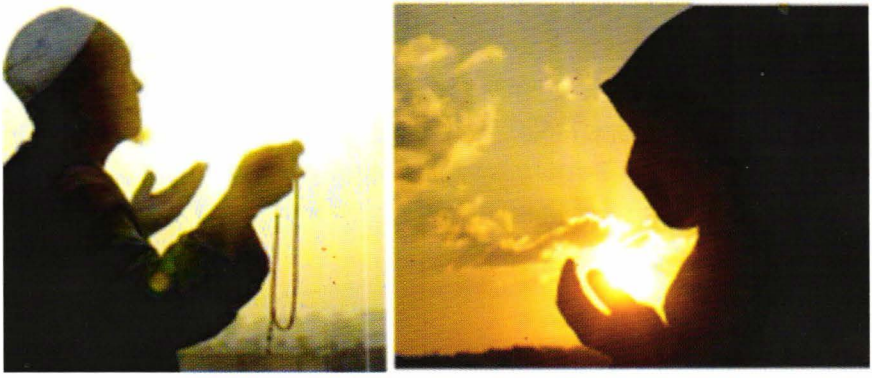

একজন প্রবীণ ও একজন নবীনের দু'য়ার অপরূপ দৃশ্য

দু'য়া ও দরূদ শরীফ

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দু'য়ার শুরুতে ও শেষে দরূদ পেশ করা হলে দু'য়া কবূল হওয়ার বেশি আশা করা যায়। তাই দরূদ দ্বারা দু'য়া শুরু ও শেষ করার বিধান ও রীতি আমাদের সমাজে তথা গোটা উম্মতের মধ্যে চালু আছে। আল্লাহ্ পাক কুরআন মাজীদে আমাদেরকে প্রিয় নবীর প্রতি দরূদ পাঠের জন্য আদেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

www.pathagar.com

অর্থঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশ্তাগণ নবীর প্রতি দরূদ পাঠান। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠাও।"

(আল আহযাব ৩৩:৫৬)

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর নির্দেশ সম্পর্কে অন্য কোথাও এভাবে বলেননি যে, আমি নিজেও করি, তোমরাও করো। একমাত্র দরূদের ক্ষেত্রেই তিনি এমন কথা বলেছেন। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, দরূদের মর্যাদা কতো বেশি ও উচ্চ। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, **"যে আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তার জন্য দশবার দরূদ পাঠান, তার দশটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন এবং তার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।"** (বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ)

তাই আমরা যদি রসূল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি রহমত, বরকত ও শান্তি নাযিলের জন্য একবার মাত্র দু'য়া করি, তাহলে আল্লাহ্ পাক আমাদের ওপর দশবার রহমত, বরকত ও শান্তি বর্ষণ করবেন। অতএব আসুন! আমরা নবীজির ওপর বেশি বেশি দরূদ ও সালাম পাঠাই। বিভিন্ন হাদীস শরীফে দরূদ সম্পর্কে যেসব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা একত্রিত করলে সংক্ষেপে একটি দরূদের বিষয়বস্তু দাঁড়ায় নিম্নরূপ–

"হে আল্লাহ্! রহমত, বরকত ও শান্তি নাযিল করুন আমাদের মহান নেতা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, যিনি উম্মী নবী। আর তাঁর নেক উম্মত, তাঁর আহলি বায়েত (পরিবারবর্গ) এর ওপর, যেমনি আপনি রহমত, বরকত ও শান্তি নাযিল করেছেন ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম, তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর নেক উম্মতের ওপর। নিশ্চয়ই আপনি স্বপ্রশংসিত ও মর্যাদাবান।" (আল্লাহর দুয়ারে ধরনা, পৃষ্ঠা ৩৯)

দু'য়া কবূলের শর্ত ও আদবসমূহ

পাক-পবিত্র শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদ, হালাল উপার্জন, খালেস নিয়ত এবং দু'য়া করার আগে কোন নেককাজ করা, যেমন নামাজ পড়া, যিকির করা, দান-সদকা করা, ইত্যাদি দু'য়া কবূলের শর্ত। পাক-পবিত্র হয়ে কিবলামুখী হয়ে, দু'য়ার শুরুতে প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি জ্ঞাপন এবং নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করে দু'হাত উঠিয়ে দু'য়া করা এবং দরূদ পাঠের মাধ্যমে দু'য়া শেষ করা উচিত। একনিষ্ঠভাবে কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট দু'য়া করলে তা কবূল হওয়ার ব্যাপারে আশা করা যায়। তাছাড়া কিবলামুখী হয়ে দু'য়া করা উত্তম। নবী করীম সসল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময় কিবলামুখী হয়ে দু'য়া করেছেন। কারণ "কিবলামুখী হয়ে বসা হচ্ছে সকল প্রকার বসার মধ্যে নেতা (উত্তম)।" (আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত; তাবারানী, আল-মু'জামুল আওসাত)

www.pathagar.com

দু'য়া কবূল হওয়ার বিশেষ স্থানসমূহ

বস্তুত সকল জায়গায়ই দু'য়া করা যায়। নিজের ঘরে বসে দু'য়া করা খুব সহজ। গভীর রাতের দু'য়া উত্তম। মসজিদে বসে দু'য়া করা আরো উত্তম। এছাড়া যেসব স্থানে দু'য়া কবূল হয় বলে কিতাবে এসেছে, তার মধ্যে মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারার গুরুত্ব সমধিক। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মুবারকের কাছে, তওয়াফের স্থানে, হাজরে আসওয়াদ ও বাইতুল্লাহ শরীফের দরজার মধ্যবর্তী স্থানে (মুলতাযাম), কাবাঘরের অভ্যন্তরে, যমযম কুয়ার কাছে, সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের ওপরে (সাঈ করার সময়), মাকামে ইবরাহীমের পিছনে, আরাফার ময়দানে, মুজদালিফাতে ও মিনাতে শয়তানকে কংকর মারার জায়গায় দু'য়া কবূল হওয়ার উৎকৃষ্ট স্থান।

দু'য়া কবূলের মাসনূন বা উত্তম সময়

দু'য়া যে কোনো ভাষায় যে কোনভাবে করা যায়। তবে আমরা যদি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো বাক্য ও তাঁর শেখানো পদ্ধতিতে দু'য়া করি তবে তা কবূল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। অর্থাৎ মাসনূন বাক্যে ও মাসনূন পদ্ধতিতে দু'য়া করা উত্তম। বিভিন্ন হাদীস শরীফে দু'য়া কবূলের বিভিন্ন সময়ের কথা বলা হয়েছে। বিশেষ মাসনূন সময়গুলো হচ্ছে শেষরাতে, রমযান মাসে ইফতারের পূর্ব মুহূর্তে, ফরয বা নফল রোযা অবস্থায়, যমযমের পানি পান করার সময়, আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে, জিহাদের ময়দানে যুদ্ধকালীন সময়ে, শুক্রবার দিন (খতীবের দুই খুতবার মাঝে মনে মনে পড়বে) ও রাতে, নামাজের মধ্যে সিজদাহ্‌রত অবস্থায়, সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের উপরে এবং আরাফার ময়দানে। এসব স্থানে দু'য়া কবূল হয়ে থাকে বলে বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে বর্ণনা এসেছে। এছাড়া হাদীস শরীফ থেকে আরো জানা যায় যে, দু'য়া কবূলের অন্যান্য সময়গুলো হচ্ছে জিহাদের কাতার ঠিক করার সময়, খতমে কুরআনের পর, মুসলমানদের সম্মিলিত অবস্থায়, যিকিরের মজলিসে, ফরয নামাজের পর, বৃষ্টিপাতের সময় ও বাইতুল্লাহ শরীফ নজরে পড়ার সময়।

দু'য়া কবূলের উৎকৃষ্ট সময় হচ্ছে সিজদাহ্‌র সময়। কারণ সিজদাহ্ হলো নামাজের মধ্যে বান্দার প্রভুর নিকট আত্মসমর্পণের চূড়ান্ত পর্যায় এবং স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের মূহুর্ত বা আল্লাহ্‌র সাথে বান্দার চূড়ান্ত সংযোগের সময়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, **"আর সিজদাহ্‌রত অবস্থায় তোমরা সাধ্যমত বেশি বেশি দু'য়া করবে, কারণ এ সময়ে তোমাদের দু'য়া কবূল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি।"** (সহীহ মুসলিম)

www.pathagar.com

যেসব লোকের দু'য়া কবূল হয়

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুযায়ী আমরা জানতে পারি, বেশ কয়েক ধরনের লোকের দু'য়া সাধারণত কবূল হয়ে থাকে। তারা হলেন,

১. প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত মাযলূমের দু'য়া;
২. সন্তানের জন্য পিতামাতার দু'য়া;
৩. জিহাদ শেষ হবার পূর্ব পর্যন্ত মুজাহিদের দু'য়া;
৪. সুস্থ হবার পূর্ব পর্যন্ত রোগীর দু'য়া;
৫. কারো অনুপস্থিতিতে তার জন্য যে দু'য়া করা হয় সে দু'য়া;
৬. বাড়ি ফেরার পূর্ব পর্যন্ত হাজীর দু'য়া; (তবে বাড়ি ফেরার পরও চল্লিশ দিন পর্যন্ত হাজীদের দু'য়া কবূল হয় বলে অন্য হাদীসে এসেছে)
৭. মুসাফিরের দু'য়া;
৮. ইফতারের সময় রোযাদারের দু'য়া;
৯. ন্যায়পরায়ণ শাসক ও নেতার (ইমামের) দু'য়া;
১০. বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির দু'য়া;
১১. নেককার বুযুর্গের দু'য়া এবং
১২. পিতামাতার আনুগত্যশীল সন্তানের দু'য়া।

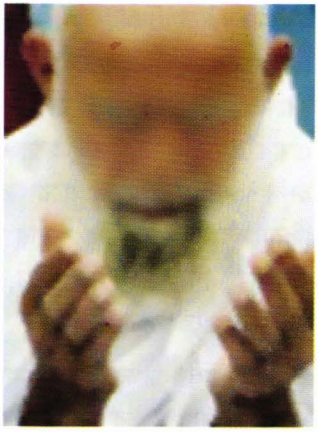

দু'জন বয়োজ্যেষ্ঠ হাজী সাহেবের দু'য়া

সব দু'য়াই কবূল হয়

কোন দু'য়াই আল্লাহ তা'য়ালা ফিরিয়ে দেন না যদি সে দু'য়া আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য বা গুনাহ্‌র কাজ করার জন্য না হয়। উবাদা ইবনে সামিত (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যমীনের বুকে যে

www.pathagar.com

কোনো মুমিন আল্লাহ্‌র কাছে কোন দু'য়া করলে, যে দু'য়ায় কোন পাপ বা আত্মীয়তার জন্য ক্ষতিকারক কিছু চায়না, আল্লাহ্ তার দু'য়া কবূল করবেনই। তাকে তার প্রার্থিত বস্তু দিবেন অথবা তৎপরিমাণ তার কোন বিপদ কাটিয়ে দিবেন।" (আত-তিরমিযী ও মুসতাদরাকে হাকিম)

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখনই কোন মুসলমান পাপ ও আত্মীয়তা নষ্ট করা ছাড়া অন্য যে কোন বিষয় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, তখনই আল্লাহ্ তার প্রার্থনা কবূল করে তাকে তিনটি বিষয়ের একটি দান করেন। হয়, তাঁর প্রার্থিত বস্তুই সঙ্গে সঙ্গে প্রদান করেন অথবা তার প্রার্থনাকে (দু'য়ার সওয়াব) তার আখিরাতের জন্য সঞ্চয় করে রাখেন অথবা দু'য়ার পরিমাণে তার অন্য কোনো বিপদ আপদ দূর করে দেন।" এ কথা শুনে সাহাবীগণ বলেন, "তাহলে আমরা বেশি বেশি দু'য়া করবো।" তিনি উত্তরে বলেন, "আল্লাহ্ তা'য়ালাও (তখন) আরো বেশি দু'য়া কবূল করবেন।" (আত-তিরমিযী ও মুসনাদে আহমাদ)

আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে কোন মুসলিম আল্লাহ্‌র কাছে মুখ তুলে কোন কিছু প্রার্থনা করলে আল্লাহ্ তাকে তা দিবেনই। তাকে তা সঙ্গে সঙ্গে দিবেন অথবা আখিরাতের জন্য তা জমা রাখবেন।" (মুসনাদে আহমাদ)

হযরত সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে জানা যায়, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ লাজুক ও দয়াবান। যখন কোন মানুষ তাঁর দিকে দুখানা হাত উঠায় (দু'য়া করতে) তখন তিনি তা ব্যর্থ ও শূন্যভাবে ফিরিয়ে দিতে লজ্জা পান।" (আত-তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

সালমান ফারসী (রা) থেকে আরো বর্ণিত, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,"যখন কিছু মানুষ আল্লাহ্‌র নিকট কিছু চাওয়ার জন্য তাদের হাতগুলো উঠাবে, তখনই আল্লাহ্‌র উপর হক (রহমতের দায়িত্ব) হয়ে যাবে, তারা যা চেয়েছে তা তিনি তাদের হাতে প্রদান করবেন।" (তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ও হায়ছামী, মাজমাউয্ যাওয়াইদ)

দু'য়া সহসা কবূল না হলে কী করতে হয়

কোন দু'য়া যদি কবূল না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, তা তার জন্য কল্যাণকর নয়। ফলে এ দু'য়ার বিনিময়ে তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে। দু'য়ার প্রতিদান হিসেবে আখিরাতে তাকে পুরস্কার দেয়া হবে। তাই সহসা দু'য়া কবূল না হলে অধৈর্য হওয়ার কিছু নেই। দু'য়া কবূলের জন্য তাড়াহুড়া করা উচিত নয়। তাছাড়া দু'য়া কবূল হতে বিলম্ব দেখে নিরাশ হয়ে দু'য়া করা বাদ দেয়াও উচিত নয়। কেউ যদি বলে, এতো দু'য়া করলাম কবূল হলোনা, না জানি কোন বড় গুনাহ করেছি, যার জন্য আমার দু'য়া কবূল হচ্ছেনা। এটা মোটেই ঠিক নয়। এতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।

www.pathagar.com

দু'য়া ও তাকদীর

হযরত সাওবান (রা) বলেন, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "দু'য়া ছাড়া আর কিছুই তকদীর উল্টাতে পারেনা। মানুষের উপকার ও কল্যাণের কাজেই শুধু আয়ু বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় মানুষ গুনাহ্ করার ফলে তার রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়।" (আত-তিরমিযী ও মুসতাদরাকে হাকিম)

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সাবধানতার দ্বারা তকদীর বা ভাগ্য পরিবর্তিত হয়না। যে বিপদ বা মুসীবত নাযিল হয়ে গেছে এবং যা এখনো নাযিল হয়নি (ভবিষ্যতে ভাগ্যে আছে কিন্তু এখনো বাস্তবে আসেনি) এরূপ সকল বিপদ কাটাতে দু'য়া উপকারী। আসমান থেকে বালা-মুসীবত নাযিল হওয়ার অবস্থায় প্রার্থনা তাকে বাঁধা দেয় এবং তারা উভয়ে কিয়ামত পর্যন্ত ধাক্কাধাক্কি করতে থাকে। কোনো অবস্থাতেই দু'য়া বিপদকে নিচে নেমে আসতে দেয়না।" (মুসনাদে আহমাদ, মুসতাদরাকে হাকিম ও আত-তিরমিযী)

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা আল্লাহ্কে স্মরণ করতেন এবং যখন প্রয়োজন হতো তখনই আল্লাহ্র কাছে চাইতেন। সিজদায় পড়ে কান্নাকাটি করতেন। আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দুটো হাত উঠিয়ে দু'য়া করতেন, এমনকি তাঁর (দীর্ঘ সময়) হাত উঠিয়ে দু'য়া করাতে আমি ক্লান্ত ও অস্থির হয়ে পড়তাম। তিনি এভাবে দু'য়ায় বলতেন, "হে আল্লাহ্! আমি একজন মানুষ মাত্র। আমি কোন মানুষকে গালি দিয়ে ফেললে বা কষ্ট দিলে আপনি সেজন্য আমাকে শাস্তি দিবেননা।" (মুসনাদে আহমাদ)

কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত দু'য়াসমূহই উত্তম

কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত দু'য়াসমূহই উত্তম। ফরয নামাজের পর এবং তাহাজ্জুদ ও নফল নামাজান্তে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব দু'য়া করতেন, তার মধ্য থেকে কতগুলো বহুল পঠিত দু'য়া বাছাই করে এখানে উদ্ধৃত করছি। দু'য়া শেষ করার আগে নিম্নবর্ণিত আয়াতটি পাঠ করে দু'য়া করলে তা কবূল হতে পারে বলে আশা করা যায়।

"রব্বানা তাক্বাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস্ সামি'উল 'আলীম। ওয়াতুব 'আলাইনা ইন্নাকা আন্তাত্ তাওওয়াবুর রহীম।"

অর্থ ঃ "হে আমাদের রব! আমাদের পক্ষ থেকে দু'য়া কবূল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছু শোনেন ও জানেন। আর আমাদের তাওবা কবূল করুন। নিশ্চয়ই আপনি তাওবা কবূলকারী, দয়াময়।"

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যার এ পৃথিবীতে শেষবাক্য হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ,' সে বেহেশতবাসী হবে।" (আত-তিরমিযী)

www.pathagar.com

তাই দু'য়া করার সময় আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকট বিশেষভাবে বলতে হবে, 'হে আল্লাহ্! মৃত্যুর সময় আমাদের মুখে উচ্চারিত করে দিন', **"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ।"** এটা দু'য়ার মাঝে বলা উচিত।

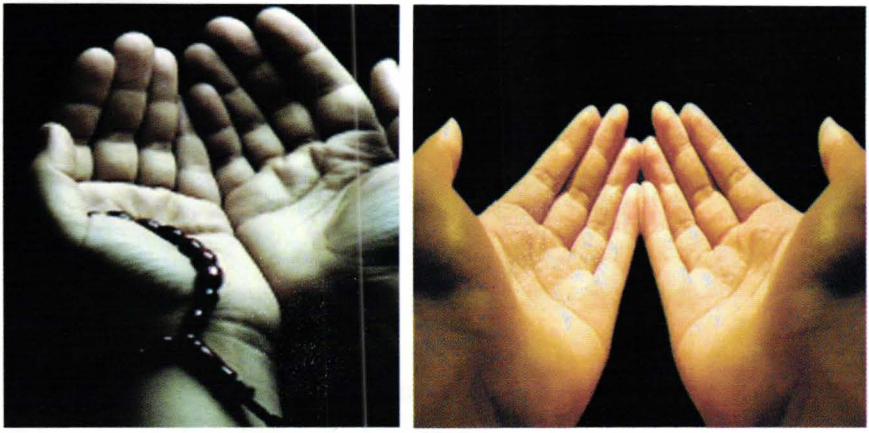

আল্লাহ্‌র কাছে প্রতিদিন দু'য়ায় যে হস্তদ্বয় উত্তোলিত হয়ে থাকে তার দৃশ্য

কুরআনে বর্ণিত দু'য়াসমূহের বিবরণ

১. দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনায় দু'য়া

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

উচ্চারণ ঃ "রব্বানা আ-তিনা ফিদ্ দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আ-খিরাতি হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা 'আযাবান্নার।"

অর্থ ঃ "হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন। আর আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে বাঁচান।" (আল বাকারাহ ২:২০১)

২. পিতামাতার জন্য রহমতের দু'য়া

﴿رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾

উচ্চারণ ঃ "রব্বিরহাম হুমা কামা রব্বাইয়ানী সগীরা।"

অর্থ ঃ "হে আমার রব! আমার পিতামাতার ওপর তেমনি রহম করুন যেমনি তারা শৈশবে স্নেহবাৎসল্য সহকারে (মায়া-মমতার সাথে) আমাকে লালন-পালন করেছেন।" (বনী ইসরাঈল ১৭:২৪)

৩. পিতামাতার গুনাহ্ মাফ ও সন্তানের কল্যাণ কামনা করে দু'য়া

﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ﴾

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ "রব্বিজ'আলনী মুক্বীমাস-সলাতি ওয়া মিন যুররিইয়াতী রব্বানা ওয়াতাক্ববাল দূ'য়া, রব্বানাগ্‌ফিরলী ওয়ালি ওয়ালিদাইইয়া ওয়ালিল মু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াক্বুমুল হিসাব।"

অর্থ ঃ "হে আমার রব! আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে (বংশধরকে) নামাজ কায়েমকারী বানান। হে আমাদের রব! আমার দু'য়া কবূল করুন। হে আমাদের রব! বিচার দিবসে আমার, আমার পিতামাতার ও সকল মু'মিনের গুনাহ্ মাফ করে দিবেন।" (ইবরাহীম ১৪:৪০-৪১)

রমযান মাসে কয়েকজন বালক-বালিকার পিতামাতার জন্য দু'য়া

৪. পরিবার-পরিজনের জন্যে দূ'য়া

﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾

ক. উচ্চারণ ঃ "রব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াজিনা ওয়াযুররিইইয়াতিনা কুররাতা আ'য়ুনিওঁ ওয়াজ'আল্‌না লিল্ মুত্তাক্বীনা ইমামা।"

অর্থ ঃ "হে আমাদের রব! আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করুন যারা হবে আমাদের জন্য নয়ন শীতলকারী এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের মধ্যে অগ্রগামী হওয়ার তৌফিক দিন (পরহেযগার লোকদের নেতা বানিয়ে দিন)।" (ফুরকান ২৫:৭৪)

﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

www.pathagar.com

খ. উচ্চারণ ঃ "রব্বানা ওয়াজ্'আলনা মুসলিমায়নি লাকা ওয়ামিন যুররিইয়াতিনা উম্মাতাম্ মুসলিমাতাল-লাকা, ওয়া আরিনা মানাসিকানা ওয়াতুব্ 'আলাইনা ইন্নাকা আনতাত তাওওয়াবুর রহীম।"

অর্থ ঃ "হে আমাদের প্রভূ! আমাদের উভয়কেই আপনি আপনার অনুগত মুসলিম বান্দাহ বানান এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকেও আপনার একদল অনুগত উম্মত বানাবেন। আমাদেরকে ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে দিন এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হন। আপনি তো ক্ষমাশীল, প্রজ্ঞাময়।" (আল বাকারাহ ২:১২৮)

হে আল্লাহ! আমার সন্তানদের পবিত্র জীবন, পূর্ণ স্বাস্থ্য, কল্যাণকর ইলম (জ্ঞান), নেক আমল, সুন্দর চরিত্র এবং পবিত্র ও প্রচুর রিযিক দিন। তাদেরকে যেনো আমাদের মাগফিরাতের জন্য কেঁদে কেঁদে আপনার দরবারে দু'য়া করার যোগ্য করে রেখে যেতে পারি এ তৌফিক দিন।

৫। ভুল-ভ্রান্তি, ক্ষমা ও গুনাহ মাফের দু'য়া

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

ক. উচ্চারণ ঃ "রব্বানা যলামনা আনফুসানা ওয়া ইললাম্ তাগ্ফিরলানা ওয়াতারহামনা লানা কূনান্না মিনাল খ-সিরীন।"

অর্থ ঃ "হে আমাদের রব! আমরা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছি। এখন যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি করুণা না করেন, তাহলে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবো (ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল হয়ে যাবো)।" (আল আ'রাফ ৭:২৩)

﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾

খ. উচ্চারণ ঃ "রব্বানা আমান্না ফাগফিরলানা ওয়ারহাম্না ওয়াআন্তা খয়রুর রহিমীন।"

অর্থ ঃ "হে আমাদের প্রভূ! আমরা আপনার ওপর ঈমান এনেছি। অতএব আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন ও দয়া করুন। আপনি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।" (আল মু'মিনূন ২৩:১০৯)

﴿رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

গ. উচ্চারণ ঃ "রব্বি ইন্নী 'আউযুবিকা আন আস্আলাকা মা লাইসা লী বিহী 'ইলমুন, ওয়া ইল্লা তাগফিরলী ওয়াতারহামনী আকুম মিনাল খ-সিরীন।"

অর্থ ঃ "হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয় সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে কিছু চাওয়া থেকে আমি আপনার কাছে পানাহ্ চাই। আপনি যদি আমাকে মাফ না করেন এবং আমার ওপর দয়া না করেন, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।" (হূদ ১১:৪৭)

www.pathagar.com

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

ঘ. উচ্চারণ ঃ "রব্বানাগ্‌ফিরলানা যুনূবানা ওয়া ইসরা-ফানা ফী আম্‌রিনা ওয়া ছাব্বিত আক্বদা-মানা ওয়াঙসুরনা 'আলাল ক্বওমিল কা-ফিরীন।"

অর্থ ঃ "হে আমাদের রব! আমাদের ভুল-ত্রুটিগুলো (পাপসমূহ) ক্ষমা করে দিন। আমাদের কাজের ব্যাপারে যেখানে সীমা লংঘিত হয়েছে, তা মাফ করে দিন। আমাদের পা সুদৃঢ় রাখুন এবং (সত্য ও মিথ্যার সাথে যুদ্ধে) কাফিরদের মোকাবিলায় আমাদের সাহায্য করুন।" (আলে ইমরান ৩:১৪৭)

৬. সন্তান কামনায় দু'য়া

﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾

ক. উচ্চারণ ঃ "রব্বি লা তাযারনী ফারদাওঁ ওয়া আন্‌তা খায়রুল ওয়া-রিছীন।"

অর্থ ঃ "হে আমার মালিক! আমাকে একা (নিঃসন্তান) রাখবেননা, আপনিই তো উৎকৃষ্ট মালিকানার অধিকারী।" (আল আম্বিয়া ২১:৮৯)

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾

খ. উচ্চারণ ঃ "রব্বি হাবলী মিনাস্ স-লিহীন।"

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একজন নেক সন্তান দান করুন।" (আস্ সাফ্‌ফাত ৩৭:১০০)

৭. হাশরের ময়দানে লাঞ্ছনা ও শংকামুক্তির দু'য়া

﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

ক. উচ্চারণ ঃ "রব্বানা ইন্নাকা মান তুদখিলিন না-রা ফাক্বদ আখ্‌যাইতাহু ওয়ামা লিযযা-লিমীনা মিন আন্‌ছা-র।"

অর্থ ঃ "হে আমাদের প্রভূ! আপনি যাকেই জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাবেন, অবশ্যই তাকে আপনি অপমানিত করলেন। আর (সেই অপমানের দিনে) যালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।" (আলে ইমরান ৩:১৯২)

﴿رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾

খ. উচ্চারণ ঃ "রব্বানা ওয়াআ-তিনা মা ওয়া'আদ্‌তানা 'আলা রুসুলিকা ওয়ালা তুখ্‌যিনা ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাহ্, ইন্নাকা লাতুখ্‌লিফুল মীয়া'-দ।"

অর্থ ঃ "হে আমাদের রব! আপনার রসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যা দিতে ওয়াদা করেছেন তা আমাদেরকে দিন এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে হেয় করবেননা। নিঃসন্দেহে আপনি ওয়াদা খেলাফকারী নন।" (আলে ইমরান ৩:১৯৪)

www.pathagar.com

﴿وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾

গ. উচ্চারণ ঃ "ওয়ালা তুখ্যিনী ইয়াওমা ইউব'আছূ-ন। ইয়াওমা লা-ইয়ান্ফা'উ মা-লুওঁ ওয়ালা বানূ-ন। ইল্লা মান আতাল্লা-হা বিক্বালবিন সালীম।"

অর্থ ঃ "হে আমার প্রভূ! আমাকে সেদিন অপমানিত করবেননা, যেদিন সব মানুষকে পুনরায় জীবন দেয়া হবে। যেদিন কারো ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবেনা। সেদিন উপকৃত হবে সে, যে আল্লাহ্‌র কাছে একটি বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে উপস্থিত হবে।" (আশ্ শু'য়ারা ২৬:৮৭-৮৯)

৮. হাশরের ময়দানে হিসাব সহজের দু'য়া

﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾

উচ্চারণ ঃ "রব্বানা ইন্নাকা জা-মি'উন নাসি লিইয়াউমিল লা রয়বা ফীহি, ইন্নাল্লহা লা ইউখ্লিফুল মী-'য়াদ।"

অর্থ ঃ "হে আমাদের রব! আপনি অবশ্যই সমগ্র মানব জাতিকে আপনার সামনে হিসাব-নিকাশের জন্য একদিন একত্রিত করবেন, এতে কোন রকম সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'য়ালা কখনোই ওয়াদা ভঙ্গ করেননা।" (আলে ইমরান ৩:৯)

৯. জাহান্নাম থেকে মুক্তির দু'য়া

﴿رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

ক. উচ্চারণ ঃ "রব্বানা ইন্নান' আ-মান্না ফাগফির্ লানা যুনূ-বানা ওয়াক্বিনা 'আযাবন্নার।"

অর্থঃ "হে আমাদের রব! আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি, অতএব আমাদের গুনাহ্‌খাতা মাফ করে দিন এবং শেষ বিচারের দিনে জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন।" (আলে ইমরান ৩:১৬)

﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

খ. উচ্চারণঃ "রব্বানা মা খলাক্বতা হা-যা বা-ত্বিলা সুব্হানাকা ফাক্বিনা 'আযাবান্নার।"

অর্থ ঃ "হে আমাদের প্রভু! এসব কোন কিছুই আপনি অনর্থক ও উদ্দ্যেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। আপনি (বাজে ও নিরর্থক কাজ করা থেকে) পবিত্র। আপনি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।" (আলে ইমরান ৩:১৯১)

﴿رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾

গ. উচ্চারণ ঃ "রব্বানাস্‌রিফ্ 'আন্না 'আযা-বা জাহান্নামা ইন্না 'আযা-বাহা কা-না গরা-মা।"

www.pathagar.com

অর্থ ঃ "হে আমাদের রব! জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদেরকে বাঁচান, কারণ তার আযাব তো সর্বনাশা (নিশ্চিত বিনাশ)।" (ফুরকান ২৫:৬৫)

১০. জান্নাত লাভের দু'য়া

﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

উচ্চারণ ঃ "রব্বানা ওয়াদখিলহুম জান্নাতি 'আদনি নিল্লাতী ওয়া'আদতাহুম ওয়ামান সলাহা মিন আ-বা'-ইহিম ওয়াআযওয়াজিহিম ওয়া যুররিইয়াতিহিম, ইন্নাকা আনতাল 'আযীযুল হাকীম।"

অর্থ ঃ "হে আমাদের মালিক! আপনি সেই স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করান যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদের দিয়েছেন। তাদের পিতামাতা, তাদের স্বামী-স্ত্রী ও তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা নেককাজ করেছে, তাদেরও। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (আল মু'মিন ৪০:৮)

১১. জ্ঞান-বুদ্ধি, সম্মান-মর্যাদা ও প্রজ্ঞা বৃদ্ধির দু'য়া

﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾

ক. উচ্চারণ ঃ "রব্বি যিদ্‌নী 'ইল্‌মান।"

অর্থ ঃ "হে আমার পরওয়ারদিগার! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন।" (ত্বহা ২০:১১৪)

﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۞ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۞ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ﴾

খ. উচ্চারণ ঃ "রব্বি হাবলী হুকমাওঁ ওয়া আলহিক্‌নী বিস্‌-স-লিহীন। ওয়াজ'আল লী লিসা-না সিদ্‌কিন ফিল আ-খিরীন। ওয়াজ'আলনী মিওঁওয়ারাছাতি জান্নাতিন্‌ না'ঈ-ম।"

অর্থ ঃ "হে আমার মালিক! আমাকে জ্ঞানদান করুন এবং সৎলোকদের মধ্যে শামিল করুন এবং আগামী প্রজন্মের মধ্যে আমার স্মরণ অব্যাহত রাখুন। আমাকে আপনি আপনার নিয়ামতে ভরা জান্নাতের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন।" (আশ শু'য়ারা ২৬:৮৩-৮৫)

১২. হিদায়াত লাভের দু'য়া

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾

ক. উচ্চারণ ঃ "ইহ্‌দিনাস্‌ সিরাত্বল মুসতাকিম, সিরাত্বল লাযিনা আন'আমতা 'আলাইহিম গয়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম ওয়ালাদ্দল্লীন।"

অর্থ ঃ "আমাদের সোজা পথ দেখান, তাদের পথ যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন।

www.pathagar.com

তাদের পথ নয় যাদের ওপর গযব পড়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।" (আল ফাতিহা ৫-৭)

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ﴾

খ. উচ্চারণঃ "রব্বানা লাতুযিগ্ কুলূবানা বা'দা ইয্ হা-দাইতানা ওয়াহাব্লানা মিল্-লাদুন্কা রহমাতান্, ইন্নাকা আন্তাল ওয়াহ্হাব।"

অর্থঃ "হে আমাদের রব! যখন আপনি আমাদেরকে ঈমানের সোজা পথে চালিয়েছেন তখন আর আমাদের অন্তরকে আচ্ছন্ন (বাঁকা) করে দিবেননা। আমাদেরকে আপনার দান ভাণ্ডার থেকে রহমত (অনুগ্রহ) দান করুন, নিশ্চয়ই আপনি মহাদাতা।" (আলে ইমরান ৩:৮)

﴿رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾

গ. উচ্চারণঃ "রব্বানা আতিনা মিল্-লাদুন্কা রহমাতাওঁ ওয়াহায়্যি' লানা মিন আমরিনা রশাদা।"

অর্থ ঃ "হে আমাদের রব! আপনি নিজ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করুন।"

(আল কাহ্ফ ১৮:১০)

১৩. নেককার, সৎকর্মশীল ও ঈমানদারদের দলে শামিল হওয়ার দু'য়া

﴿فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾

ক- উচ্চারণ ঃ "ফাত্বিরাস্ সামা-ওয়াতি ওয়াল আরদ্বি আনতা ওয়ালিইয়্যি ফিদ্-দুনইয়া ওয়াল আ-খিরাতি তাওয়াফফানী মুসলিমাওঁ ওয়াআলহিক্বনী বিস্স-লিহীন।"

অর্থ ঃ "হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা! দুনিয়া ও আখিরাতে আপনিই আমাদের অভিভাবক। ইসলামের ওপর (মুসলিম হিসেবে) আমাকে মৃত্যুদান করুন এবং (পরকালে) আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের (নেক বান্দাদের) দলে শামিল করুন।" (ইউসুফ ১২:১০১)

﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾

খ- উচ্চারণ ঃ "রব্বানা আ-মান্না ফাক্তুবনা মা'আ'শ্ শা-হিদীন।"

অর্থ ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি। আপনি আমাদের নাম সত্যের সাক্ষ্যদাতাদের দলে লিখে নিন।" (আল মায়িদা ৫:৮৩)

﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾

গ- উচ্চারণ ঃ"রব্বানা আ-মান্না বিমা আন্যালতা ওয়াত্ তাবা'নার রসূলা ফাক্তুবনা মা'আশ শা-হিদীন।"

www.pathagar.com

অর্থ ঃ "হে আমাদের রব! আপনি যাকিছু নাযিল করেছেন, আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা এই রসূলের অনুসরণ করেছি। সুতরাং আপনি সত্যের পক্ষে সাক্ষ্যদাতাদের সাথে আমাদের নাম লিখে নিন (আমাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করুন)।" (আলে ইমরান ৩:৫৩)

১৪. অপরাধ ক্ষমা ও ঈমানের সাথে মৃত্যুর দু'য়া

﴿رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾

উচ্চারণ ঃ "রব্বানা ইন্নানা সামি'না মুনা-দিইয়াই ইউনা-দী লিলঈমা-নি আন আ-মিনু বিরব্বিকুম ফাআ-মান্না। রব্বানা ফাগফির লানা যুনূ-বানা ওয়াকাফ্ফির 'আন্না সাইয়্যিআ-তিনা ওয়া তাওয়াফ্ফানা মা'আল আবর-র।"

অর্থ ঃ "হে আমাদের রব! আমরা একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে ডাকতে শুনেছি– 'তোমরা তোমাদের মালিক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনো।' সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব! আপনি আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দিন, আমাদের মন্দ কর্মগুলো দূরীভূত করে দিন এবং আপনার নেক বান্দাদের সাথে আমাদের মৃত্যুদান করুন।" (আলে ইমরান ৩:১৯৩)

১৫. ঈমানের নূর বৃদ্ধির দু'য়া

﴿رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

উচ্চারণ ঃ "রব্বানা আতমিম্ লানা নূরানা ওয়াগ্‌ফির লানা ইন্নাকা 'আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বদীর।"

অর্থ ঃ "হে আমাদের রব! আমাদের জন্য আমাদের ঈমানের 'নূর' (জ্যোতি)-কে (জান্নাতের জ্যোতি দিয়ে) পূর্ণতা দান করুন এবং আমাদের ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (আত তাহরীম ৬৬:৮)

১৬. পাপ মোচন ও ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্যের দু'য়া

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

উচ্চারণঃ "রব্বানা লাতুআখিযনা ইন্ নাসি'না আও আখ্‌ত্বনা, রব্বানা ওয়ালা তাহমিল্ 'আলাইনা ইসরন কামা হামালতাহূ 'আলাল্‌লাযীনা মিন ক্বলিনা, রব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মা-লা ত্ব'ক্বতালানা বিহী, ওয়া'ফু 'আন্না, ওয়াগফিরলানা, ওয়ারহাম্‌না, আন্‌তা মাওলানা ফান্‌সুরনা 'আলাল্ ক্বওমিল কা-ফিরীন।"

www.pathagar.com

অর্থ ঃ "হে আমাদের প্রভু! ভুল-ভ্রান্তিতে আমরা যেসব গুনাহ্ বা ত্রুটি করে বসি, তার জন্য আমাদেরকে পাকড়াও করবেননা (শাস্তি দেবেননা)। হে আমাদের প্রভু! আমাদের ওপর এমন বোঝা চাপিয়ে দেবেননা যেরূপ আপনি আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর চাপিয়েছিলেন। হে আমাদের প্রতিপালক! যে বোঝা বহন করার সামর্থ্য বা ক্ষমতা আমাদের নেই, তা আমাদের ওপর চাপিয়ে দেবেননা। আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি করুণা করুন, আপনিই আমাদের অভিভাবক (বন্ধু-আশ্রয়দাতা)। সুতরাং কাফিরদের মুকাবিলায় আমাদেরকে জয়যুক্ত করুন।" (আল বাকারাহ ২:২৮৬)

১৭. কঠিন পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ ও ঈমানের সাথে মৃত্যুর দু'য়া

﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ﴾

উচ্চারণ ঃ "রব্বানা আফরিগ্ 'আলাইনা সব্রাওঁ ওয়াতাওয়াফ্ফানা মুসলিমীন।"

অর্থ ঃ "হে আমাদের প্রভূ! (কঠিন পরীক্ষায়) আপনি আমাদের ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতা দিন এবং আপনার অনুগত বান্দা হিসেবে (ঈমানের সাথে) মৃত্যু দিন।" (আল আ'রাফ ৭:১২৬)

১৮. যে কোন বিপদ মুসীবত থেকে পরিত্রাণের দু'য়া

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

উচ্চারণ ঃ "লা ইলাহা ইল্লা আংতা সুব্হানাকা ইন্নী কুংতু মিনায যয়ালেমীন।"

অর্থ ঃ "আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। আপনি পবিত্র ও মহান! আমি অবশ্যই সীমালংঘনকারী।" (আল আম্বিয়া ২১:৮৭) **মহান আল্লাহ্ বলেন,**

﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾

উচ্চারণ ঃ "ফাসতাজাবনা লাহু ওয়ানাজ্জাইনা-হু মিনাল গম্মি, ওয়াকাযা-লিকা নুনজিল মু'মিনীন।"

অর্থ ঃ "তখন আমি তার দু'য়া কবূল করেছিলাম এবং দুশ্চিন্তা থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছিলাম। আর এভাবেই আমি মু'মিনদেরকে (বিপদ থেকে) উদ্ধার করে থাকি।" (আল আম্বিয়া ২১:৮৮)

১৯. দুঃখ-কষ্টে পতিত বা রোগগ্রস্তের দু'য়া

﴿أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾

উচ্চারণ ঃ "আন্নি মাস্সানিয়াদ্ব দ্বুররু ওয়াআংতা আরহামুর র-হিমীন।"

অর্থ ঃ "(হে আমার রব)! আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি এবং আপনি করুণাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাকারী (দয়ালু)।" (আল-আম্বিয়া ২১:৮৩)

www.pathagar.com

২০. ঈমানের মহব্বত বৃদ্ধির দু'য়া

"হে আল্লাহ! আমাদের মনে ঈমানের মহব্বত দান করুন। আমাদের দিলকে ঈমান দ্বারা সজ্জিত করুন। আমাদের মনে কুফরী, ফাসেকী ও নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিন এবং আমাদেরকে হিদায়াতপ্রাপ্তদের মধ্যে শামিল করুন।" (হুজুরাত ৪৯:৭ আয়াতের আলোকে)

২১. ঈমানদার মুসলিম ও নেক লোকদের জন্য দু'য়া

﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾

ক. উচ্চারণ ঃ "রব্বানা ওয়াসি'তা কুল্লা শাইয়ির রহমাতাওঁ ওয়া 'ইলমান ফাগ্‌ফির লিল্লাযীনা তা-বূ ওয়াত্‌তাবা'উ সাবীলাকা ওয়াকিহিম 'আযা-বাল জাহীম।"

অর্থ ঃ "হে আমাদের রব! আপনি আপনার অনুগ্রহ ও জ্ঞানসহ সবকিছুর ওপর ছেয়ে আছেন। সুতরাং সেসব লোককে আপনি ক্ষমা করে দিন যারা তওবা করে এবং যারা আপনার দীনের পথে চলে, এবং আপনি তাদের জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচান।" (আল মুমিন ৪০:৭)

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

খ. উচ্চারণ ঃ "রব্বানাগ্‌ ফিরলানা ওয়ালি ইখওয়ানিনাল্‌ লাযীনা সাবাক্বূ-না বিল ঈমানি ওয়ালা তাজ্‌'আল্‌ ফী কুলূবিনা গিল্লাল্‌ লিল্‌লাযীনা আ-মানু রব্বানা ইন্নাকা রাউফুর রহীম।"

অর্থ ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ও আমাদের সেসব ভাইকে ক্ষমা করুন যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে। আর আমাদের মনে ঈমানদার লোকদের বিরুদ্ধে কোন হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেননা। হে আমাদের রব! আপনি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু।" (আল হাশর ৫৯:১০)

২২. মুখের জড়তা দূরের দু'য়া

﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۞ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۞ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ۞ يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾

উচ্চারণ ঃ "রব্বিশ্‌ রহ্‌লী সদ্‌রী, ওয়াইয়াস্‌ সিরলী আমরী, ওয়াহ্‌লুল 'উক্বদাতাম্‌ মিল্‌লিসানী, ইয়াফ্‌কূহূ ক্বওলী।"

অর্থ ঃ "হে আমার মালিক! আপনি আমার জন্য আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দিন, আমার কাজ আমার জন্য সহজ করে দিন এবং আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে করে ওরা আমার কথা বুঝতে পারে।" (ত্বহা ২০:২৫-২৮)

২৩. ধন-সম্পদ বৃদ্ধির দু'য়া

﴿اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ "আল্লহুম্মা রব্বানা আন্‌যিল 'আলাইনা মা-য়িদাতাম মিনাস্ সামা-য়ি তাকূনা লানা 'ঈ'-দাল লিআওওয়ালিনা ওয়াআ-খিরিনা ওয়াআ-য়াতাম মিনকা, ওয়ারযুক্বনা ওয়া আন্‌তা খাইরুর র-যিক্বীন।"

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ হে আমাদের রব! আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ একটি খাঞ্চা পাঠান। এ হবে আমাদের জন্যে এবং আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার জন্য আনন্দোৎসব স্বরূপ এবং আপনার কুদরতের নিদর্শন। আর আমাদেরকে রিয্‌ক দিন, আপনিই শ্রেষ্ঠ রিয্‌কদাতা।" (আল মা-য়িদাহ ৫:১১৪)

২৪. আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রতি নির্ভরশীলতার দু'য়া

﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾

উচ্চারণ ঃ "রব্বানা 'আলাইকা তাওয়াক্‌কালনা ওয়া ইলাইকা আ-নাব্‌না ওয়া ইলাইকাল মাসীর।"

অর্থ ঃ "হে আমাদের রব! আমরা তো কেবল আপনারই ওপর ভরসা করছি। আমরা আপনার দিকেই ফিরে এসেছি এবং আমাদের তো আপনার দিকেই ফিরে যেতে হবে।" (আল মুমতাহিনা ৬০:৪)

২৫। বেশি বেশি নেক আমলের তাওফিকের দু'য়া

﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾

উচ্চারণ ঃ "রব্বি আওযি'নী আন আশকুরা নি'মাতাকাল্ লাতী আন'আমতা 'আলাইয়া ওয়া'আলা ওয়ালিদাইয়া ওয়াআন 'আমালা স-লিহান তারদ্ব-হু ওয়াআদখিলনী বিরহ্‌মাতিকা ফী 'ই'বাদিকাস্ স-লিহীন।"

অর্থ ঃ "হে আমার রব! আপনি আমাকে তাওফিক দিন যাতে করে আমাকে ও আমার পিতামাতাকে আপনি যেসব নিয়ামত দান করেছেন, আমি যেনো (বিনয়ের সাথে) তার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারি এবং আমি যেনো এমনসব নেককাজ করতে পারি যা আপনি পছন্দ করেন এবং আপনার অনুগ্রহ দিয়ে আমাকে আপনার নেককার বান্দাদের দলে অন্তর্ভুক্ত করে নিন।" (আন নাম্‌ল ২৭:১৯)

২৬. ইসলাম বিরোধীদের যুলুম থেকে পানাহ্‌র দু'য়া

﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

ক. উচ্চারণ ঃ "রব্বানা লা তাজ্'আলনা ফিত্‌নাতাল লিল্লাযীনা কাফারু ওয়াগ্‌ফির লানা রব্বানা ইন্নাকা আনতাল্ 'আযীযুল হাকীম।"

অর্থ ঃ "হে আমাদের রব! আপনি আমাদের জীবনকে কাফিরদের নিপীড়নের নিশানা বানাবেননা। হে আমাদের রব! আপনি আমাদের (গুনাহ্‌খাতা) মাফ করে দিন।

www.pathagar.com

অবশ্যই আপনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।" (আল মুমতাহিনা ৬০:৫)

﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (85) وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

খ. উচ্চারণ ঃ "রব্বানা লাতাজ্'আলনা ফিত্নাতাল লি ক্বওমিয্ য-লিমীন। ওয়া নাজ্জিনা বিরহমাতিকা মিনাল ক্বওমিল্ কা-ফিরীন।"

অর্থ ঃ "হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে যালিম সম্প্রদায়ের অত্যাচারের শিকারে পরিণত করবেননা এবং আপনার একান্ত রহমত দ্বারা আপনি আমাদেরকে কাফির সম্প্রদায়ের হাত থেকে মুক্তি দিন।" (ইউনুস ১০: ৮৫-৮৬)

২৭. ইসলামের ওপর দৃঢ় থাকার দু'য়া

﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

উচ্চারণ ঃ "রব্বানা আফ্রিগ্ 'আলাইনা সবরাওঁ ওয়াছাব্বিত আক্বদা-মানা ওয়ান্সুরনা 'আলাল ক্বওমিল কা-ফিরীন।"

অর্থ ঃ "হে আমাদের রব! আমাদেরকে ধৈর্যদান করুন, আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় করুন এবং কাফির সম্প্রদায়ের ওপর আমাদেরকে বিজয়ী করুন।" (আল বাকারাহ ২:২৫০)

২৮. পাপাসক্ত লোকদের সংস্পর্শ থেকে মুক্তির দু'য়া

﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

উচ্চারণ ঃ "রব্বানা লা তাজ্আ'লনা মা'আল ক্বওমিযয-লিমীন।"

অর্থ ঃ "হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে এই যালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেননা।" (আল আ'রাফ ৭:৪৭)

২৯. উত্তমরূপে কাজ সম্পাদনের দু'য়া

﴿رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾

উচ্চারণ ঃ "রব্বানা আ-তিনা মিল্লাদুন্কা রহ্মাতান ওয়াহাইয়্যি'লানা মিন্ আম্রিনা রশাদা।"

অর্থ ঃ "হে আমাদের প্রভু! একান্ত আপনার কাছ থেকে আমাদের ওপর অনুগ্রহ দান করুন। আমাদের এই কাজকর্ম (সম্পাদনের জন্য) আপনি আমাদেরকে সঠিক পথ দেখান।" (আল কাহ্ফ ১৮:১০)

৩০. জাতীয় জীবনে সমৃদ্ধির দু'য়া

﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾

উচ্চারণঃ "রব্বানাফ্তাহ্ বাইনানা ওয়াবাইনা ক্বওমিনা বিল হাক্কি ওয়াআংতা খইরুল ফা-তিহীন্।"

www.pathagar.com

অর্থ ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের জাতির লোকদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করে দিন। কেননা, আপনিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।"

(আল আ'রাফ ৭:৮৯)

৩১. নৌকায় আরোহণের দু'য়া

﴿بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

উচ্চারণ ঃ "বিসমিল্লাহি মাজরেহা ওয়ামুরসাহা ইন্না রব্বী লাগফূরুর রহীম"

অর্থ ঃ "আল্লাহর নামেই এটা চলবে ও থামবে। নিশ্চয়ই আমার প্রভু বড়ই ক্ষমাশীল, করুণাময় (দয়ালু)।" (হূদ ১১:৪১)

৩২ শয়তান থেকে পানাহ্‌র দু'য়া

﴿رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ۞ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ﴾

উচ্চারণ ঃ "রব্বি আ'ঊযুবিকা মিন হামাযাতিশ শায়াত্বীনি, ওয়া আ'ঊযুবিকা রব্বি আইঁ ইয়াহ্‌দ্বুরুন।"

অর্থ ঃ "হে আমার রব! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। হে আমার রব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট ওদের উপস্থিতি থেকে।" (আল মু'মিনুন ২৩:৯৭-৯৮)

৩৩. স্থলযানে আরোহণের দু'য়া

﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۞ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾

উচ্চারণ ঃ "সুবহানাল্লাযী সাখ্‌খারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহূ মুক্বরিনীনা ওয়াইন্না ইলা রব্বানা লামুনক্বালিবূন।"

অর্থ ঃ "পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সত্তার যিনি আমাদের জন্য এটা অনুগত করে দিয়েছেন, অথচ আমরা এর ওপর ক্ষমতাবান ছিলামনা। আমরা অবশ্যই আমাদের প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তন করবো।" (যুখরুফ ৪৩: ১৩-১৪)

হাদীস শরীফে বর্ণিত দু'য়াসমূহের বিবরণ

১. উযূ শুরুর দু'য়া

আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলেন, আমি এমন এক সময় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম, যখন তিনি উযূ করছিলেন এবং তাঁর যবান মুবারক থেকে এ দু'য়া উচ্চারিত হচ্ছিল, "হে আল্লাহ্‌! আমার গুনাহ্‌ মাফ করে দিন। আমার ঘরের প্রয়োজন মিটিয়ে দিন এবং আমার রিযিকে বরকত দান করুন।" (আন-নাসাঈ)

www.pathagar.com

২. উযূর শেষে দু'য়া

উমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে উযূ সম্পন্ন করার পর নিম্নলিখিত দু'য়া করে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হয়। সে যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা, বেহেশতে যেতে পারবে।" (সহীহ মুসলিম ও আত-তিরমিযী)

উচ্চারণ ঃ "আশ্‌হাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহু ওয়াশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ও রসূলুহু। আল্লহুম্মাজ্‌'আলনী মিনাত্ তাওয়াবীনা ওয়াজ্‌'আলনী মিনাল মুতাতহ্‌হিরীন।"

অর্থ ঃ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র বান্দা ও রসূল। হে আল্লাহ! আমাকে তাওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারী লোকদের মধ্যে শামিল করুন।" (সহীহ মুসলিম ও আত-তিরমিযী)

৩. মসজিদে প্রবেশের দু'য়া

আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, **"তোমাদের মধ্যে যখন কোন লোক মসজিদে প্রবেশ করে তখন আমাকে সালাম করার পর এ দু'য়া পড়বে,**

উচ্চারণ ঃ "আল্লহুম্মাফ্‌তাহ্‌লি আবওয়াবা রহমাতিকা।"

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন।" (সহীহ মুসলিম)

৪. মসজিদ থেকে বের হওয়ার দু'য়া

আবূ সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় এ দু'য়া পড়বে, "আল্লহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিন ফাদ্বলিক।"

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।" (সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসাঈ)

৫. নেকীর (সৎকর্মের) পাল্লা ভারির দু'য়া

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, **"এমন দু'টো বাক্য আছে যা দয়াময় আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়, মুখে উচ্চারণ করা অধিক সহজ এবং দাঁড়িপাল্লার পরিমাপে অনেক ভারী. বাক্য দুটো হলো,** "সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী, সুবহানাল্লহিল আযীম।"

অর্থ ঃ "আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণা করছি, আর পবিত্রতা ঘোষণা করছি সেই আল্লাহর যিনি অতি মহান।" (সহীহ আল বুখারী)

এটি সহীহ আল বুখারী শরীফের সর্বশেষ হাদীস।

www.pathagar.com

৬. পানাহারের দু'য়া

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন খাওয়া শুরু করবে, সে যেনো আল্লাহ্‌র নামে খানা শুরু করে (অর্থাৎ 'বিসমিল্লাহি ওয়া'আলা বারকাতিল্লাহ' বলে)।" (আবূ দাউদ ও আত-তিরমিযী)

৭. খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্' বলতে ভুলে গেলে তখন যা পড়তে হয়

যদি কেউ খাওয়ার শুরুতে আল্লাহ্‌র নাম বলতে ভুলে যাওয়ার পর খাওয়ার সময়, যখনই তার মনে পড়বে, তখন সে যেনো পাঠ করে, "বিসমিল্লাহি আওঅলাহু ওয়া আ-খিরাহু।"

অর্থ ঃ "খাবার প্রথমে ও শেষে আল্লাহর নামে শুরু করছি।" (আবূ দাউদ ও আত-তিরমিযী)

৮. খানা শেষের দু'য়া

আবূ সাঈদ (রা) বলেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানাহার শেষ করার পর নিম্নোক্ত দু'য়া পাঠ করতেন-"আলহামদু লিল্লাহিল্‌লাযী আত্ব'আমানা ওয়াসাক্বানা ওয়াজা'য়ালানা মিনাল মুসলিমীন।"

অর্থ ঃ "সমস্ত প্রশংসা ও শুকরিয়া আল্লাহ্‌র, যিনি আমাকে আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।" (আবূ দাউদ ও আত-তিরমিযী),

৯. যানবাহনে আরোহণের দু'য়া

আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে যাওয়ার জন্য উটের পিঠে সাওয়ার হতেন (যানবাহনে আরোহণ করতেন) তখন তিনি তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। অতঃপর বলতেন, "সুবহানাল্লাযী সাখ্‌খারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনীনা ওয়াইন্না ইলা রব্বিনা লামুনক্বলিবূন।"

অর্থ ঃ "পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সত্তার যিনি আমাদের জন্য এটিকে অনুগত করে দিয়েছেন, অথচ আমরা এর ওপর ক্ষমতাবান ছিলামনা। আমরা অবশ্যই আমাদের প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তন করবো।" (সহীহ মুসলিম)

১০. হাঁচিদাতার জন্য দু'য়া

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'য়ালা হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন। তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দেয় এবং 'আল্‌হামদু লিল্লাহ' বলে, তখন যেসব মুসলমান তা শুনবে, তাদের প্রত্যেকে এর জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লহ' বলবে (অর্থাৎ তোমার উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন)। পক্ষান্তরে হাই আসে শয়তানের পক্ষ হতে। সুতরাং তোমাদের কারো হাই আসলে সে যেনো যথাসম্ভব (মুখে হাত দিয়ে) তা দমিয়ে রাখে। কেননা তোমাদের কেউ হাই তুললে তার বিকৃত চেহারা দেখে শয়তান হাসতে থাকে।" (সহীহ আল বুখারী

www.pathagar.com

১১. জানাযা নামাজের দু'য়া

দ্বিতীয় তাকবীরের পর

দু'য়া ঃ আল্লহুম্মা সল্লিআ'লা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া'আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সল্লাইতা 'আলা ইবরহীমা ওয়া'আ'লা আলি ইবরহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ্। আল্লহুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া'আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারক্তা 'আলা ইবরহীমা ওয়া'আলা আলি ইবরহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ্।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ্ ! আপনি মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। তাঁর সম্মান, মর্যাদা ও প্রশংসা বৃদ্ধি করুন। তার অনুসারী ও বংশধরদের প্রতিও অনুরূপ করুন, যেমন করেছিলেন ইবরহীম ও তার অনুসারী বংশধরদের প্রতি। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অনুসারী বংশধরদের প্রতি বরকত (কল্যাণ) দান করুন, যেমন কল্যাণ দান করেছিলেন ইবরাহীম ও তাঁর অনুসারী বংশধরদের প্রতি। নিশ্চয়ই আপনি সপ্রশংসিত, মহাসম্মানিত।"

তৃতীয় তাকবীরের পর

দু'য়া ঃ "আল্লহুম্মাগ্ফির্ লিহাইয়্যিনা ওয়ামাইয়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়াগায়িবিনা ওয়া সগীরিনা ওয়াকাবীরিনা ওয়াযাকারিনা ওয়াউনসানা। আল্লহুম্মা মান্ আহ্য়্যাইতাহু মিন্না ফাআহ্ইহী 'আলাল ইসলামি ওয়ামান্ তাওয়াফ্ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্ফাহু আলাল্ ঈমানি। 'আল্লহুম্মা লা তাহ্রিমনা আজরাহু ওয়ালা তাফতিন্না বা'আদাহু।"

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত ও অনুপস্থিত, কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধ, পুরুষ ও স্ত্রীলোককে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! আমাদের ভিতর যাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবেন, তাদেরকে ইসলামের অন্তর্ভূক্ত রাখুন। যাদেরকে মৃত্যু দান করবেন, তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করুন। আমাদেরকে এর পুরস্কার হতে নিরাশ করবেনা এবং আমাদেরকে তারপর পরীক্ষায় নিক্ষেপ করবেনা।" (আবূ দাউদ)

১২. কবর যিয়ারতের দু'য়া

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় কতক কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেদিকে মুখ ফিরিয়ে বলতেন,

দু'য়া ঃ "আস্সালামু আলাইকা ইয়া আহ্লাল্ কুবূরী ইয়াগ্ফিরুল্লাহু লানা ওয়ালাকুম আনতুম সালাফুনা ওয়ানাহ্নু বিল্ আছার।"

অর্থ ঃ "হে কবরবাসীরা! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। ক্ষমা করুন আল্লাহ আমাদের এবং তোমাদেরকে। তোমরা আমাদের পূর্বসূরী, আমরা তোমাদের উত্তরসূরী।" (আত-তিরমিযী)

www.pathagar.com

১৩. সফরে বের হওয়ার দু'য়া

"হে আল্লাহ! আমরা এ সফরে আপনার নেক নযর ও করুণা কামনা করি এবং যে কাজে আপনি সন্তুষ্ট তা প্রার্থনা করি। আপনি আমাদের ওপর এ সফর সহজ করে দিন এবং এর দূরত্ব লাঘব করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ওপর এ সফরের সঙ্গী এবং আমাদের পরিবারের প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট এ সফরের কষ্ট, খারাপ দৃশ্য এবং তা হতে প্রত্যাবর্তন করে ধন-সম্পদের ক্ষতি ও পরিবার-পরিজনের দুঃখ-কষ্ট দর্শন হতে আশ্রয় চাই।" (সহীহ মুসলিম)

১৪. বাড়ি থেকে বের হওয়ার দু'য়া

দু'য়া ঃ "বিস্‌মিল্লাহি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লাহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।"

অর্থ ঃ "আল্লাহ্‌র নামে (রওয়ানা দিচ্ছি)। আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করছি। নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি আল্লাহ্ ছাড়া।" (আবূ দাউদ ও আত-তিরমিযী)

১৫. সফর থেকে ফিরে নিজের ঘরে প্রবেশের দূ'য়া

আবূ মালিক আশআরী (রা) হতে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম **বলেছেন, কোন ব্যক্তি যখন নিজের ঘরে প্রবেশ করে, তখন সে যেন বলে,** "আল্লহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা খাইরাল মাওলাজি ওয়াখাইরাল মাখ্‌রাজি বিস্‌মিল্লাহি ওয়ালাজ্‌না ওয়া'আলাল্লাহি তাওয়াক্‌কালনা।"

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আমার ঘরে প্রবেশ ও নির্গমন যেনো কল্যাণকর হয়। আমরা আল্লাহ্‌র নামে ঘরে প্রবেশ করলাম এবং আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করলাম।" অতঃপর সে যেন তার ঘরের লোকদের সালাম করে। (আবূ দাউদ)

১৬. নিদ্রার পূর্বে ও নিদ্রা থেকে উঠে দু'য়া

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) ও আবূ যর গিফারী (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিছানায় ঘুমাতে যেতেন তখন পড়তেন, "আল্লহুম্মা বিইস্‌মিকা আমূতু ওয়া আহ্‌ইয়া।"

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আপনার নামেই আমি মৃত্যুবরণ করি (ঘুমাই) এবং আপনার নামেই আমি জীবিত (জাগ্রত) হই।" (সহীহ আল বুখারী)

তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠে বলতেন, "আলহামদু লিল্লাহিল্‌লাযী আহ্‌ইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়াইলাইহিন্ নুশূর।"

অর্থ ঃ "সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর (নিদ্রার) পর আবার জীবন দান করেছেন এবং তাঁর দিকেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।" (সহীহ আল বুখারী)

১৭. শোয়ার সময় দু'য়া

"হে আল্লাহ! আমি (আমার মুখমণ্ডল) আপনার কাছে সোপর্দ করলাম, আমি আমার

www.pathagar.com

সব বিষয় আপনার ইখতিয়ারে ছেড়ে দিলাম এবং আপনার আশ্রয় গ্রহণ করলাম, আপনার আযাবের ভয়ে ও আপনার রহমতের আশায়। আপনার থেকে পালিয়ে আশ্রয় নেবার এবং নাজাত পাওয়ার স্থান আপনার কাছে ছাড়া আর কোথাও নেই। আপনি যে কিতাব নাযিল করেছেন তার উপর আমি ঈমান এনেছি। আপনি যে নবী পাঠিয়েছেন তাঁর উপর আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি।"

বারা' ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "এ দু'য়া পড়ে নিদ্রা যাবার পর যদি তোমার মৃত্যু হয়, তাহলে তুমি ফিতরাতের (ইসলামের) উপর মৃত্যুবরণ করবে।" (সহীহ আল বুখারী)

১৮. শোয়ার পর ডান হাত গালের নিচে রেখে দু'য়া

"হে আল্লাহ, আমার রব! আপনার নাম নিয়েই আমার পার্শ্বকে বিছানায় রাখলাম। আবার আপনার নাম নিয়েই একে উঠাবো। এ অবস্থায় যদি আমার জানকে আপনি রেখে দেন (মৃত্যুদান করেন) তবে এর ওপর রহম করুন। আর যদি ফেরত পাঠান তাহলে এর হিফাযত করুন যেমন আপনি আপনার নেক বান্দাদের বেলায় করে থাকেন।" (সহীহ আল বুখারী)

আবূ মাস'ঊদ আল বদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত পাঠ করবে, তা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম)

তাই আমাদের ইশার নামাজ শেষে ঘুমাতে যাবার সময় অন্যান্য দূ'য়ার সাথে সূরা বাকারার এ দু'টি আয়াত পাঠ করে নিদ্রা যাওয়া উচিত।

১৯. স্ত্রী সহবাসের দু'য়া

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যখন কোন লোক স্ত্রী সহবাস করার জন্য উদ্যত হবে, তখন এ দু'য়া পাঠ করবে, "বিস্‌মিল্লাহি আল্লহুম্মা জান্নিব্‌নাশ্ শাইত্বনা ও জান্নিবিশ্ শাইত্বনা মা রযাক্বতানা।"

অর্থ ঃ "আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ! আমাদের থেকে শয়তানকে দূরে রাখুন এবং আমাদের জন্য এ কাজের যাকিছু ফল নির্ধারণ করে রেখেছেন, তাকেও শয়তানের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে রাখুন।" (সহীহ আল বুখারী)

২০. শৌচাগারে যাওয়ার দু'য়া

দু'য়া ঃ "আল্লহুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল খুবছি ওয়াল খাবায়িছি।"

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! স্ত্রী-পুরুষ উভয় প্রকার দুষ্ট জিন্ থেকে আমি আপনার আশ্রয় কামনা করছি।" আনাস (রা) বর্ণিত: সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম]

www.pathagar.com

২১. শৌচাগার থেকে বের হওয়ার পরের দু'য়া

দু'য়া ঃ "গুফ্‌রানাকা আল্‌হামদু লিল্লাহিল্ লাযী আয্‌হাবা আন্নিল আযা ওয়া'আফানী"

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ্‌র যিনি অপবিত্র বস্তু আমার থেকে দূর করে দিয়ে আমাকে মুক্তি দিয়েছেন এবং ক্ষমা করেছেন।" (আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণিত: মিশকাত)

২২. বিপদের সময় যে দু'য়া পড়তে হয়

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপদের সময় এ দূ'য়া পড়তেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লহুল 'আযীমুল হালীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লহু রব্বুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি, ওয়া রব্বুল 'আরশীল আজীম।"

অর্থ ঃ "আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তিনি মহান, সহনশীল। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর প্রতিপালক এবং মহান আরশের মালিক।" (সহীহ আল বুখারী)

২৩. রোগমুক্তির দু'য়া

ক- দু'য়া ঃ "আযহিবিল বা'সা রব্বান্‌নাসি ইশফি ওয়াআনতাশ শাফী, লা শিফাআ ইল্লা শিফাউকা, লায়ুগাদিরু সাক্বামান।"

অর্থ ঃ "কষ্ট দূর করে দিন, হে মানুষের রব! আরোগ্য দান করুন। আপনিই আরোগ্য দানকারী। আপনি ছাড়া আর কোন আরোগ্য দানকারী (নিরাময় দানকারী) নেই। আপনি এমন আরোগ্য দান করুন, যারপর আর কোনো অসুখ থাকবে না।" [আনাস (রা) হতে বর্ণিত: সহীহ আল বুখারী]

খ- হযরত আয়েশা (রা) বলেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের কারো অসুখ হলে, তাকে ইয়াদাত করার সময় ডান হাত তার শরীরে ফেরাতেন এবং মুখে এ দু'য়া পাঠ করতেন।"

দু'য়া ঃ "আমসিহিল বা'সা রব্বাননাস, বিইয়াদিকাশ শিফাউ, লা কাশিফা লাহু ইল্লা আনতা।"

অর্থ ঃ "হে মানুষের মালিক! এ ব্যথাটি দূর করে দিন। আরোগ্য দান করুন। আরোগ্য দান তো একমাত্র আপনারই হাতে। আপনি ছাড়া আর কোন আরোগ্য দানকারী নেই।" (সহীহ আল বুখারী)

২৪. দুশ্চিন্তা, অলসতা ও ভীরুতা থেকে মুক্তির দু'য়া

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাগুলো বলে দূ'য়া করতেন, "আল্লহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হুযনি ওয়াল 'আজযি ওয়াল কাস্‌লি ওয়াল বুখ্‌লি ওয়াল যুব্‌নি ওয়াদ্বিলাইদ দাইনি ওয়া গলাবাতির রিজালি।"

www.pathagar.com

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই ভাবনা, দুশ্চিন্তা, অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা, কৃপণতা, ঋণের বোঝা এবং লোকের প্রতিপত্তি হতে।" (সহীহ আল বুখারী)

২৫. কবরের আযাব, ফিতনা ও অতীব বার্ধক্য থেকে মুক্তির দু'য়া

"হে আল্লাহ্! আমি আশ্রয় চাই অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা, অতীব বার্ধক্য থেকে। আমি আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে এবং আপনার কাছে আশ্রয় চাই জীবিত অবস্থায় ও মৃত্যুকালীন সময়ের ফিতনা থেকে।" (সহীহ আল বুখারী)

২৬. জাহান্নাম, কবরের আযাব, দাজ্জাল এবং হায়াত-মওতের ফিত্না থেকে আশ্রয়ের দু'য়া

"আল্লহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন্ 'আযাবি জাহান্নাম ওয়া আ'উযুবিকা মিন্ 'আযাবিল্ ক্বাবরি, ওয়া আ'উযুবিকা মিন্ ফিত্নাতিদ্ দাজ্জালি ওয়া আ'উযুবিকা মিন্ ফিত্নাতিল্ মাহ্ইয়া ওয়াল মামাতি"–**"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে, দাজ্জালের ফিতনা এবং হায়াত ও মওতের ফিত্না থেকে।"** [আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; সহীহ আল বুখারী]

২৭. সর্বাপেক্ষা উত্তম ক্ষমা কামনা (সাইয়্যিদুল ইসতিগফার)

শাদ্দাদ ইবনে আওস থেকে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, **"যে ব্যক্তি এই কথাগুলো দিনের বেলায় দৃঢ় নিশ্চয়তার সাথে বলে এবং সন্ধ্যা হবার পূর্বে সেদিনই মারা যায়, সে বেহেশ্তবাসী। আর যে ব্যক্তি রাত্রি বেলায় আন্তরিকতার সাথে বলে এবং সকাল হওয়ার পূর্বেই যদি সে মারা যায়, সেও বেহেশ্তবাসী।"**

সাইয়্যিদুল ইসতিগফার : "আল্লহুম্মা আংতা রব্বী লা ইলাহা ইল্লা আংতা খলাক্বতানী ওয়াআনা 'আবদুকা ওয়াআনা 'আলা 'আহ্দিকা ওয়াওয়া'দিকা মাসতাত্ব'তু আ'উযুবিকা মিন শাররি মাসানা'তু আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়্যা ওয়া আবূউ লাকা বিযাম্বী ইয়াগফিরলী ফাইন্নাহু লাইয়াগ্ফিরুযুনূবা ইল্লা আংতা।" (সহীহ আল বুখারী)

অর্থ ঃ "হে মাবূদ! আপনিই আমার প্রতিপালক। আপনি ছাড়া আর মাবূদ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমিই আপনার বান্দা। আমি যথাসাধ্য আপনার সাথে কৃত ওয়াদা-অঙ্গীকারের ওপর দৃঢ় থাকবো। আমার কৃতকর্মের কুফল ও অশুভ পরিণাম হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। আপনি আমাকে যেসকল নিয়ামত দিয়েছেন, আমি সেই নিয়ামতের কথাও স্বীকার করছি এবং আমার গুনাহ্র কথাও স্বীকার করছি। আপনি আমাকে মাফ করুন। কেননা আপনি ব্যতীত গুনাহ্ মাফ করার আর কেউ নেই।" (সহীহ আল বুখারী)

www.pathagar.com

কতিপয় খাস দূ'য়া

১. "হে আল্লাহ! হিফাযত করুন আমার দিলকে মুনাফেকী থেকে, আমার আমলকে রিয়া থেকে, আমার জিহ্বাকে মিথ্যা থেকে ও আমার চোখকে খিয়ানত থেকে।"

২. "হে আল্লাহ! যতোদিন বেঁচে আছি, বেশি বেশি নেকী কামাই করার তৌফিক দিন এবং মৃত্যু যেনো আমাকে সকল মন্দ থেকে রেহাই দেয়।"

৩. "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যে রিযিক দিয়েছেন তাতেই আমাকে সন্তুষ্ট রাখুন এবং যতোটুকু দিয়েছেন তাতেই বরকত দান করুন। হে আল্লাহ! হালাল উপার্জন যেনো আমার জন্য যথেষ্ট হয়; হারাম উপার্জনের যেনো প্রয়োজন না হয়। আমাকে অভাবমুক্ত রাখুন; কারো মুখাপেক্ষী করবেননা।"

৪. "হে আল্লাহ্! যতোদিন বেঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর, ততোদিন আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন এবং যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয় তখন আমাকে মৃত্যু দিন।" (সহীহ আল বুখারী)

৫. "হে আল্লাহ! আপনার দীনকে কায়েম করার তাওফিক দিন। আপনার পথে শহীদ হওয়ার সুযোগ দিন এবং আপনার নবীর শাফা'য়াত ও আপনার সন্তুষ্টি নসীব করুন।"

৬. "হে আল্লাহ্! আমাকে তাওফিক দিন যাতে আমি তাওবাকারী হই, আমাকে পবিত্র লোকদের মধ্যে শামিল করুন, আপনার প্রিয় ও সৎকর্মশীল বান্দাদের মধ্যে গণ্য হবার যোগ্য করুন এবং আপনার নৈকট্যলাভকারী অগ্রবর্তীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।"

৭. "হে আল্লাহ্! আমাদের মধ্যে ঈমানের মহব্বত সৃষ্টি করে দিন। আমাদের অন্তরকে ঈমানের জ্যোতিদ্বারা আলোকিত করুন। আমাদের মনে কুফরী, ফাসেকী ও নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিন এবং আমাদেরকে হিদায়াতপ্রাপ্তদের মধ্যে শামিল করুন। আপনি যদি হিদায়াত না করতেন তাহলে আমরা কিছুতেই হিদায়াত পেতাম না।"

৮. "হে আল্লাহ্! আমাদেরকে আপনার যিকির করার ও শোকর আদায় করার এবং ভালভাবে আপনার ইবাদত করার তাওফিক দিন।"

৯. "হে আল্লাহ্! আমরা আপনার কাছ থেকে পেতে চাই নৈতিক পবিত্রতা, অভাবশূন্যতা, তাকওয়া, হিদায়াত এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সুন্দর পরিণাম। আর আমরা পানাহ চাই সন্দেহ, ঝগড়া, মুনাফেকী, কপটতা, রিয়া ও আপনার দ্বীনের ব্যাপারে দুর্নামের ইচ্ছা থেকে। আশ্রয় চাই আমরা শয়তানের কুপ্ররোচনা থেকে।"

১০. "হে আল্লাহ্! আপনার কাছে চাই ক্ষমা, শান্তি ও সুস্বাস্থ্য। দ্বীন, দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের নিষ্কলুষ রাখুন। আমরা আপনার কাছে পানাহ্ চাই, অচল

www.pathagar.com

বার্ধক্য, ঋণের বোঝা, বৃদ্ধ বয়সের কষ্ট ও অপমানজনক ও অকস্মাৎ মৃত্যু থেকে। আপনি আমার সব কাজ সহজ করে দিন আর ঈমানের সাথে মৃত্যু দিন।"

১১. "আল্লাহুম্মা আহ্সিন 'আকিবাতানা ফিল উমূরি কুল্লিহা ওয়াআজিরনা মিন খিয্য়িদ দুনিয়া ওয়া'আযাবিল আখিরাহ।"

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ্! আমাদের সব ব্যাপারের পরিণাম সুন্দর ও কল্যাণকর করুন এবং আমাদের দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও আখিরাতের আযাব থেকে রক্ষা করুন।"

১২. "আল্লহুম্মা গ শিনা বিরহমাতিকা ওয়াআনযিল্ 'আলাইনা মিন বারাকাতিকা ওয়াআযিল্লানা তাহ্তা 'আরশিকা ইয়াওমা লা যিল্লা ইল্লা যিল্লুকা।"

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ্। আমাদেরকে আপনার রহমত দ্বারা ঢেকে নিন। আমাদের ওপর আপনার পক্ষ থেকে যাবতীয় বরকত নাযিল করুন। আর যেদিন আপনার (রহমতের) ছায়া ছাড়া কোন ছায়া থাকবেনা, সেদিন আমাদের ওপর আপনার আরশের ছায়া দান করুন।"

১৩. "আল্লহুম্মা ইন্না মাগফিরাতাকা আউসাও মিন যুনূবিনা ওয়ারাহমাতাকা আরযা 'ইনদানা মিন 'আমালিনা।"

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আমাদের গুনাহ্র চেয়ে আপনার মাগফিরাত অনেক প্রশস্ত। আর আমরা আমাদের আমলের চেয়ে আপনার রহমতের আশাই বেশি করি।"

১৪. "আল্লহুম্মা ইন্না ক্বলুবানা ওয়ানাওয়াসিয়ানা ওয়াজাওয়ারিহানা বিয়াদিকা লাম তুমাল্লিকনা মিনহা শাইয়ান- ফাইযা ফাআ'ল্তা যালিকা বিনাফাকুন আংতা ওয়ালিয়্যানা ওয়াইহ্দিনা ইলা' সাওয়াইস্ সাবীল।"

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ্! আমার অন্তর, ললাট ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আপনার কবজায় রয়েছে। এর কোনটাই আমার মালিকানায় দেননি। আপনি যখন আমাদেরকে এ অবস্থায়ই রেখেছেন, তখন আপনি আমাদের অভিভাবক হয়ে যান এবং আমাদেরকে সরল-সঠিক পথে চালান।"

১৫. "ইয়া মুক্বাল্লিবাল ক্বলূবি ছাব্বিত ক্বলূবানা 'আলা দীনিকা, ইয়া মুসাররিফাল ক্বলূবি সর্রিফ ক্বলূবানা 'আলা ত্ব'য়াতিকা, ইয়া মুনাব্বিরাল ক্বলূবি নাব্বির ক্বলূবানা বিনূরি মা'রিফাতিকা।"

অর্থ ঃ "হে দিলের মালিক! আমার কাল্বকে আপনার দ্বীনের ওপর মযবূত করে দিন। হে কাল্বের পরিচালক! আমার দিলকে আপনার অনুগত করুন। হে অন্তরকে আলোকিতকারী! আমার দিলকে আপনার পরিচয় দ্বারা আলোকিত করুন।"

১৬. "হে আল্লাহ্! আমি আপনাকে ও আপনার রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহব্বত করার এবং আপনার পথে জিহাদ করাকে পছন্দ করার তাওফিক চাই। আর যে আপনাকে ভালবাসে, তাকেও ভালবাসতে চাই। এমন আমল করার তাওফিক চাই যা আমাদের মধ্যে আপনার ভালবাসা বৃদ্ধি করবে। হে আল্লাহ! আমি যেনো আমার নিজের, আমার পরিবারের, আমার মালের ও ঠাণ্ডা পানির চেয়েও আপনাকে বেশি ভালোবাসতে পারি সে তাওফিক দিন।"

www.pathagar.com

১৭. "হে আমার রব! যদি আধিক্যের কারণে আমার গুনাহ্ বিরাট হয়ে থাকে, তবে আপনার ক্ষমা, মহানত্ব ও মহত্বের কাছে তা কিছুই নয়। যদি নেককার বান্দাহ্ ছাড়া আপনার কাছে কারো আশার স্থান না থাকে, তবে অপরাধী বা গুনাহ্গার বান্দা কাকে ডাকবে? আর কার কাছে সে করুণা ভিক্ষা করবে? হে প্রভু! আপনার হুকুম মতো আমি বিনয়ের সাথে আপনাকে ডাকছি। আপনি আমার দু'হাত খালি ফেরত দিলে কে আছে তা পূর্ণ করে দেবে? আপনার কাছে আশা ও সুন্দর ক্ষমা ছাড়া আমার আর কোন উসীলা নেই। আমি একজন নিবেদিতপ্রাণ মুসলিম।"

১৮. "হে আল্লাহ! আমরা আপনার দরবারে আবেদন জানাই, আমাদেরকে দান করুন পরিপূর্ণ ঈমান, সঠিক বিশ্বাস, ভীত হৃদয়, যিকিরে লিপ্ত জিহ্বা, ভীত ও নিরোগ কাল্ব, প্রশান্ত, তৃপ্ত ও কামনামুক্ত নাফ্স, পরিপূর্ণ ও সুস্থ দেহ-মন ও সুন্দর চরিত্র। আপনার নিকট চাই পবিত্র ও হালাল রিযিক, খালেস (সত্যিকারের) তওবা, মৃত্যুর পূর্বে তওবা, মৃত্যুর সময়ে শান্তি, মৃত্যুর পর ক্ষমা ও দয়া, বিচারের সময় মার্জনা, বেহেশত লাভের সাফল্য ও দোযখ থেকে পরিত্রাণ। হে মহাপরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল! আপনার দয়ায় আমার দু'য়া কবূল করুন। হে আমার প্রতিপালক! আমার ও আমার পরিজনের জ্ঞান বাড়িয়ে দিন। আর দান করুন বিশুদ্ধ বোধশক্তি, তীক্ষ্ণ চিন্তাশক্তি, ক্ষতিহীন ব্যবসা এবং পবিত্র ও অফুরন্ত রিযিক। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে সৎকর্মশীল বান্দাদের দলে শামিল করুন, দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করুন, পরকালের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন এবং বেহেশ্তে প্রবেশ করান ন্যায়বান বান্দাদের সঙ্গী করে। হে আমার প্রতিপালক! আবদার করি আপনার রহমতের ছায়া, আপনার নবীর শাফা'য়াত (সুপারিশ) এবং আপনার পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি।"

নিয়মিত নামাজ না পড়ে পীরের মুরীদ হওয়ার অসারতা

আমাদের দেশে বেশ কিছু লোক আছে যারা তরীকত, হাকীকত, মারেফাত নিয়ে ব্যস্ত কিন্তু শরীয়তের ধার ধারেনা। কলবের মরিচা দূর করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, অথচ তারা ফরয পালন তথা নিয়মিত নামাজ-রোযা করেনা। হালাল-হারাম মানেনা। অর্জিত সম্পদ বৈধ না অবৈধ, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করেনা। তারা জানেনা যে, কল্ব পরিষ্কার রাখা ও কলবের মরিচা দূর করার উপায়ই হচ্ছে নামাজ। নামাজ আদায় এবং কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া যে কল্ব পরিষ্কার করা যায়না বা কল্বের ময়লা দূর হয়না, তা তারা জানেনা। তাদের অনেকের ধারণা, যেহেতু তারা কথিত পীরের মুরীদ হয়েছে, তাই তাদের নামাজ-রোযার দরকার নেই। কথিত পীরই পার করবেন। কারণ তারা নিয়মিত কথিত পীরকে নযরানা দিয়ে থাকে। আসলে এটা স্পষ্ট গোমরাহীর ধারণা। চরম পথভ্রষ্টতা।

পীর ও পীরের মুরিদ হওয়ার ব্যাপারে কিছু কথা

'পীর' ফারসী শব্দ। এর অর্থ বৃদ্ধ। পারিভাষিক অর্থে যিনি ইসলামের ধর্মীয় বিধি-বিধানে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন, পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মূল আরবী পাঠ অধ্যয়ন

www.pathagar.com

করে বুঝতে ও মাসয়ালা বের করতে পারেন এবং ইসলামের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, নফল সব ধরনের ইবাদত নিজেও নিষ্ঠার সাথে পালন করেন এবং তার পরিবারের সবাইকে তা পালন করতে দেখা যায়; যিনি হারাম তো দূরের কথা, একটা মুবাহ (যা করলে গুনাহ নেই, তবে না করাই ভাল) কাজও করেন না, শরীয়তের সব বিধি-বিধান পালনের পর মুরাকাবা-মুশাহাদা, তাসবীহ-তাহলীল এক কথায় দিন-রাতের অধিকাংশ সময় ইবাদতে মগ্ন থাকেন, মানুষকে সৎকাজের উপদেশ দেন এবং অসৎকাজ থেকে বারণ করেন, তাঁকেই পীর বলা হয়।

সারকথা সাহাবায়ে কিরামের যুগে তাঁরা যখন কোন সমস্যায় পড়তেন, সরাসরি আল্লাহ্‌র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের নিকট জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন। তাঁদের পরবর্তী তাবেঈগণ সাহাবায়ে কিরাম (রা)কে জিজ্ঞেস করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ইসলাম দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়ায় শরীয়তী ও রূহানী শিক্ষার জন্য মুসলমানগণ যে কামেল পরহেযগার লোকদের কাছে যেতে শুরু করেন, মূলত তাঁরাই পীর। বাংলা, উর্দু, ফারসী ভাষায় যাকে পীর বলা হয়, আরবীতে তাকে 'শায়খ' বলা হয়ে থাকে। ইরানের তথা শীয়া সম্প্রদায়ে এঁদের বলা হয় 'ইমাম' এবং তারা নিষ্ঠার সাথে ইমামের নেতৃত্ব মেনে চলেন। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে তাদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতাকে বলা হয় 'সিদি'। সম্ভবত আরবী 'সাইয়্যেদি' (অর্থাৎ আমার নেতা) থেকে সিদি শব্দ উদ্ভূত হয়েছে। তাদের খানকাহ্‌কে বলা হয় 'তেক্কে' কিংবা 'যাবিয়াহ'। শীয়াদের ইমাম এবং আফ্রিকার সুন্নী মুসলমানদের সিদিগণ ধর্মীয় এবং আধুনিক শিক্ষায় সেরা পণ্ডিত এবং ইবাদত-বন্দেগীতে অন্যদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শে পরিণত হয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে আমাদের দেশে এমন পীরও দেখা যায় যারা আদৌ ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত নন। অনেক পীরজাদা আছেন যারা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ দাঁড়ি পর্যন্ত রাখেননা এবং প্রতিদিন Clean Shave করেন। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ইসলামের আকিদাও তাদের মাঝে অনুপস্থিত। তবে যেসব পীর সঠিকভাবে সর্ববিষয়ে শরীয়াত অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করেন এবং যাদের দরবারে শরীয়াত বিরোধী ও বিদআতী কাজ হয়না, তারা হক্কানী পীর।

আধ্যাত্মিক বা রূহানী শিক্ষার উৎসও ছিলেন সাহাবায়ে কিরাম (রা), যাঁদের প্রশংসা করে মহান আল্লাহ্‌ বলেছেন,

﴿تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾

উচ্চরণ ঃ "তারাহুম রুক্কায়ান সুজ্জাদাইঁ ইয়াবতাগূনা ফাদ্বলাম মিনাল্লাহি ওয়ারিদ্বওয়ানা।"

অর্থ ঃ "আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকূ ও সিজদায় অবনত দেখবেন।" (আল ফাতহ ৪৮:২৯)

এ প্রেক্ষিতে বর্তমানকালের যে প্রধান প্রধান তরীকাগুলো চালু আছে (কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া, মুজাদ্দেদিয়া, সুহরাওয়ার্দিয়া প্রভৃতি), এর সবগুলোর উৎসও

www.pathagar.com

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক অথবা হযরত আলী (রা)। উল্লেখ্য, মুসলমানদের স্বর্ণযুগে যখন ইসলামী মুজাহিদগণ দেশের পর দেশ জয় করে চলছিলেন, তখন রোমান সম্রাট মুসলিম বাহিনীর এ জয়যাত্রার অন্তর্নিহিত কারণ জানতে মদীনায় গুপ্তচর পাঠালেন। গুপ্তচরটি বেশ কিছুদিন মদীনায় অবস্থান করে ফিরে গিয়ে সম্রাটকে জানালো,

"হুম ফিল-লায়লি রুহ্বান ওয়াফিন-নাহারি ফুরসান।" (তারা রাতের বেলায় সংসারত্যাগী দরবেশ আর দিনের বেলায় ঘোড় সওয়রি সৈনিক)।

আমাদের এ উপমহাদেশে ইসলামের আগমন হয়েছে প্রধানত পীর-অলী-দরবেশগনের মাধ্যমেই। ভারতবর্ষের ছোট-বড় নানা জাত-পাতের বিভেদ সত্ত্বেও তাদের সবার সাথে মধুর ব্যবহার, নিজেদের ধর্মনিষ্ঠা, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবার উপকারের চেষ্টা, সমাজকল্যাণমূলক কাজ, পরোপকার ইত্যাদির মাধ্যমে তারা আপন করে নেন সবাইকে। এ জন্যে প্রয়োজনে তারা মজলুমের পক্ষ হয়ে লড়াই করেছেন জালিমের সঙ্গে, এলাকায় রাস্তাঘাট, পুকুর-খাল খনন করে জনগণের কল্যাণে নিবেদিত হয়ে কাজ করেছেন। মসজিদ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। ভক্তদের দেয়া অর্থে গরীব-দুঃখী মানুষকে সাহায্য করেছেন। নিজ খানকাহে লংগরখানা খুলে গরীব-দুঃখী মানুষের আহারের ব্যবস্থা করেছেন। ফলে দলে দলে লোক তাদের হাতে বায়আত হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করে ধন্য হয়েছেন। হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহ), হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রহ), হযরত শাহজালাল (রহ), হযরত খানজাহান আলী (রহ), হযরত বায়েজীদ বুস্তামী (রহ) প্রমুখ শত শত অলীয়ে কামেল-এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সেবার কথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। যদিও পরবর্তীতে এসব মর্দে মুজাহিদের অন্ধ অনুসারীরা তাঁদের মাযারসমূহ নানা ধরনের শিরক-বিদ'আতের আখড়ায় পরিণত করে ফেলেছে। অপরদিকে প্রকৃত অলীয়ে কামেল পীরের পাশাপাশি কিছু কিছু ভণ্ড পীরেরও আবির্ভাব হয়েছে।

বর্তমানে একজন বাবা পীরের যদি পাঁচটি পুত্র সন্তান থাকে তারা সবাই বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠা করে পীরসাহেব, পীরজাদা বা সাহেবজাদা হবার ঘোষণা দিয়ে থাকেন। এদের কেউ কেউ কুরআন-হাদীসের অর্থ বুঝে ফয়সালা দেয়া তো দূরের কথা, সহীহ শুদ্ধভাবে কুরআন শরীফ পড়তেও পারেননা। কেউ কেউ বলেন, মুরাকাবা-মুশাহাদাই আসল, নামায-রোযার কোনই প্রয়োজন নেই। কেউ বা বলেন, মনে মনে কাবা শরীফের ধ্যান করলেই হজ্জ করা হয়ে যায়। কেউ বা গাঁজা-ভাং ইত্যাদি নেশা করাকে বৈধ করে নিয়েছেন, আর কেউ বা নারী-পুরুষ একত্রে গান-বাজনায় মত্ত থাকেন। এক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই জেনে রাখতে হবে, যে পীর ইসলামী শরীয়তের একটি নফল কাজকেও অবজ্ঞা করবেন, তিনি যতো বড় ডিগ্রিধারীই হোন বা পোশাক আশাক, চেহারা সূরতে যতো বুযুর্গই হোন না কেন, তিনি মুসলমানের পীর হতে পারেননা। সোজা কথায় আল্লাহ্র রসূল সল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের যে কাজ যেভাবে করেছেন কিংবা করতে বলেছেন, তার এক চুল এদিক সেদিক করার অধিকারও কোন পীরের নেই। এ প্রসঙ্গে মোল্লা আলী কারী (রহ) মিশকাত শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ 'মিরকাতে' উল্লেখিত ইমাম মালেক (রহ)-এর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি ফিকহ (শরীয়ত) শিখলো কিন্তু তরীকত (ইলমে মা'রিফাত) শিখলোনা, সে ফাসিক; যে তরীকত শিখলো কিন্তু ফিকহ (শরীয়ত) শিখলো না, সে যিন্দীক (ধর্মদ্রোহী); আর যে উভয়টি শিখলো, সে নির্ভরযোগ্য।" (মিরকাত)

কাজেই আমাদেরকে সাবধান হতে হবে, ইলমে মা'রিফাত শিখতে গিয়ে যেনো আমরা কোন যিন্দীক বা ধর্মদ্রোহীর শিকারে পরিণত না হই।

পীর ছাড়া পার নেই ঃ কিছু মন্তব্য

প্রিয় ভাইসব!, **'পীর ছাড়া পার নেই'** কথাটি কার? কোন বুযুর্গ ব্যক্তি কি এ উক্তিটি করেছেন? এ কথাটি কী হাদীস শরীফে এসেছে? অথচ এ কথাটি এক শ্রেণীর অন্ধভক্ত মুরীদের মুখে প্রায়ই শোনা যায়। পরকালে পার করার মালিক তো আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা, যিনি বিচার দিনের মালিক এবং এ বিশ্বজগতের নিয়ন্ত্রক। হাদীস শরীফ থেকে জানতে পারি, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুপারিশ বা শাফায়াত করার অনুমতি বা সুযোগ প্রদান করা হবে এবং আমাদের প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের জন্য মহান আল্লাহ্র দরবারে শাফা'য়াত করবেন এবং তাঁর শাফা'য়াত কবূল করা হবে। তবে তিনি কাদের জন্য শাফা'য়াত করবেন? তিনি তাদের জন্য শাফা'য়াত করবেন যাদের জন্য শাফা'য়াত করার অনুমতি আল্লাহ্ তাকে দিবেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ যাকে শাফা'য়াত করার অনুমতি দেবেন, তিনিই কেবল শাফা'য়াত করতে পারবেন। আয়াতুল কুরসীতে স্পষ্টভাবে বলা আছে, "কে আছে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে" (২:২৫৫)?

সুপারিশ বা শাফা'য়াত সম্পর্কে আরো জানতে হলে দেখুন, কুরআন ৬:৫১,৯৪, ৭:৫৩, ১০:৩, ১১:১০৫, ১৬:৭৪, ১৯:৮৭, ২০:১০৯, ২১:২৮, ৩৪:২৩, ৩৯:৪৩,৪৮, ৪০:১৮, ৪৩:৮৬, ৫৩:২৬, ৭৪:৪৮, ৭৮:৩৭,৩৮ এবং ৮২:১৯।

পার করার ক্ষমতা যদি পীর সাহেবদের হাতে থাকে তবে এ বক্তব্য কুরআনে নেই কেন? রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লক্ষাধিক হাদীসের ভিতর এ গুরুত্বপূর্ণ(?) কথাটি অন্তর্ভুক্ত হলোনা কেন? বস্তুত এটা একটা মনগড়া কথা ও চরম বিভ্রান্তিমূলক। বরং এমন আকীদা রাখলে ঈমান থাকা নিয়ে সন্দেহ আছে। তাই এহেন ধারণা-বিশ্বাস বর্জন করতে হবে। তাছাড়া এসব কথিত পীরের দরবারে শরীয়ত বহির্ভূত কাজ যেমন, নারী-পুরুষের বেপর্দায় সহাবস্থান, কাওয়ালী গান-বাজনা ইত্যাদি হয়ে থাকে, যেটা কোনদিনই মারিফাত বা তাসাওউফের শিক্ষা নয়, বরং বিদ'আত।

অত্যধিক অর্থ-সম্পদ অর্জনের বাসনা

সুপ্রিয় ভাইসব! প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও যেকোনো উপায়ে, যেভাবেই হোক, অত্যধিক

www.pathagar.com

অর্থ-সম্পদ অর্জনের অদম্য বাসনা এবং সে লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা এক প্রকার অসুস্থতা। আর এ ব্যাধিই মানুষকে অবৈধ সম্পদ অর্জনের পথে ধাবিত করে; ঘুষ-দূনীতিতে নিমজ্জিত করে। একটি পরিবারের সদস্যদের সুন্দরভাবে, উত্তমরূপে জীবনযাপনের জন্য কত অর্থ দরকার? ১ কোটি, ৫ কোটি, ১০ কোটি, না ১০০০ কোটি টাকা। নাকি আরো বেশি? একটি পরিবারের বসবাসের জন্য কয়টা বাড়ি দরকার? চলাচলের জন্য কয়টা গাড়ি দরকার? কয়টি শিল্প থাকলে একজন লোক সুখী? কি পরিমাণ জমি থাকলে একজন সন্তুষ্ট ও সুখী? একজন মানুষ একসাথে কয়টি মুরগির রান খেতে পারে? আসলে এসব প্রশ্নের উত্তর আপেক্ষিক। মানুষের প্রয়োজনের শেষ নেই। আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি যখন মক্কায় মিম্বরে ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন বললেন, হে লোক সকল! রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আদম সন্তানকে যদি স্বর্ণে পরিপূর্ণ একটি উপত্যকাও দেয়া হয় তখন সে দ্বিতীয়টির জন্য লালায়িত থাকবে। আর দ্বিতীয় একটিও যদি তাকে দেয়া হয়, তবে সে তৃতীয়টির জন্য লালায়িত থাকবে। (তবে) আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া আর কিছু দিয়েই ভরবেনা। তবে যে তাওবা করবে, আল্লাহ্ তার তাওবা কবূল করবেন।" (সহীহ আল বুখারী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-ও অনুরূপ দু'টো হাদীস বর্ণনা করেন যা সহীহ আল বুখারীতে আছে। এসব হাদীসের শিক্ষণীয় দিকগুলোর প্রতিফলন কি বর্তমান সময়ের বিত্তশালী লোক বা পীর সাহেবদের মাঝে দেখা যায়?

বাংলাদেশে অগণিত পীর সাহেব রয়েছেন। প্রতিটি জেলায় অনেক পীর সাহেব দরবার প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং মুরীদের নযরানা হিসেবে প্রতিদিন প্রচুর টাকা কামাই করে আসছেন। তাদের এ উপার্জন কি বৈধ? মুরীদ ভাইদের নিকট প্রশ্ন, ধনী ব্যক্তিদেরকে দান করা কি জায়েয? নযরানা আর দান করার মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে? বর্তমানে এ উপমহাদেশের পীরসাহেবগণ প্রতিদিন নযরানা হিসেবে যে অর্থ আদায় করেন তার পরিমাণ বিরাট (উল্লেখ্য, এক পীরজাদা তো তার বাবার নিকট থেকে প্রাপ্ত মুরীদের নযরানার টাকায় জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনে নির্বাচন করে আনুমানিক ২০০০ কোটি টাকা খরচ করেছেন। অথচ তার দল একটি আসনেও জয়লাভ করতে পারেনি)। নযরানার লক্ষ কোটি টাকায় অসংখ্য শিল্প-কারখানা তৈরি করে, নয়ানাভিরাম অট্টালিকা বানিয়ে, আর সম্পদের পাহাড় গড়ে কি বিশ্ব অলী হওয়া যায়?।

আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের পক্ষ থেকে পরকালে পার হওয়ার ঘোষণা শুধু তাদের জন্যই, যারা নিজেদের জীবনকে শরীয়াতের ওপর পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং দুনিয়ার সম্পদের লোভ পরিহার করে নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো সহজ সরল জীবন-যাপন বেছে নিয়েছেন। সূতরাং যারা শরীয়াতের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহের ধার ধারেননা তারা অন্যদের পার করতে পারবেন তো দূরের কথা, বরং নিজেরাই কিভাবে পার হবেন, সেটাই বড় কথা। আমাদের দেশের পীর

www.pathagar.com

সাহেবগণ মুরীদগণ থেকে প্রাপ্ত লক্ষ-কোটি টাকাকে নিজের সম্পদ মনে করে থাকেন এবং নিজেদের পরিবারের জন্য অত্যাধুনিক প্রাসাদ অট্টালিকা ও শিল্প-কারখানা তৈরি কিংবা সন্তানদের শিক্ষার জন্য পশ্চিমা দেশসমূহে প্রেরণ করে তা ব্যয় করে থাকেন। অথচ এ অর্থের কোন যাকাত বা ট্যাক্স তারা দেন বলে জানা যায়না। অতিরিক্ত ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখা নবীর আদর্শ নয় এবং যারা তা করে, তারা আমাদের নেতা বা পীর হতে পারেনা। অপরদিকে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে আমরা জানতে পারি, নবীজীর সংসারে তেমন সচ্ছলতা ছিলনা। এমনকি নিয়মিতভাবে তাঁর ঘরে চুলাও জ্বলতো না। আয়েশা (রা) বলেন,

"কোন কোন সময় এক মাসের মধ্যেও আমাদের ঘরে (খাবার তৈরির জন্য) আগুন জ্বলতনা। আমরা শুধু খুরমা খেয়ে ও পানি পান করেই কাটিয়ে দিতাম। কখনো কখনো কিছু গোশ্ত হাদিয়া দেয়া হতো, যা আমরা শুধু তা-ই রান্না করে খেতাম।" (সহীহ আল বুখারী)

অথচ প্রিয় নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সমগ্র বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত ও আল্লাহ্‌র রহমত স্বরূপ– রহ্‌মাতুল্লিল 'আলামীন। তিনি আল্লাহ্‌র কাছে যা-ই চাইতেন তা-ই পেতেন। অথচ তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ চাননি এবং সম্পদের জন্য দু'য়াও করেননি। অথচ আমাদের দেশের অধিকাংশ পীর সাহেব তাদের মুরীদগণ থেকে নযরানা পেতে ব্যাকুল হয়ে থাকেন।

অতএব বর্তমান পীর সাহেবগণ কিয়ামতের দিন প্রভুর নিকট তাদের অর্থ উপার্জন ও ব্যয় সম্পর্কে কী এবং কিভাবে হিসাব দিবেন? অথচ পূর্বকালীন পীর সাহেবগণ জনগণের দেয়া হাদিয়া তোহ্‌ফা জনগণের কল্যাণেই ব্যয় করে অমর হয়ে আছেন। হযরত ইবনে মাস'উদ (রা) ও আবূ বারযাহ (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"কিয়ামতের দিন কোনো মানুষকে তার প্রভুর সামনে ৫টি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এক কদমও যেতে দেয়া হবেনা,

১. তার জীবনকাল কীভাবে সে অতিবাহিত করেছে;

২. তার যৌবন সে কীভাবে ব্যয় করেছে;

৩. তার ধনসম্পদ কীভাবে অর্জন করেছে

৪. আর কোথায় কীভাবে তা ব্যয় করেছে এবং

৫. আর অর্জিত জ্ঞান সে কীভাবে কাজে লাগিয়েছে।" (আত-তিরমিযী)

এ প্রসঙ্গে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস আলোচনা করছি, যা হযরত আব্দুল্লাহ্‌ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

www.pathagar.com

"তোমাদের ভেতর কে আছো যে নিজের সম্পদের চেয়ে তার উত্তরাধিকারীর সম্পদকে বেশি ভালোবাসে? সাহাবীরা উত্তর দিলেন, "আমাদের ভেতর এমন কেউই নেই যে নিজ সম্পদের চেয়ে উত্তরাধিকারীদের সম্পদকে বেশি ভালোবাসে।" তখন নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তার সম্পদ সেটাই, যা সে খেয়েছে, আর যা সে পরিধান করে পুরনো করেছে এবং নিজ হাতে তার জীবদ্দশায় আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করেছে। যে সম্পদ তার মৃত্যুকালে রেখে যাবে, সেটাই তার উত্তরাধিকারীদের (ছেলেমেয়েদের সম্পদ)।" (সহীহ আল বুখারী)

তাই মাত্র ৩০/৪০/৫০/৬০ বছরের যিন্দেগীর জন্য যেকোনো উপায়ে যেকোনোভাবে সম্পদ অর্জনের মাত্রাতিরিক্ত বাসনা বা তীব্র আকাঙ্খা ও প্রতিযোগিতা নিঃসন্দেহে **'হৃদয়ের অন্যতম ব্যাধি'**। It is a serious sickness of the heart. অর্থের দরকার নেই অথচ তা অর্জনের তীব্র বাসনা। এ বাসনা পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

আমাদের এই উপমহাদেশের বিপুল সংখ্যক পীর সাহেবগণকে কে পার করবেন? কে তাদের শাফা'য়াত করবেন? তাদের শাফা'য়াতের কি দরকার নেই? তাছাড়া পীর সাহেবগণ যে মুরীদদের পার করতে পারবেন তার নিশ্চয়তা আছে কি? কোনো পীর সাহেব মুরীদদের পার করার ব্যাপারে কোন ওয়াদা করেছেন বা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কি? এসব বিষয়ে কোন প্রমাণ আছে কি? এসব তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে?

এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর জানা খুবই দরকার। কাজেই প্রিয় ভাইদের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ, ভিত্তিহীন আশ্বাসে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত হয়ে কেউ ইহকাল ও পরকাল হারাবেননা। আমি আপনাদের একজন প্রিয় ভাই হিসেবে এ অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনাদের কল্যাণ কামনা ছাড়া আমার আর কোন ইচ্ছা নেই।

প্রিয় ভাইয়েরা আমার, আমি ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, কানাডা, জাপান, সৌদি আরব, মিসর, ভারত, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া, মালয়েশিয়া ও ইটালি (রোম)সহ বিশ্বের পনেরটি দেশ ভ্রমণ করেছি এবং সেসব দেশে ইসলাম ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এই উপমহাদেশের মতো এ ধরনের পীর-মুরীদি অন্য কোথাও দেখিনি। এ ধরনের পীরের শরণাপন্ন না হলে যদি মুক্তির উপায় না-ই থাকে, তা হলে বিশ্বের ছাপ্পান্নটি মুসলিম দেশের কোটি কোটি মুসলমানের অবস্থা কি হবে? তাদেরকে কে পার করবেন? তারা কি বেহেশ্‌তে যেতে পারবেননা? তাদেরকে কি বেহেশতে যাওয়ার জন্য আমাদের দেশের পীরদের মুরীদ হতে হবে? কারণ আমাদের দেশের পীর সাহেবগণ তো তামাম দুনিয়ার মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ওয়াজ করে থাকেন, বিশ্বঅলি বলে প্রচার করেন যা তাদের নামের শেষে উপাধিগুলো দেখলেই বুঝা যায়। অথচ তাদের অধিকাংশই সৌদি আরব ছাড়া আর কোন দেশই ভ্রমণ করেননি এবং বাংলা ভাষা ছাড়া আর কোন ভাষায় তারা কথাও বলতে পারেননা। অনেক পীরসাহেব তাদের নিজ নিজ নামের আগে প্রায় ডজনখানেক

www.pathagar.com

অকল্পনীয় ও স্বঘোষিত উপাধি যোগ করে থাকেন যা পড়ে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়, যার অর্থ অধিকাংশ পীর নিজেও বরতে পারেননা।

শেষ কথা

প্রিয় দ্বীনিভাই, এতোক্ষণ যে আলোচনা করলাম তার মাধ্যমে আমি আশা করি নামাজ ও সমাজ সম্পর্কে আপনাদেরকে একটা সুস্পষ্ট ধারণা দিতে সক্ষম হয়েছি। নামাজের ফযীলত বলে শেষ করা যাবেনা। অতএব আসুন আমরা ফজরের নামাজসহ সকল ওয়াক্তের নামাজ জামায়াতের সাথে আদায় করতে একনিষ্ঠ থাকি।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ) তাঁর কিতাবুস সালাতে বলেন, "তুমি জেনে রেখো! ইসলামে তোমার অংশ আর তোমার নিকট ইসলামের গুরুত্ব ততটুকু যতটুকু নামাজে তোমার অংশ এবং তোমার নিকট নামাজের গুরুত্ব।"

এখানে একটি হাদীস উপস্থাপন করছি, যাতে নামাজের গুরুত্ব অনুধাবন করা সহজ হবে। আল্লাহ্‌র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি যথাযথভাবে নামাজ আদায় করবে, কিয়ামতের দিন নামাজ তার নূর (জ্যোতি) হবে, হিসাবের সময় দলীল (প্রমাণ) হবে এবং নাজাতের ওসীলা হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি যথাযথভাবে নামাজ আদায় করবেনা, নামাজ তার জন্য নূর, দলীল এবং নাজাতের উসীলা হবেনা। অধিকন্তু তার হাশর হবে কারুন, ফিরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের সাথে।" (মুসনাদে আহ্‌মাদ ও বায়হাকী)

পরিশেষে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾

অর্থ ঃ "আমি তো বহু মানব ও জিনকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তারা উপলব্ধি করেনা, তাদের চোখ আছে তা দিয়ে তারা দেখেনা, তাদের কান আছে তা দিয়ে তারা শোনেনা; এরা পশুর ন্যায়; বরং তা হতেও তারা নিকৃষ্ট (অধিক বিভ্রান্ত)। ওরাই গাফিল (অসতর্ক)।" (আ'রাফ ৭:১৭৯)

﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ﴾

অর্থ ঃ "তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করো তোমাদের নিকট শাস্তি আসবার পূর্বে; অতঃপর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবেনা।" (আয-যুমার ৩৯:৫৪)

﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾

অর্থ ঃ "অনুসরণ করো তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে উত্তম

www.pathagar.com

যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার, তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে শাস্তি আসার পূর্বে।" (আয-যুমার ৩৯:৫৫)

﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ﴾

অর্থঃ "যাতে কাউকে বলতে না হয়, হায়! আল্লাহ্‌র প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্য আফসোস! আমি তো ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।" (আয-যুমার ৩৯:৫৬)

আমাদেরকে যেন ঐসব দলের অন্তর্ভুক্ত হতে না হয়, এজন্যে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

ওয়াআখিরু দাওয়ানা 'আনিলহামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আমীন!!

কৃতজ্ঞতা

আমার প্রিয় সহধর্মিণী ও মানারাত ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল কলেজ, গুলশান, ঢাকার সাবেক সিনিয়র লেকচারার বেগম মাহমুদা মুশাররফ-এর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা রইলো। পাণ্ডুলিপি তৈরিকালে আমার অনুপস্থিতিতে ও অভাবে সৃষ্ট বিভিন্ন অসুবিধায় ধৈর্যধারণ করার জন্য তাকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আমার ছেলে ডক্টর মাহমুদ মুস্তাকীম হুসাইনকেও জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ এ মহান কাজে আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য।

'ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান' অনুষ্ঠানটি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল ইসলামিক টিভির একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। এটা প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেল ৪:৩০ ঘটিকায় নিয়মিতভাবে এবং প্রতি রবিবার ও শুক্রবারে যথাক্রমে বিকেল ৪:৩০ ঘটিকা ও সকাল ৮:৩০ ঘটিকায় অনিয়মিতভাবে সুদীর্ঘ সাত বছর যাবত সম্প্রচারিত হয়ে আসছে।

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র (Bibliography of works cited)

১. **তাফসীর ইবনে কাসীর,** হাফিজ ইমামুদ্দিন ইবনে কাসীর (রহ), ১৯৪-২৫৬ (হিজরী), অনুবাদ : ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান, আল মাইমানা, পুরানা পল্টন, ঢাকা, জুলাই ১৯৯৩।

২. **তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন,** হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহ), অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, রিয়াদ, সউদী আরব।

৩. **তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন,** সাইয়েদ কুতুব শহীদ (রহ), অনুবাদ : হাফিজ মুনিরউদ্দীন আহমদ, আল কোরআন একাডেমী, লন্ডন, জানুয়ারী ১৯৯৫।

৪. **তাফহীমুল কুরআন,** সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রহ), অনুবাদ : মাওলানা আব্দুল মান্নান তালিব, আধুনিক প্রকাশনী, ২৫ শিরিশ দাস লেন, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১ম-৬ষ্ঠ জেল্‌দ, জুলাই, ২০১০।

৫. **সহীহ আল বুখারী (Traditions),** ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী (রহ), ১৯৪-২৫৬ (হিজরী), বাংলা অনুবাদ ও প্রকাশনা : আধুনিক প্রকাশনী, ২৫ শিশিরদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩ অক্টোবর ২০০৬, ৫ নভেম্বর, ২০০৬, ৪ ডিসেম্বর, ২০০৭, ৬ ডিসেম্বর ২০০৭, ২ আগস্ট ২০০৮ ও ১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯।

৬. **সহীহ মুসলিম (Traditions),** ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরী আন-নিশাপুরী (রহ), ২০৬-২৬১ (হিজরী), বাংলা অনুবাদ ও প্রকাশনা : সোলেমানিয়া বুক হাউজ, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফেব্রুয়ারি ২০০৭।

৭. **মুয়াত্তা ইমাম মালিক (Traditions),** ইমাম মালিক বিন আনাস (রহ) ৯৩-১৭৯ (হিজরী), দারুল আরব আল ইসলামী, বৈরুত, লেবানন, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪১৭ (হিজরী) ১৯৯৭ (ঈসায়ী)।

৮. **আল মুসনাদ (মুসনাদে আহমাদ) (Traditions),** ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল আশ শায়বানী (রহ) ১৬৪-২৪১ (হিজরী), মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, লেবানন, প্রথম মুদ্রণ, ১৪২১ (হিজরী), ২০০১ (ঈসায়ী)।

৯. **আবূ দাউদ শরীফ (Traditions),** ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ), ২০২-২৭৫ (হিজরী), বাংলা অনুবাদ : অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ, ড. আ.ফ.ম. আবূ বকর সিদ্দীক ও মাওলানা নূর মোহাম্মদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, ১ম-৫ম খণ্ড, আগস্ট ২০০৬।

১০. **সুনানে ইবনে মাজাহ (Traditions),** আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মাজাহ (রহ),

www.pathagar.com

২১৫-৩০৩ (হিজরী), অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, আধুনিক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, অক্টোবর ২০০০।

১১. **সুনান আন-নাসাঈ (Traditions),** ইমাম আবদুর রহমান আহমাদ ইবনে শুয়াইব আন-নাসাঈ (রহ), ২১৫-৩০৩ (হিজরী), অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, ১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড, অক্টোবর, ২০০২।

১২. **জামে আত-তিরমিযী (Traditions),** ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী (রহ), ২০৯-২৭৯ (হিজরী), বাংলা অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহাম্মদ মূসা,

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, আগস্ট, ২০০০।

১৩. **আল-মু'জামুল আউসাত (Traditions),** ইমাম আবুল কাসেম সুলায়মান বিন আহম্মাদ আশ-শামী আত-তাবারানী (রহ), দারুল হারামাইন, কায়রো, মিসর ও সুদান, ১৪১৫ (হিজরী), ১৯৯৫ (ঈসায়ী) ।

১৪. **আল মুসতাদরাক নিশাপুরী আলাস সহীহাইন (মুসতাদরাকে হাকিম) (Traditions),** ইমাম হাফিজ আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল হাকিম আন নায়সাবূরী (রহ), ৩২১-৪০৫ (হিজরী), দারুল মা'রিফা, বৈরুত, লেবানন, প্রথম মুদ্রণ, ১৪১১ (হিজরী), ১৯৮৩ (ঈসায়ী)

১৫. **শু'য়াবুল ঈমান (Traditions),** ইমাম হাফিজ আবূ বকর আহমাদ বিন হুসাইন আল বায়হাকী (রহ), ৩৮৪-৪৫৮ (হিজরী), মাকতাবাতুর রুশ্‌দ, রিয়াদ, প্রথম মুদ্রণ, ১৪২৩ (হিজরী), ২০০৩ (ঈসায়ী)।

১৬. **Healing with the Medicine of the Prophet (SAWS),** Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah 7 (Rah), died 751 (H), Translated by : Jalal Abual Rub, Published by Darussalam Publishers, Riyadh, Saudi Arabia, 1999.

১৭. **As-Suyuti's Medicine of the Prophet (SAWS),** Imam Jalalu'd-Din Abd'ur-Rahman As-Suyuti (Rah), 848-911 (H), Ta-Ha Publishers Ltd., 1 Wynne Road, London, 2004.

১৮. **আত-তিব্বুন নববী,** ইমাম আবূ নূ'য়াইম আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ আল আস্ বাহনী (রহ), ৩৩৬-৪৩০ (হিজরী), দারু ইবনে হাযম, কায়রো, প্রথম মুদ্রণ, ২০০৬।

১৯ **দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম,** ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, জুন ২০০০।

২০. **কুরআন ও হাদীসের আলোকে পূর্ণাঙ্গ মানব জীবন,** অধ্যাপক মাওলানা হারুনুর

www.pathagar.com

রশীদ খান, প্রফেসর ফাউণ্ডেশন, আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, বড় মগবাজার, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০৪।

২১. **নামাজের গুরুত্ব ও ফযীলত,** ড. সালেহ বিন ফাওযান আল ফাওয়ান, সদস্য উচ্চ উলামা পরিষদ, সৌদি আরব, সংকলন : শায়খ আব্দুল্লাহ বিন সা'দ বিন ইবরাহীম আল ফালেহ, অনুবাদ : মুহাম্মদ আব্দুর রব্ব আফফান, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সম্পাদনায় : অধ্যাপক মোজাম্মেল হক, পশ্চিম দ্বীরা ইসলামী সেন্টার, রিয়াদ, সৌদি আরব।

২২. **কুরআন হাদীসের আলোকে তাহাজ্জুদ নামায,** ড. মোহাম্মদ ইউছুফ, অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নূন ওয়াল ক্বলম পাবলিকেশনস্, ৩০৭ বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাঁটাবন ঢাকা, অক্টোবর, ২০১০।

২৩. **আল্লাহর দুয়ারে ধরণা,** আধুনিক প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০, জুলাই, ২০০৫।

২৪. **নামাজ-রোযার হাকীকত,** সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রহ), অনুবাদ : মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, আধুনিক প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০, অক্টোবর, ২০০৩।

২৫. **মুনাজাত ও নামাজ,** ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, জামান সুপার মার্কেট, বি বি রোড, ঝিনাইদহ-৭৩০০, বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, মে ২০০৯ ঈসায়ী।

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

ড. মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ, খ্যাতনামা ভেষজ বিজ্ঞানী ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব। তিনি ১৯৪৮ সালে জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ থানার ৭নং আদারভিটা ইউনিয়নের অন্তর্গত হেমড়াবাড়ী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম আলহাজ্ব মফিজ উদ্দিন আহমদ তদানিন্তন ময়মনসিংহ জেলার কৃষি বিভাগের একজন সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। লেখকের শৈশব ও কৈশোর কেটেছে অত্যন্ত আদর সোহাগে নিজ গ্রামে ও তার নানার বাড়ি একই ইউনিয়নের পাটাদহ-কয়ড়া গ্রামে। ১৯৬৪ সালে তিনি শ্যামগঞ্জ হাইস্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে এসএসসি পাশ করেন। ১৯৬৬ সালে ময়মনসিংহ আনন্দ মোহন সরকারি মহাবিদ্যালয় থেকে এইচএসসি এবং ১৯৬৮ সালে জামালপুর আশেক মামুদ সরকারি মহাবিদ্যালয় থেকে বিএসসি পাশ করেন। ১৯৭০ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফার্মাসী বিজ্ঞানে গবেষণাসহ ফলিত রসায়নে এম এসসি ডিগ্রী লাভ করেন।

স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভের পর ড. মুশাররফ বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি খ্যাতনামা ওষুধ শিল্পে বিভিন্ন উর্ধ্বতন পদে কাজ করেন। ১৯৭৭ সালে তিনি বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য হিসেবে ভারতের মুম্বাই-এ অনুষ্ঠিত 'কমনওয়েলথ্ ফার্মাসিউটিক্যাল সম্মেলনে' অংশগ্রহণ করেন। ঐ বৎসরই তিনি পশ্চিম আফ্রিকার বৃহত্তম বিদ্যাপীঠ নাইজেরিয়ার আহমাদু বেল্লো ইউনিভার্সিটিতে সিনিয়র ফার্মাসিস্ট ও লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭৯ সালে তিনি সপরিবারে হজ্জব্রত পালন করেন। ১৯৮১ সালে তিনি প্রধান ওষুধ বিশ্লেষক হিসাবে পদোন্নতি পান। ১৯৮৮ সালে তিনি ফার্মাকগ্নসীতে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। পরে নাইজেরিয়ার জস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারি অধ্যাপক হিসেবে ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৮৩ সালে তিনি নাইজেরিয়া টেলিভিশনে Know Your Religion Islam (significance of sacrifice) বিষয়ে ইংরেজীতে একটি সচিত্র ভাষন দেন যা ১৯৮৩ ও ১৯৮৪ সালে পরপর তিনবার ঈদুল আযহার দিনে টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হয়। এছাড়া ১৯৮৩ সালে Drug Abuse and its Control শীর্ষক বিষয়ের উপর 'কাদুনা স্টেট টেলিভিশন' কর্তৃপক্ষ ২ X ৩০ মিনিট ব্যাপী এক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে।

১৯৮৯ সালে তিনি In Search of Truth নামে একটি বই লিখেন যা সমগ্র নাইজেরিয়ায় তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। বইটিতে সাত শতাধিক প্রশ্ন রয়েছে চিন্তাশীল পাঠক এবং আন্তরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য (Over seven hundred Questions to Sincere and Intellectual Minds), যারা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি-রহস্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং কোন ধর্মীয় দর্শন গ্রহণের আগে খোলা মন নিয়ে অধ্যয়ন করে থাকে। বইটিতে অনেক প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নের মাধ্যমেই দেয়া হয়েছে। যাহোক, বইটি প্রকাশের পরপরই তাকে নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী গ্রেফতার করে তাদের কার্যালয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। পরে বেশ কয়েকটি মসজিদ থেকে তার মুক্তির জন্য মাইকে ঘোষণা দেয়া হলে এক দিন পর তিনি মুক্তিলাভ করেন। বইটি পড়ে ঐ সময় বেশ কয়েকজন খৃষ্টান ছাত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। বইটির জন্য 'রাবেতা আলম আল ইসলামী' মক্কা মুকাররমাহ এবং 'ইক্‌রাহ্ চেরিটেবল্ সোসাইটি' জেদ্দা তাকে পুরস্কৃত করেন। ১৯৯০ সালে তিনি সপরিবারে বাংলাদেশে ফিরে আসেন।

১৯৯১ সালে ড. মুশাররফ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মাদারগঞ্জ-মেলান্দহ আসন (জামালপুর-৩) থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে পানির গ্লাস প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ঐ সময় বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে জানা যায় যে জামালপুর জেলার ৭১ জন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহে যোগ্যতম ব্যক্তি।

www.pathagar.com

নির্বাচনের পরে তিনি বাংলাদেশ বিমান বাহিনী শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলা, ঢাকা সেনানিবাসে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং এক বৎসর কাল তিনি সে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৩ সালে ১লা ডিসেম্বর World AIDS Day উপলক্ষ্যে Indian Board of Alternative Medicine West Bengal হারবাল মেডিসিনের ওপর অবদান রাখার জন্য তাকে স্বর্ণপদকে ভূষিত করে।

১৯৯৭ সালে তিনি জাপানের National Institute of Health Sciences, Tokyo-এতে পোস্ট-ডক গবেষক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৯৯ সালে তিনি Know Your God (Allah) নামে ইংরেজীতে একটি বই লিখেন। বইটি কাতার চ্যারিটেবল সোসাইটি, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। তিনি Export Quality Management নামে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বই-এর অন্যতম লেখক। বইটি ITC / WTO (UNCTAD), Geneva, European Union এবং DCCI কর্তৃক ২০০৬ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। বইটি বাংলাদেশসহ তেরটি দেশে পাওয়া যায়।

ডঃ মুশাররফ ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা, জাপান, সৌদি আরব, মিসর, ভারত, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া, মালয়েশিয়া, ইটালী, নেদারল্যান্ডস, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া ও থাইল্যান্ডের বড় বড় শহর ভ্রমন করেছেন এবং সেসব দেশে ইসলাম ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছেন। তিনি নাইজেরিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া, ভারত ও বাংলাদেশের অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার ও সম্মেলনে ভাষণ দেন এবং প্রবন্ধ পাঠ করেন। তার ২৫টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ দেশ-বিদেশের জার্নাল ও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ছয়টি বই লিখেছেন। তার চতুর্থ বইটির নাম হচ্ছে Medicine and Pharmacy in the Prophetic Traditions (Sunnah)। বইটিতে ২৭টি অধ্যায় ও আট শতাধিক পৃষ্ঠা রয়েছে। বর্তমানে ইহা সৌদি আরবের রিয়াদে International Islamic Publishing House-এ প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। পঞ্চম বইটি হচ্ছে ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান। ইহা ইসলামিক টিভিতে ২০০৭ সাল থেকে সাত বৎসর যাবত সম্প্রচারিত তিব্বুন নব্বীর ওপর প্রশ্নোত্তরমূলক অনুষ্ঠানের লিখিত রূপ। বইটি তিন শতাধিক পৃষ্ঠা ও ২৭টি অধ্যায় সম্বলিত। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড এই মাসেই বইটি প্রকাশ করতে যাচ্ছে। ৬ষ্ঠ বইটি হচ্ছে নামাজ ও সমাজ।

ডঃ মুশাররফ এক পুত্র ও তিন কন্যার জনক। বড় মেয়ে ডাক্তার ঝীনা এ এস হুসাইন উত্তরা শহীদ মনসুর আলী মেডিকেল কলেজের বায়োকেমিস্ট্রীর সহযোগী অধ্যাপক। ছেলে ডক্টর মাহমুদ মুস্তাকীম হুসাইন ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভ্যানিয়া, আমেরিকা থেকে জৈব রসায়ণে ডক্টরেট। বর্তমানে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় আমেরিকায় রিসার্চ এসোসিয়েট হিসেবে গবেষণারত। দ্বিতীয় মেয়ে ডাক্তার বুশরা হুসাইন আমরিকায় এমপিএইচ কোর্সের একজন ছাত্রী। তৃতীয় মেয়ে নুসরাহ হুসাইন ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভ্যানিয়ায় জৈব রসায়ণে পিএইচডি করছেন। বড় জামাতা ডাক্তার রেজা-ই-রাব্বি একজন প্লাস্টিক সার্জন। দ্বিতীয় জামাতা এন এম মোশারফ কবীর চৌধুরী বুয়েটের কম্পিউটার সায়েন্স ও ইন্জিনিয়ারিং-এর একজন গ্রাজুয়েট। তিনি কানাডা থেকে এম. ম্যাথ. ডিগ্রী লাভের পর বর্তমানে বার্কলে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করছেন। তৃতীয় জামাতা আব্দুল্লাহ আল-নাঈমও একজন বুয়েট গ্রাজুয়েট। তিনি আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় হতে কম্পিউটার সায়েন্সে সম্প্রতি ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

ডক্টর মুশাররফ বর্তমানে ইসলামিক টেলিভিশনে 'ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান' শীর্ষক একটি সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানের নিয়মিত আলোচক। অনুষ্ঠানটি প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেল ৪:৩০ ঘটিকায় নিয়মিতভাবে এবং রবিবার ও শুক্রবারে যথাক্রমে বিকেল ৪:৩০ ঘটিকা ও সকাল ৮:৩০ ঘটিকায় অনিয়মিতভাবে সুদীর্ঘ সাত বৎসর যাবত সম্প্রচারিত হয়ে আসছে।

www.pathagar.com

এক নযরে কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে নামাজ

★ "তোমরা নামাজ কায়েম করো ও যাকাত আদায় করো এবং যারা আমার সামনে অবনত হচ্ছে তাদের সাথে তোমরাও অবনত হও (রুকুকারীদের সাথে রুকু করো)।" (আল বাকারাহ ২:৪৩)

★ "নির্ধারিত সময়ে সলাত কায়েম করা মু'মিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।" (আন নিসা ৪:১০৩)

★ "নামাজ কায়েম করো। নিশ্চয়ই নামাজ (মানুষকে) অশ্লীল ও গর্হিত (খারাপ) কাজ থেকে বিরত রাখে।" (আল আনকাবূত ২৯:৪৫)

★ "তোমার পরিবার পরিজনকে নামাজ পড়ার হুকুম দাও এবং নিজেও তা নিয়মিত পালন করতে থাকো।" (ত্বহা ২০:১৩২)

★ "তোমরা ঠিক সেভাবে নামাজ পড়ো, যেভাবে পড়তে দেখেছো আমাকে।" [মালেক বিন হুওয়াইরিছ (রা) বর্ণিত, সহীহ আল বুখারী ও মুসনাদে আহ্‌মাদ]

★ "মিফতাহুল জান্নাতি আস-সালাহ।" "নামাজ বেহেশতের চাবি।" (আত-তিরমিযী)

★ "নামাজের মধ্যেই নিহিত রয়েছে আমার চোখের প্রশান্তি।" [আনাস (রা) বর্ণিত, আন নাসাঈ]

★ "তুমি উঠে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ো। কেননা নামাজের মধ্যে রোগ মুক্তি আছে।" [আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত, ইবনে মাজাহ]

★ "দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ো। যদি অক্ষম হও, বসে নামাজ পড়ো। আর তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে ইশারা করে নামাজ পড়ো।" [ইমরান বিন হুসাইন (রা) বর্ণিত, সহীহ আল বুখারী]

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com